সূরা ফাতিহা ও আম্ পারা

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

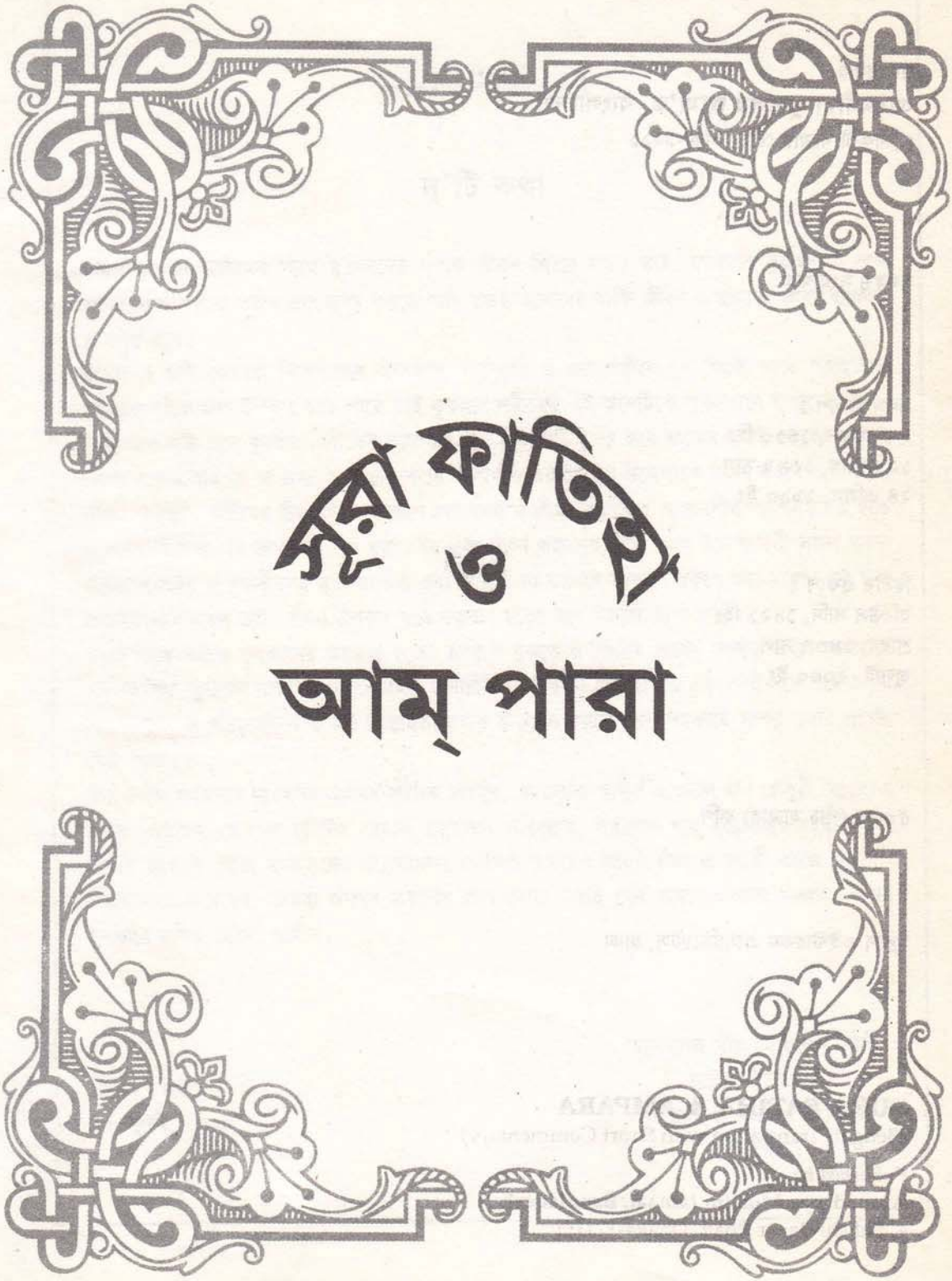

সূরা ফাতিহা ও আম্ পারা

প্রকাশনায়
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৭ রমযান, ১৪১০ হিঃ
১২ বৈশাখ, ১৩৯৭ সাল
২৪ এপ্রিল, ১৯৯০ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
রবিউস সানি, ১৪২১ হিঃ
শ্রাবণ, ১৪০৭ সাল
জুলাই, ২০০০ ইং

৫০০০ (পাঁচ হাজার) কপি

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্, ঢাকা

SURA FATIHA & AMPARA
(Bengali Translation with Short Commentary)

Published by :
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দু'টি কথা

পবিত্র কুরআন করীমের সাথে মু'মিনদের সম্পর্ক জীবন শিরার মত। তাই, যতভাবে কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে গভীর এবং সুদৃঢ় করতে পারি ততই আমাদের ব্যক্তি জীবন ও জামাতী জীবন প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ হবে।

জামাতের ভাই বোনেরা বিশেষভাবে আতফাল, নাসেরাত ও ওয়াকেফীনে-নও শিশুরা যাতে সহজভাবে কুরআন শরীফ দ্বারা উপকৃত হতে পারে তাই কুরআন শরীফের এই অংশটিকে পৃথকভাবে ছাপানো হলো। অধিকাংশ ভাই-বোন কুরআন শরীফের আমপারা হতে সূরাসমূহ মুখস্ত করে থাকেন। তাই সহজে ব্যবহার যোগ্য ও বার বার পাঠের জন্য এ অংশটি সবার তালীম ও তরবিয়তের উদ্দেশ্যকে সফল করবে বলে আশা রাখি। কুরআন করীমের চিরকালীন কল্যাণে আমাদের তালীম, তরবিয়ত ও তবলীগ আশিসমণ্ডিত হতে থাকবে। বিশেষভাবে জামাতের নও-মুবায়েঈন এবং নূতন প্রজন্মের মাঝে মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সফল করার লক্ষ্যে তরজমা ও তফসীরসহ সূরা ফাতিহা এবং আমপারার বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এর দ্বারা সাধারণভাবে সকল ভাই-বোনও উপকৃত হতে ফত্নবান হবেন বলে আমরা আশা রাখি।

সবাই যাতে সহজে কুরআনের তরজমা ও এর মর্মবাণী বুঝতে ও শিখতে পারেন সেজন্য এবার আমাদের পূর্বপ্রকাশিত 'কুরআন মাজীদ'-এর তরজমার ভাষারীতির পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ও পরিমার্জনের কাজও আল্লাহ্তাআলার ফযল ও করমে গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

উক্ত কাজে সর্বজনাব মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী, মাওলানা সালেহ আহমদ, মোহম্মদ মুতিউর রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান এবং নাজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেবানের উল্লেখযোগ্য খেদমত রয়েছে। আরও যাঁরা এ মহতী কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আমরা তাঁদের সকলের জন্য দোয়া করছি যেন আল্লাহ্তাআলা সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ঢাকা
২০ জুলাই, ২০০০

সূচীপত্র

সূরা নম্বর ও নাম	...	পৃষ্ঠা	সূরা নম্বর ও নাম	...	পৃষ্ঠা
১ আল্ ফাতিহা	...	১	৯৭ আল্ কাদর	...	৮৫
৭৮ আন্ নাবা	...	৯	৯৮ আল্ বাইয়্যেনাহ্	...	৮৮
৭৯ আন্ নাযি'আত	...	১৪	৯৯ আয্ যিল্যাল	...	৯১
৮০ 'আবাসা	...	২০	১০০ আল্ 'আদিয়াত	...	৯৪
৮১ আত্ তাক্ভীর	...	২৫	১০১ আল্ কারে'আ	...	৯৭
৮২ আল্ ইন্ফিতার	...	৩০	১০২ আত্ তাকাসুর	...	১০০
৮৩ আত্ তাত্ফীফ	...	৩৩	১০৩ আল্ 'আস্র	...	১০৩
৮৪ আল্ ইনশিকাক্	...	৩৮	১০৪ আল্ হুমাযাহ্	...	১০৫
৮৫ আল্ বুরূজ	...	৪২	১০৫ আল্ ফীল	...	১০৮
৮৬ আত্ তারিক	...	৪৬	১০৬ আল্ কুরায়্শ	...	১১০
৮৭ আল্ আ'লা	...	৪৯	১০৭ আল্ মাঊন	...	১১৩
৮৮ আল্ গাশিয়াহ্	...	৫৩	১০৮ আল্ কাওসার	...	১১৫
৮৯ আল্ ফাজর	...	৫৬	১০৯ আল্ কাফিরূন	...	১১৮
৯০ আল্ বালাদ	...	৬১	১১০ আন্ নাস্র	...	১২১
৯১ আশ্ শাম্স্	...	৬৫	১১১ আল্ লাহাব	...	১২৩
৯২ আল্ লায়্ল	...	৬৯	১১২ আল্ ইখ্লাস	...	১২৬
৯৩ আয্ যুহা	...	৭৩	১১৩ আল্ ফালাক্	...	১২৯
৯৪ আল্ ইনশিরাহ্	...	৭৬	১১৪ আন্ নাস	...	১৩১
৯৫ আত্ তীন	...	৭৯	কুরআন-পাঠ সমাপ্তির দোয়া	...	১৩৪
৯৬ আল্ 'আলাক	...	৮২			

সূরাতুল ফাতিহাহ্-১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়

অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে এই সূরার সম্পূর্ণটাই মক্কায় নাযেল (অবতীর্ণ) হয় এবং প্রথম থেকেই ইহা নামাযের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা হিজ্‌রের একটি আয়াত- "এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সপ্ত আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করেছি" (১৫ঃ৮৮)—আসলে সূরা ফাতিহার প্রতিই ইঙ্গিত করে। সূরাটি যে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এ সম্পর্কে অধিকাংশ বর্ণনাকারীর ঐক্যমত সত্ত্বেও কেউ কেউ এটা পুনরায় মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে, এটা ঠিক যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত জীবনের গোড়ার দিকেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

সূরাটির বিভিন্ন নাম ও ঐ সমস্ত নামের তাৎপর্য

'ফাতিহাতুল কিতাব' বা '(ঐশী) কিতাবের উদ্বোধনী সূরা' এই শিরোনামেই ইহা সমধিক পরিচিত এবং এই নামকরণের ভিত্তি বিশ্বস্ত হাদীস বিশারদদের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান (তিরমিযী এবং মুসলিম)। শিরোনামটি পরে 'সূরা ফাতিহা' বা শুধু 'ফাতিহা' হিসেবে সংক্ষিপ্তরূপ লাভ করেছে। এই সূরার আরও অনেক নাম আছে তন্মধ্যে ১০টি অধিক প্রমাণসিদ্ধ- যেমন, আল্ ফাতিহা, আস্ সালাত, আল্ হাম্‌দ, উম্মুল্ কুরআন, আল্ কুরআনুল আযীম, আস্ সাব্‌উল মাসানী, উম্মুল্ কিতাব, আশ্ শিফা, আর্ রুক্‌ইয়া, এবং আল্ কান্‌য। এই নামগুলির প্রত্যেকটিই সূরার অন্তর্নিহিত বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশে আলোকপাত করে।

'ফাতিহাতুল কিতাব' দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভেই এর অবস্থান হওয়ায় সুরাটি সমগ্র কুরআন শরীফের বিষয়বস্তুর একটি চাবিস্বরূপ। 'আস্ সালাত' (নামায) দ্বারা জ্ঞাত করা হয়েছে যে, সূরাটি একটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা এবং ইহা ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'আল্ হাম্‌দ' (প্রশংসা) দ্বারা মানব সৃষ্টির মহত্তম উদ্দেশ্যসমূহ ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে এই শিক্ষা রয়েছে যে, বান্দার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক মূলতঃ আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহেরই একটি দিক। 'উম্মুল কুরআন' (কুরআন-জননী) দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ইহা সমগ্র কুরআন শরীফের সার-সংক্ষেপ, যাতে সংক্ষিপ্তাকারে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিক্ষাসমূহ বিদ্যমান। 'আল্ কুরআনুল আযীম' (মহান কুরআন) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও ইহা 'উম্মুল কিতাব' ও 'উম্মুল কুরআন' তবুও ইহা পবিত্র কুরআনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একে কুরআন থেকে আলাদা মনে করা ভুল। 'আস্ সাব্‌উল মাসানী' (পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সাত আয়াত) দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই সূরার সাতটি ছোট আয়াত প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। ইহা এ দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে, নামাযের প্রত্যেক রাকাআতেই এই সূরাটি পাঠ করতে হয়। 'উম্মুল কিতাব' (কিতাব-জননী) দ্বারা আলোকপাত করা হয়েছে যে, এই সূরার অন্তর্নিহিত প্রার্থনার ফল হিসেবেই কুরআনী শরীয়ত বা বিধান-গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। 'আশ্ শিফা' (আরোগ্য) দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এর মধ্যে মানুষের সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের জবাব এবং বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসা বিদ্যমান। 'আর্ রুক্‌ইয়া' (রক্ষাকবচ) দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, শুধুমাত্র ইহা রোগ মুক্ত করবার সূরাই নয়, বরং ইহা শয়তান ও তার অনুসারীদের আক্রমণ থেকেও মানুষকে রক্ষা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়কে শক্তিশালী করে। 'আল্ কান্‌য' (ভাণ্ডার) দ্বারা বলা হয়েছে যে, এই সূরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।

বাইবেলের এক ভবিষ্যদ্বাণীতে ফাতিহার উল্লেখ

'সূরা ফাতিহা' নামেই এই সূরা সমধিক পরিচিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাইবেলের নুতন নিয়ম-এর এক ভবিষ্যদ্বাণীতে এই 'ফাতিহা' নামের উল্লেখ আছে– "আমি এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তাঁহার হস্তে একখানা ক্ষুদ্র উন্মুক্ত পুস্তিকা (ফতুহা) ছিল"। "তিনি তাঁহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রে ও বাম চরণ স্থলে রাখিলেন" (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ১-২)। এই বাক্যে 'উম্মুক্ত' বুঝাতে হিব্রু শব্দ 'ফতুহা' ব্যবহৃত হয়েছে যা আরবী শব্দ 'ফাতিহা'র অনুরূপ। "আর তিনি (শক্তিমান দূত) চীৎকার করিলে সপ্ত বজ্র নিজ নিজ স্বর ধ্বনিত করিল" (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ৩-৪)। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত 'সপ্ত বজ্রধ্বনিই' হচ্ছে সপ্ত আয়াত সম্বলিত সূরা ফাতিহা। খৃষ্টান পন্ডিতগণ বলেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশু খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত; এবং এর সত্যতা আজ প্রকৃত ঘটনার নিরিখে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আহ্‌মদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ), যাঁর মাধ্যমেই যীশু খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, এই সূরার বহু গভীর ব্যাখ্যা লিখে গেছেন এবং এর আলোকে তাঁর দাবীর সত্যতাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং একে সর্বদা এক আদর্শ দোয়া হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি এই সূরার সাতটি ছোট আয়াত হতে ঐশী শিক্ষার এমন নিগূঢ় তত্ত্বাবলী উদ্‌ঘাটন করেছেন যা পূর্বে বিশ্ববাসীর অগোচরে ছিল। বলা যায় যে, এই সূরাটির ব্যাখ্যা হযরত আহ্‌মদ (আঃ)-এর দ্বারা যথার্থ অর্থে প্রকাশিত হয়েছে, পূর্বে যেন এর ভাণ্ডার বন্ধই ছিল। এইভাবে নূতন নিয়মের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীও (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ৪) পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন, "আর সপ্ত মেঘধ্বনি হইলে আমি লিখিতে

উদ্যত হইলাম এবং (তখন) স্বর্গ হইতে এই বাণী শুনিলাম, আমাকে বলা হইল ঃ ঐ সপ্ত বজ্রধ্বনি যাহা বলিল, তাহা মোহরাঙ্কিত করিয়া (বন্ধ করিয়া) রাখ, এবং লিখিও না" ..... । বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, 'ফতুহা' বা সূরা 'ফাতিহার' নিগূঢ় তত্ত্বাবলী কিছুকালের জন্য অনুদ্‌ঘাটিত থাকবে, কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভান্ডার উদঘাটিত হবে। বর্তমান যামানায় হযরত আহ্‌মদ (আঃ) কর্তৃক এই মহান কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে।

কুরআনের পরবর্তী অংশের সাথে সম্পর্ক

সূরা ফাতিহা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনের ভূমিকাস্বরূপ। ইহা যেন একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি কুরআন। তাই, শুরুতেই এর মাধ্যমে পাঠক মোটামুটিভাবে সমগ্র কুরআনের স্বরূপ ও বিষয়বস্তুর একটি সম্যক পরিচিতি বা ধারণা লাভ করতে পারে। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কুরআন শরীফের সূরা ফাতিহা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (বুখারী)।

বিষয়বস্তু

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার নির্যাস 'সূরা ফাতিহা'। তাই, বিশদভাবে সমগ্র কুরআনে যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার সূরা ফাহিতায় সন্নিবেশিত হয়েছে। শুরুতেই এই সূরায় আল্লাহ্‌তাআলার মৌলিক গুণাবলীর পরিচয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলিকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্যান্য গুণাবলী আবর্তিত হচ্ছে এবং এগুলির উপরই বিশ্বজগতের পরিচালনার ভিত্তি এবং স্রষ্টা ও বান্দার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌তাআলার চারটি মৌলিক গুণ যেমন, রব্ব, (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ক্রমবিকাশদাতা এবং পূর্ণতাদাতা) 'রহ্‌মান' (স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা), 'রহীম' (বার বার কৃপাকারী) এবং 'মালিকে ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার দিবসের মালিক) দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির পর তার প্রকৃতিতে আল্লাহ্‌তাআলা শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ সংযুক্ত করেছেন এবং মানুষের শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন। তদুপরি, মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ড যাতে শুভ ফলদায়ক হয় তিনি তারও বন্দোবস্ত করেছেন। এই সূরাতে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তাআলার 'আব্‌দ' (দাস) হওয়ার জন্যই মানুষের সৃষ্টি, এবং এইজন্য সব সময় তাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত, আনুগত্য ও নৈকট্য-অর্জন করতে হবে, এবং এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব সময় আল্লাহ্‌রই সাহায্য ও অনুগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলার উক্ত মৌলিক গুণাবলী বর্ণনার পর সূরাটিতে পূর্ণ আত্ম-বিলীনতাসহ বান্দা কর্তৃক এক স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বব্যাপী প্রার্থনার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই প্রার্থনা বা ইবাদতের আসল শিক্ষা এই যে, মানুষ যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করে যার ফলে আল্লাহ্‌তাআলা যেন তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য জরুরী উপকরণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু অতীতের উৎকৃষ্ট নমুনা ও আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে, বিশেষতঃ তাঁদের যাঁরা জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছিলেন, সেহেতু মানুষকে আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়াও যাচ্‌ঞা করতে শিখানো হয়েছে, যেন তাঁদের (পূর্ববর্তী পুরস্কারপ্রাপ্তদের) অনুরূপ তাকেও অসীম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সফলতার পথে পরিচালিত করা হয়। পরিশেষে, সূরাটিতে এক ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণীসহ বলা হয়েছে যে, মানুষ সৎপথ প্রাপ্তির পর যেন পুনরায় পথভ্রষ্ট না হয় এবং তার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সৃষ্টিকর্তা হ'তে দূরে সরে না যায়। পরন্তু সে যেন অবিরাম আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা ক'রে সম্ভাব্য যে কোন পদস্খলন থেকে আত্মরক্ষা করে। ইহাই সূরা ফাতিহার সার সংক্ষেপ এবং এই বিষয়বস্তুকেই বিশদভাবে পাঠকদের হেদায়াতের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উপমা দ্বারা কুরআনে (পরবর্তী সূরাগুলিতে) পেশ করা হয়েছে।

মু'মিনদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন পাঠ আরম্ভ করবার পূর্বে তারা যেন শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে। যেমন, 'যখন তুমি কুরআন পাঠ আরম্ভ কর, তখন (প্রথমেই) বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর' (১৬ঃ৯৯)। আশ্রয় প্রার্থনা কয়েকটি কারণে হতে পারে ঃ (১) এইজন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা যেতে পারে, যাতে কোন অমঙ্গল স্পর্শ না করে, (২) এই লক্ষ্যে আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে, যাতে কোন মঙ্গল আমাদের হস্তচ্যুত না হয়, এবং (৩) আশ্রয় যাচ্‌ঞা করার উদ্দেশ্য এ-ও হতে পারে যে, একবার কল্যাণ লাভের পর আমরা যেন তা থেকে বঞ্চিত না হই। এজন্য নির্ধারিত যে দোয়া তা হ'ল, 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি' এবং এই দোয়া কুরআন তিলাওয়াতের প্রারম্ভে অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

এই সূরা পবিত্র কুরআনের একটি অধ্যায় এবং সমস্ত কুরআনে এইরূপ ১১৪টি অধ্যায় আছে, যেগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি সূরা বলা হয়। 'সূরা' কথাটি কতকগুলি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন (১) উচ্চপদ ও মর্যাদা, (২) একটি চিহ্ন বা নিদর্শন, (৩) একটি সুউচ্চ ও সুরম্য প্রাসাদ এবং (৪) এমন কিছু যা সর্বাঙ্গীন এবং সম্পূর্ণ (আকরাব এবং কুরতুবী)। কুরআন করীমের অধ্যায়গুলোকে এ জন্যেও সূরা বলা হয় যে, (ক) ইহা পাঠের মাধ্যমে পাঠক মর্যাদার ভূষণে ভূষিত হয় এবং এর ফলে সে খ্যাতি লাভ করে, (খ) এগুলি পবিত্র কুরআনে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের শুরু ও শেষ চিহ্ন বা নিদর্শন হিসেবে কাজ করে, (গ) এদের প্রত্যেকটিই আধ্যাত্মিক মর্যাদার দিক থেকে এক একটি সুউচ্চ প্রাসাদ বিশেষ, এবং (ঘ) মূলভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো সর্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ। কুরআন শরীফের বিভিন্নস্থানেও এই ধরনের অধ্যায়কে সূরা নামে অভিহিত করা হয়েছে (২ঃ২৪, এবং ২৪ঃ২)। হাদীসেও এর ব্যবহার এসেছে যেমন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, এইমাত্র আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে (মুসলিম)। এই সমস্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে এটা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের এক একটি বিভাগ হিসেবে 'সূরা' শব্দের ব্যবহার ইসলামের আদি থেকেই প্রচলিত ছিল এবং তা পরবর্তীকালের কোন নূতন সংযোজন নয়।

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ (١)

رُكُوعُهَا ١ | آيَاتُهَا

সূরাতুল ফাতিহাহ্-১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭ আয়াত ও ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র[১] [২]নামে[৩] (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী[৪]। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

দেখুন ঃ ক. প্রতিটি সূরার শুরুতে কেবল ৯নং সূরা ব্যতীত; এবং ২৭ঃ৩১; ৯৬ঃ২ দ্রষ্টব্য।

১। 'আল্লাহ্' সেই পরম অস্তিত্বের বা সত্তার নাম, যিনি পূর্ণতম গুণাবলীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং ধারণাতীতভাবে ত্রুটি-মুক্ত। আরবী ভাষায় 'আল্লাহ্' শব্দটি অন্য কোন সত্তা বা বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। অন্য কোন ভাষাতেই সেই উচ্চতম সত্তার এরূপ স্বতন্ত্র নামবাচক কোনও বিশেষ্য পদ নেই। অন্যান্য ভাষায় যে নামগুলি আছে, সেগুলির সবই গুণবাচক, সেগুলি বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'আল্লাহ্' শব্দটি কখনও বহুবচনে ব্যবহৃত হয় না। 'আল্লাহ্' একটি মৌলিক বিশেষ্য, কোনও সাধিত শব্দ নয় এবং কোন গুণ-প্রকাশক বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হয় না। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা এই অভিমতকে সমর্থন করেন। সর্বাপেক্ষা নির্ভুল অভিমত হল, 'আল্লাহ্' নামবাচক বিশেষ্য; একমাত্র ঐ সত্তারই নাম যিনি স্বয়ম্ভু, অনিবার্যরূপে অস্তিত্ববান, স্বনির্ভর, সর্বগুণাধার। 'আল্লাহ্' শব্দের 'আল্' অবিভাজ্য; এটি 'আল্লাহ্' শব্দেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ (মুফরাদাত, আকরাব ও লেইন)।

২। 'ইস্ম' অর্থ নাম বা গুণ (আকরাব)। এখানে উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সৃষ্টিকর্তার মূল নাম 'আল্লাহ্'-এর সঙ্গেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র গুণ 'আর্ রহমান' (স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা) ও 'আর্ রহীম' (বার বার কৃপাকারী)-এর সাথেও ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। আরবী ভাষায় 'বা' অব্যয়টি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; এখানে 'সাথে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বা'+'ইস্ম' মিলে গঠিত যুগ্ম শব্দ 'বিস্মে', যার অর্থ 'নামের সাথে'। আরবী বাক্ধারা অনুযায়ী, 'বিস্মিল্লাহ্' কথাটির পূর্বে কিছু কথা উহ্য রয়েছে- যেমন 'ইক্‌রা (পড়), 'আক্‌রাউ' (আমি পড়ি), 'নাক্‌রাউ' (আমরা পড়ি); কিংবা 'ইশ্‌রা' (শুরু কর); 'আশ্‌রাউ' (আমি শুরু করি), 'নাশরাউ' (আমরা শুরু করি)। অতএব, উহ্য শব্দগুলিকে নিয়ে 'বিসমিল্লাহ্'র অর্থ 'আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আরম্ভ বা পাঠ করছি।' 'বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম'-এর নিকটতম অর্থ প্রকাশক বাংলা অনুবাদ হবে, 'আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (আরম্ভ করছি বা পাঠ করছি) যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা এবং পুনঃ পুনঃ দয়া প্রদর্শনকারী, বারবার রহমকারী, বার বার কৃপাকারী' (বাহ্‌রে মুহীত, ফাত্‌হুল বায়ান)।

৪। 'আর্ রহমান (স্বতঃ প্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা) এবং 'আর্ রহীম' (বার বার কৃপাকারী) এই উভয় শব্দ একই 'রহ্‌ম' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রাহেমা' অর্থ সে দয়া প্রদর্শন করলো; সে ক্ষমা করলো। 'রহমত' শব্দের মধ্যে দু'টি ভাব আছে ঃ একটি 'রিক্‌কাত' দয়ার্দ্রতা ও কোমলতার ভাব, অপরটি 'ইহ্‌সান' বা পরোপকারের ভাব (মুফ্‌রাদাত)। 'আর্ রহমান' শব্দটি আরবী 'ফা'লান' ওজনে এসেছে এবং 'আর্ রহীম' শব্দটি 'ফায়িল' ওজনে। আরবী ভাষার নিয়ম হলো, মূল শব্দের সাথে যতবেশী অক্ষর যুক্ত হবে, ততই এর অর্থের ব্যাপকতা বা গভীরতা বৃদ্ধি পাবে (কাশ্‌শাফ)। 'ফা'লান' ওজনের শব্দে পূর্ণতা ও ব্যাপকতা থাকে এবং 'ফায়ীল' ওজনের শব্দে ক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা ও বদান্যতা প্রকাশ পায় (মুহিত)। অতএব, এই হিসেবে 'আর রহমান' দ্বারা সারাবিশ্ব পরিবেষ্টনকারী দয়া বুঝায়; এবং 'আর্ রহীম' দ্বারা সেই দয়াকে বুঝায় যা সীমিত হলেও বার বার প্রদর্শন বুঝায়। উপরোক্ত অর্থের আলোকে 'আর্ রহমান' ঐ সত্তাকে বুঝায় যিনি স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে ও ব্যাপকভাবে, কারও সাধনা বা কর্মের সাথে সম্পর্ক-শূন্য রূপে সকল সৃষ্টির প্রতিই সমভাবে কৃপা বর্ষণ করে থাকেন এবং 'আর্ রহীম' দ্বারা ঐ সত্তাকে বুঝায় যিনি মানুষের কাজের বিনিময়ে, সৎকাজের পুরস্কার স্বরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে থাকেন এবং বদান্যতার সাথে বার বার দেখিয়ে থাকেন। 'আর্ রহমান' শব্দটি কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু 'রহীম' শব্দটি দয়ালু মানুষের জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। শব্দটি 'আর রহ্‌মান' অবিশ্বাসী-বিশ্বাসী নির্বিশেষে সব মানবকেই শুধু নয়, বরং সারা বিশ্বের সব সৃষ্টিকেই স্বীয় আওতার মধ্যে ধারণ করে। কিন্তু পরবর্তী (অর্থাৎ 'রহীম') শব্দটি প্রধানতঃ বিশ্বাসীগণকে আওতাভুক্ত করে। মহানবী (সঃ)-এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ্‌তাআলার 'আর্ রহমান'- গুণটির প্রকাশ সাধারণভাবে ইহকালের (নেয়ামতসমূহের) সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং 'আর রহীম' গুণটির প্রকাশ পরকালের (নেয়ামতসমূহের) সাথে সম্পর্কযুক্ত (মুহিত)। এর দ্বারা বুঝা যায়, যেহেতু এই বিশ্ব (ইহকাল) মানুষের জন্য এক বিরাট কর্মক্ষেত্র এবং পরকাল তার কর্মের সবিশেষ ফল প্রাপ্তির স্থান, সেই হেতু 'আর্ রহমান' রূপে (আল্লাহ্) মানুষের কর্তব্য সম্পাদনের উপযোগী সববস্তু ইহজগতে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। ৫ক সকল৫ প্রশংসা৫-ক (একমাত্র) আল্লাহ্‌র, যিনি জগতসমূহের৬ প্রভু-প্রতিপালক,৬ক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২, ৪৬; ১০ঃ১১; ১৮ঃ২; ২৯ঃ ৬৪; ৩০ঃ১৯; ৩১ঃ২৬; ৩৪ঃ২; ৩৫ঃ২, ৩৭ঃ১৮৩; ৩৯ঃ৭৬; ৪৫ঃ৩৭।

সরবরাহ করেন এবং 'আর্ রহীম' রূপে পরকালে ফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। যা কিছু আমাদের প্রয়োজন এবং যা কিছু আমাদের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক, তার সব কিছুই বিনা পরিশ্রমে, বিনা যোগ্যতায় ও বিনা চাওয়ায় আমাদের জন্মের পূর্ব থেকেই শুধু ঐশী অনুগ্রহ স্বরূপ, আমাদের জন্য মজুদ থাকে। তবে, পরকালে যে সকল ঐশী আশীর্বাদ মজুদ রয়েছে, তা ইহকালীন কাজের পুরস্কারস্বরূপ আমাদেরকে আপন আপন যোগ্যতানুসারে দেয়া হবে।

এর দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় যে, 'আর্ রহমান' হলেন সেই মহান দাতা যিনি আমাদের জন্মের পূর্বেই আমাদের জন্য সব কিছুই দিয়ে রেখেছেন, 'আর রহীম' হলেন সেই কল্যাণবর্ষণকারী যিনি কাজের বিনিময়ে পুরস্কার দান করেন।

'বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম' কুরআনের প্রতিটি সূরার (অধ্যায়ের) প্রথম আয়াত, অবশ্য সূরা তওবা বা বরাআত ছাড়া। তবে, সূরা 'বরাআত' সূরা 'আনফালের'-ই বর্ধিত অংশবিশেষ, স্বাধীন ও পৃথক সূরা নয়। ইব্‌নে আব্বাস বলেছেন যে, যখনই কোন নূতন সূরা নাযেল হতো, তখনই 'বিসমিল্লাহ্' আয়াতটি প্রথমে আসতো। বিস্‌মিল্লাহ্ না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জানতে পারতেন না যে, নূতন সূরা আরম্ভ হয়েছে (দাউদ)। এথেকে বুঝা যায় (১) 'বিস্‌মিল্লাহির রহ্মানির রহীম' আয়াতটি কুরআনেরই অংশ, অতিরিক্ত কোন কিছু নয়, (২) সূরা 'বরাআত' স্বাধীন সূরা নয়। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সেই সকল লোকের ধারণাকে খণ্ডন করে, যারা বলেন, 'বিস্‌মিল্লাহ্' কেবল মাত্র সূরা ফাতিহার অংশ। অন্যান্য সূরার প্রারম্ভেও 'বিস্‌মিল্লাহ্' ব্যবহারের তাৎপর্য হচ্ছে ঃ কুরআন ঐশী জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া সেই জ্ঞানের ধারে-কাছে পৌঁছানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। 'পবিত্রগণ ছাড়া কেউ ইহা স্পর্শ করবে না' (৫৬ঃ৮০)। সেই কারণেই, প্রতিটি সূরার প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ্' সংযুক্ত করে মুসলমানদেরকে স্মরণ করানো হয়েছে যে, কুরআনের ঐশী জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ লাভ করতে হলে এবং এথেকে প্রকৃত উপকার লাভ করতে হলে, তাদেরকে কেবল পবিত্র হৃদয় নিয়ে অগ্রসর হলেই চলবে না, বরং পদে পদে অতিশয় মিনতির সঙ্গে আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্যও চাইতে হবে। 'বিস্‌মিল্লাহ্' আয়াতটি আরও একটি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে– এর মধ্যে প্রত্যেক সূরার অর্থের ও তাৎপর্যের চাবিকাঠি রয়েছে। কেননা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি, কোনও না কোনওভাবে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌তাআলার মৌলিক গুণ 'রহমানীয়ত' (স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দান) বা 'রহীমিয়ত' (বার বার কৃপাকরা)-এর সাথে সম্পর্কিত। এইরূপে, প্রত্যেক সূরাই বস্তুতঃ 'বিস্‌মিল্লাহ্' আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌তাআলার মূল-গুণাবলীর সবিস্তার ব্যাখ্যা ও বিবরণ মাত্র। অনেক সময় তর্ক উত্থাপন করা হয় যে, 'বিসমিল্লাহ্' কথাটি সূত্র হিসেবে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ হতে ধার করা হয়েছে। সেল বলেন, ইহা যেন্দাবেস্তা হতে অনুকরণ করা হয়েছে। আর প্রাচ্যবিদ রড্‌ওয়েল বলেন, ইসলাম-পূর্ব আরবগণ ইহা ইহুদীদের নিকট থেকে ধার করেছিল এবং পরে তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ দু'টি অভিমতই স্পষ্টতঃ ভুল। প্রথম কথা হলো, মুসলমানেরা কখনও দাবী করেন না যে, যেহেতু এই সূত্রটি কোনও না কোন আকারে ইসলাম-পূর্ব আরবেরা, কুরআন অবতরণের আগেই কিছুদিন ব্যবহার করেছে, সেহেতু ইহা ঐশী-বাণী হতে পারে না। বস্তুতঃ, কুরআনেই উল্লেখ আছে যে, সুলায়মান (আঃ) সাবার রাণীর কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, তা এই 'বিসমিল্লাহ্' দিয়েই আরম্ভ করেছিলেন (২৭ঃ৩১)। মুসলমানেরা যা দাবী করেন এবং যে দাবীকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না, তা হচ্ছে কুরআন একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা 'বিসমিল্লাহ্' সূত্রটি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করেছে, পূর্ববর্তী কোনও ধর্মগ্রন্থ এইরূপ যথোপযুক্তভাবে এর ব্যবহার করেনি। এই কথা বলাও মারাত্মক ভুল যে, ইসলাম-পূর্ব আরবগণ এই সূত্রটির ব্যবহার অহরহ করতো, কেননা এতো সকলেরই জানা কথা যে, তারা আল্লাহ্‌কে 'আর রহমান' নামে আখ্যায়িত করাকে ঘৃণার কাজ মনে করতো। যাহোক, যদি এইরূপ সূত্র পূর্বেও প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়, তাতে কুরআনেরই সত্যতা সাব্যস্ত হয়, যেহেতু কুরআনই বলে, এমন কোন জাতি নেই, যাদের মধ্যে ঐশী-শিক্ষাদাতা পাঠানো হয় নি (৩৫ঃ২৫); আরও বলে, পূর্বেকার অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর সকল চিরস্থায়ী সত্য ও স্থায়ী শিক্ষামালা কুরআনে সঞ্চিত করা হয়েছে (৯৮ঃ৪)। অবশ্য কুরআনে আরও বহু কিছু নূতন সংযোজিত হয়েছে। তবে যা কিছু অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হতে প্রাপ্ত হয়েছে, কুরআন সেগুলিকে উন্নতরূপ দিয়েছে ও অধিকতর উন্নত পর্যায়ে অভিষিক্ত করে উন্নতভাবে ব্যবহারোপযোগী করেছে।

৫। কোন কিছুকে 'নির্দিষ্ট' করতে আরবীতে 'আল্' ব্যবহৃত হয়, যেরূপ ইংরেজীতে 'দি' বা বাংলাতে 'টি, টা, খানি' খানা' ইত্যাদি, শব্দের পূর্বে বা পরে যোগ করে বিষয় বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। তবে, 'আল্' দ্বারা বিষয় বা বস্তুর সর্বদিকই নির্দেশ করে অথবা এর ব্যাপকতা ও পূর্ণতাকে জ্ঞাপন করে, এর সকল স্তর ও পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। যে বস্তুর কথা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, তার পুনরুল্লেখের ক্ষেত্রেও 'আল্' সূচিত হয়, কিংবা মনে তার ধারণা উপস্থিত থাকলে, সেক্ষেত্রেও 'আল্' দ্বারা শব্দটিকে বিশেষিত করা হয়।

৫-ক। আরবীতে দু'টি শব্দ 'মাদ্‌হ' ও 'হাম্‌দ', প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়। তবে মাদ্‌হ' শব্দটি মিথ্যা প্রশংসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু হাম্‌দ শব্দটি একমাত্র সত্য প্রশংসার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, 'মাদ্‌হ'

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৬ ও ৬-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩। [ক]স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, [খ]বার বার কৃপাকারী[গ], الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣

৪। [ঘ]বিচার[ঙ]-দিবসের[চ] [ছ]মালিক।[১০] مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤

দেখুন ঃ ক. ২৫ঃ৬১; ২৬ঃ৬; ৪১ঃ৩; ৫৫ঃ২; ৫৯ঃ২৩ খ. ৩৩ঃ৪৪; ৩৬ঃ৫৯ গ. ৪৮ঃ১৫, ঘ. ৫১ঃ১৩; ৭৪ঃ৪৭; ৮২ঃ১৮:১৯ ৮৩ঃ৭।

সেইরূপ উপকারের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে, যেখানে কর্তার কোন কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নেই। কিন্তু 'হাম্‌দ' শুধু ঐসব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় যেখানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সৎকাজ বা উপকার করা হয় (মুফ্‌রাদাত)। 'হাম্‌দ' শব্দের মধ্যে, একদিকে প্রশংসিতের গুণগান, মর্যাদাবৃদ্ধি ও উন্নত মহিমা প্রকাশ পায়, আর অন্যদিকে প্রশংসাকারীর বিনয়, নম্রতা ও অধীনতার মনোভাব নিহিত থাকে। অতএব, 'হাম্‌দ' শব্দই এস্থলে সর্বাধিক উপযুক্ত শব্দ, যেখানে আল্লাহ্‌তাআলার সত্যিকার গুণাবলী, সত্যিকার মহিমা-কীর্তন, যথোচিত প্রশংসা তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ পরিভাষায়, 'হাম্‌দ' শব্দটি এখন শুধু আল্লাহ্‌তাআলার প্রশংসার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পরিভাষাগত ভাবে, 'হাম্‌দ' মানেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা।

৬। 'আল আলামীন', 'আলাম' শব্দের বহুবচন। 'আলাম' শব্দ 'ইল্‌ম' ধাতু থেকে উৎপন্ন, আর 'ইল্‌ম' অর্থ 'জানা'। 'আলাম' শব্দটা ঐ সকল জীব-জন্তু, গাছ-পালা ও বস্তু নিচয়কে বুঝায়, যাদের সাহায্যে কেউ সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারে (আকরাব)। ইহা কেবল সৃষ্ট জীব-জন্তু বা সৃষ্ট বস্তু নিচয়ের সমষ্টিকে বুঝায় না বরং তাদের বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাসকেও বুঝাতে পারে। যেমন 'আলামুল্ ইন্‌স্' বলতে বুঝায় মানব জগত, 'আলামুল হায়ওয়ান' বলতে বুঝায় পশু-জগৎ, ইত্যাদি। 'আল্ আলামীন' বলতে বুদ্ধিসম্পন্ন মানব ও ফিরিশ্‌তাকেই কেবল বুঝায় না, বরং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকেই বুঝায় (২৬ঃ২৪-২৯ ও ৪১ঃ১০)। সময় সময়, ইহা সীমিত অর্থেও ব্যবহৃত হয় (২ঃ১২৩)। এ স্থলে ইহা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছুকেই বুঝিয়েছে, অর্থাৎ বিশ্ব চরাচরের সবকিছুসহ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র যা কিছু বিশ্বসৃষ্টিতে আছে, তার সবই 'আলামীন'-এর অন্তর্ভুক্ত।

'সকল প্রশংসা (একমাত্র) আল্লাহ্‌র' এই বাক্যটি, 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি' বাক্য হতে অনেকগুণ বেশী ব্যাপক ও গভীর। কারণ, মানুষ তার সীমিত জ্ঞানানুযায়ী আল্লাহ্‌কে প্রশংসা করতে পারে। কিন্তু 'সকল প্রশংসা (একমাত্র) আল্লাহ্‌র' বলাতে, এই বাক্যের মধ্যে, মানুষের জ্ঞাত প্রশংসা তো থাকেই, তার অজ্ঞাত অজানা প্রশংসাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ সব সময় ও সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য, মানুষের অপূর্ণ জ্ঞান বা চেতনায় তা বুঝা যাক বা না যাক, মানুষের উপলব্ধিতে তা ধরা পড়ুক বা না পড়ুক। সর্বোপরি ব্যাকরণগতভাবে, আল হাম্‌দ শব্দটি অসমাপিকা ক্রিয়াভাব প্রকাশকও। অতএব, 'আল্লাহ্' সেই ক্রিয়ার কর্তা বা কর্ম উভয়ই হতে পারেন। 'কর্তা' হলে, অর্থ হবে আল্লাহ্‌ই সত্যিকার প্রশংসা করবার একমাত্র অধিকারী। আর কর্মকারক হলে, অর্থ দাঁড়াবে, সকল প্রকারের সত্য ও পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলারই প্রাপ্য। 'আল্' অর্থ ৫ নং টীকায় দেখুন।

এই আয়াতে বিশ্বের ক্রমোন্নয়ন বা বিবর্তন ধারার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই ক্রমোন্নয়নের ধারায় পর্যায়ক্রমে স্তর থেকে স্তরান্তরে উন্নতি লাভ করে; 'রব্ব্' হলেন তিনিই যিনি সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও পর্যায়ক্রমে উন্নতি দান করেন। এতে এই কথাও বুঝা যায় যে, বিবর্তন ও ক্রমোন্নয়ন আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। কিন্তু এখানে যে বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা, সাধারণভাবে প্রচলিত বিবর্তনবাদ (থিওরী অব ইভলিউশন) নয়। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, সীমাহীন উন্নতির জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কারণ 'রব্বুল আলামীন' শব্দগুলোতে এই কথা নিহিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন। আর এইরূপ করা তখনই সম্ভব যখন এক উন্নত স্তরের পরে আরো উন্নত স্তর থাকে এবং এইভাবে অন্তহীন স্তর থাকে।

৬-ক। 'রব্বা' অর্থ সে কর্মসম্পাদন করলো, সে বিষয়টি বা বস্তুটিকে বৃদ্ধি করলো, এর উন্নতি সাধন করে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালো ও পূর্ণ করলো, সে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলো। এইভাবে 'রব্ব্' অর্থ দাঁড়ায়, (ক) প্রভু, মনিব, সৃষ্টি-কর্তা; (খ) যে প্রতিপালন করে ও বৃদ্ধি সাধন করে; (গ) যে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা দান করে (মুফ্‌রাদাত ও লেইন)। রব্ব্ শব্দ যখন অন্য একটি শব্দের সঙ্গে যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহ্ ছাড়াও মানুষ কিংবা অন্য কিছুর জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে।

৭। 'বিসমিল্লাহ্' আয়াতের, 'আর রহমান' ও 'আর্ রহীম' গুণ দু'টি, সূরা 'ফাতিহা'র অর্থ বুঝতে চাবিকাঠির মত কাজ করে থাকে। এখানে গুণদ্বয়ের পুনরুল্লেখের একটি অতিরিক্ত উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে এগুলি 'রব্বুল আলামীন' ও 'মালিকে ইয়াওমিদ্দীন' গুণদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে।

৮। 'দীন' মানে প্রতিদান;শাস্তি বা পুরস্কার; বিচার বা হিসাব-নিকাশ; রাজত্ব বা শাসনকর্তৃত্ব; অনুবর্তিতা, ধর্ম ইত্যাদি (আকবার, লেইন)। আল্লাহ্‌তাআলার চারটি গুণ, যথা 'সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক, 'স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা', 'বার বার কৃপাকারী' এবং 'বিচার দিনের মালিক'– এই চারটিই হচ্ছে আল্লাহ্‌তাআলার মুল বা আদি গুণ। আল্লাহ্‌তাআলার অন্যান্য গুণাবলী, এই চারটি মুল গুণের ব্যাখ্যা বা শাখা-প্রশাখা মাত্র। অন্য গুণগুলি এই চারটি গুণের বিশ্লেষণকারী। এই চারটি

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৯ ও ১০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥

৫। *আমরা তোমারই ইবাদত[১১] করি এবং *তোমারই নিকট সাহায্য[১২] প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦

৬। তুমি আমাদেরকে *সরল-সুদৃঢ় পথে[১৩] পরিচালিত কর–

দেখুন ঃ ক. ১১৯৩; ১২৪৪১; ১৬৪৩৭; ১৭৪২৪; ৪১৪৩৮ খ. ২৪৪৬; ১৫৪, ২১৪১১৩ গ. ১৯৪৩৭; ৩৬৪৬২; ৪২৪৫৩; ৫৪।

মৌলিক গুণ, চারটি স্তম্ভস্বরূপ, যার উপর আল্লাহ্‌র 'আরশ' বা (সর্বময় ক্ষমতার) আসন স্থাপিত। যে ধারাবাহিকতায় এই চারিটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে তা, মানুষের কাছে আল্লাহ্‌তাআলা যে পর্যায়ক্রমে স্বীয় গুণাবলী প্রকাশ করেন, সেই পর্যায়ক্রমের উপর আলোকপাত করে।

'রব্বুল আলামীন' (জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক) গুণের তাৎপর্য এই যে, মানব সৃষ্টির সাথে সাথে, তিনি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাও সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে পারে। এর পরে পরেই 'আর রহমান' গুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয় যার মাধ্যমে, প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও উপকরণসমূহ দান করেন। আর যখন মানুষ ঐসব উপায় উপকরণের সদ্ব্যবহার করে তখন 'আর রহীম' গুণটি কার্যকরী হয় এবং তাকে কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। সর্বশেষে, 'মালিকে ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার-দিবসের মালিক বা সর্বাধিপতি) নামক গুণটি মানুষের পরিশ্রমের শেষ ও সার্বিক ফলাফল প্রকাশিত করে এবং এইভাবে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণতা লাভ করে। যদিও চরম ও পূর্ণ হিসাব-নিকাশ পরকালের বিচারের দিনেই সম্পন্ন হবে, তথাপি ইহকালেও প্রতিফল প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলছে। তবে, তফাৎ এই যে, ইহকালে মানুষের কাজ-কর্মের বিচার– পুরস্কার বা শাস্তি দান-অন্য মানুষের দ্বারা, রাজা-বাদশা দ্বারা অথবা শাসকদের দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং সেজন্য তাতে ভুল-ভ্রান্তির আশংকা থাকে। শেষ বিচারের দিনে, আল্লাহ্‌তাআলার একক কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাবে এবং প্রতিফল ও পুরস্কার প্রদান একমাত্র তাঁরই হাতে ন্যস্ত থাকবে। কাজেই সেখানে ভুল-ভ্রান্তি থাকবে না, অযথা শাস্তি বা অযথা পুরস্কারও থাকবে না। 'মালিক' শব্দটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, তিনি সাধারণ বিচারকের মত নন, যিনি সংশ্লিষ্ট আইনের গণ্ডীর ভিতরে থেকে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ আইন-কানুন মোতাবেক বিচার করেন এবং এইরূপ করতে তিনি বাধ্য। মালিকের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগে আল্লাহ্, যাকে ইচ্ছা যে কোনভাবে, যে কোন স্থানে, যে কোনও সময় ক্ষমা করতে পারেন, দয়া দেখাতে পারেন। এখানে 'দীন' শব্দটির অর্থ যদি 'ধর্ম' গ্রহণ করা হয়, তা হলে, অর্থ দাঁড়াবে, 'ধর্মের সময়ের প্রভু' যার তাৎপর্য হচ্ছে, যখন ধর্ম অবতীর্ণ হবার সময় আসে, তখন মানুষ ঐশী শক্তি নিচয়ের ও ঐশী সিদ্ধান্তসমূহের অপূর্ব সংঘটন দেখতে পায় এবং ঐশী নিদর্শনসমূহ চতুর্দিকে প্রকাশিত হয়। আবার ধর্মের স্রোতে যখন ভাঁটা আসে, তখন মনে হয় এই বিশ্ব লাগামহীন, কর্তৃত্বহীন অবস্থায় আপনা-আপনি যন্ত্রের মত চলছে; সৃষ্টিকর্তা বা মালিকের ভূমিকা তখন ততটা গোচরীভূত হয় না।

৯। 'ইয়াওম' অর্থ অখণ্ড-অসীম সময়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, বর্তমান সময় (আকরাব)।

১০। 'মালিক' অর্থ সর্বময় কর্তা, যার কোনও কিছুর উপর স্বত্বাধিকার রয়েছে এবং তা যদৃচ্ছা ব্যবহার করতে পারে (আক্‌রাব)।

১১। 'ইবাদাহ্' অর্থ চূড়ান্ত বিনয়, পুরোপুরি বশ্যতা, আজ্ঞানুবর্তিতা ও সেবা। আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস ও তা প্রকাশ করাও 'ইবাদাহ্' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এই শব্দটির অন্য একটি তাৎপর্য হলো, কোন বস্তুর 'মোহর' বা ছাপ গ্রহণ করা। এই তাৎপর্য মূলে, 'ইবাদাহ্'র অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর ছাপ নিজের মাঝে গ্রহণ করে তা ধারণ ও বর্দ্ধন করে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা।

১২। 'আমরা তোমারই ইবাদত করি' কথাটি, 'তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' বাক্যটির পূর্বে স্থান পেয়েছে, কেননা, আল্লাহ্‌তাআলার মহান গুণাবলী অবগত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে প্রথম যে আবেগটি জেগে ওঠে, তাহলো, আরাধনার আবেগ, এই প্রথম আবেগের পরে পরেই, সাহায্য প্রার্থনার আবেগ জাগে। মানুষ আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে চায়, কিন্তু তা করতে গেলে, নানাভাবেই আল্লাহ্‌র সাহায্যের প্রয়োজন। এই আয়াতে 'আমরা' (বহুবচন) ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেঃ (ক) মানুষ পৃথিবীতে একাকী বাস করে না বরং সে সমাজের অংশ হিসাবেই পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে মিলে মিশে বাস করে; অতএব তার একা একা আল্লাহ্‌র পথে চললেই হবে না, বরং অন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে, (খ) যে পর্যন্ত মানুষের পারিপার্শ্বিকতা শুধরানো না হয়, সে পর্যন্ত মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে না।

এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ঃ প্রথম চারটি আয়াতে 'আল্লাহ্‌কে' প্রথম পুরুষ (ব্যাকরণগতভাবে) দেখানো হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম আয়াতে এসে হঠাৎ তাঁকে মধ্যম পুরুষে আহ্বান করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, প্রথম চারটি আয়াতে যে

১২ নং টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৩ নং টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭। *তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত[১৪] করেছ, صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
১ [৭] যারা বিরাগভাজন হয় নি এবং যারা পথভ্রষ্টও[১৫] হয় নি। ع ১ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৭০; ৫ঃ২১; ১৯ঃ৫৯ খ. ২ঃ৬২, ৯১; ৩ঃ১১৩; ৫ঃ৬১,৭৯ গ. ৩ঃ৯১; ৫ঃ৭৮; ১৮ঃ১০৫।

চারটি মহান ঐশী গুণের উল্লেখ হয়েছে, সেগুলির ধ্যান-ধারণা ও প্রভাব মনে প্রবেশ করা মাত্র, মানুষের হৃদয় সেই মহামহিম স্রষ্টার দর্শন লাভের জন্য এত তীব্রভাবে ব্যাকুল ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তার উপাসনার বাসনা এতই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে, তার হৃদয়ের সেই আকুতিকে চরিতার্থ করার উচ্ছ্বাসে ও ব্যগ্রতায় এখানে এই পঞ্চম আয়াতে এসে, মনের অগোচরেই, প্রথম পুরুষ (Third Person) মধ্যম পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

১৩। এই আয়াতের প্রার্থনাটি অপূর্ব! এত পূর্ণ ও সার্বিক যে, মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রার্থনাটি শিখানো হয়েছে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-প্রাপ্তির চির-আকুতিকে এই প্রার্থনাটির প্রতিটি শব্দেই রূপায়িত করা হয়েছে। এর চাইতে পূর্ণতর, উচ্চতর ও গভীরতর প্রার্থনা কল্পনায়ও আসতে পারে না। মু'মিনের মন আকুতি জানায় সরল-সুদৃঢ় পথ পাওয়ার জন্য, যে পথ সর্বাপেক্ষা স্বল্প সময়ে গন্তব্যে পৌছে দিবে। কখনও কখনও এমন হয় যে, মানুষকে সোজা সঠিক পথটি কিছু দূরত্ব হতে দেখিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু তাকে এগিয়ে নিয়ে ঐ পথে পরিচালিত করা হয় না। আর যদি পরিচালিত করাও হয়, তাহলেও সে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারে না বরং অন্য পথ ধরে ফেলে। তাই মু'মিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রার্থনা করে, আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও এবং আমাকে ঐ পথে নিয়ে গিয়ে ঐ পথেই চালাতে থাক, যে পর্যন্ত না আমি সঠিক গন্তব্যে পৌছে যাই; হেদায়াত শব্দের মধ্যেই রয়েছে এই তাৎপর্য। 'হেদায়াত' শব্দের অর্থ সঠিক সোজা রাস্তা দেখানো (৭০ঃ১১), সেই রাস্তায় পৌছানো (২৯ঃ৭০) এবং শেষাবধি সেই রাস্তায় চালিয়ে নেওয়া (৭ঃ৪৪, মুফ্‌রাদাত এবং বাকা)। বস্তুত মানুষ প্রতিটি পদক্ষেপেই আল্লাহ্‌র সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাই এই প্রার্থনাটি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিনিয়ত নিবেদন করা তার জন্য একান্ত জরুরী। যে পর্যন্ত আমাদের অভাব থাকবে, প্রয়োজন ও চাহিদা অপূর্ণ থাকবে এবং যে পর্যন্ত আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে না পারি, সে পর্যন্ত প্রার্থনায় রত থাকা কর্তব্য।

১৪। একজন সত্যিকারের মু'মিন বা বিশ্বাসী সত্য সোজা পথ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, কিংবা ধর্মপরায়ণতার কিছু কিছু কাজ-কর্ম করেই ক্ষান্ত হতে পারে না। সে বহু উচ্চস্তরে তার গন্তব্য নির্ধারণ করে এবং এমন উর্ধ্বস্তরে গিয়ে পৌছতে চায়, যেখানে পৌছলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপরে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করতে আরম্ভ করেন। আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীতগণের উপর বর্ষিত ঐশী অনুগ্রহসমূহের দৃষ্টান্ত তার চোখের সম্মুখে ভাসতে থাকে এবং তাকে প্রেরণা যোগায়। এতেও সে পরিতৃপ্ত হয় না। সে অবিরাম চেষ্টা করে এবং প্রার্থনাও করতে থাকে, যাতে সে নিজেও পুরস্কারপ্রাপ্ত ও মনোনীতগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁদেরই একজন বলে গণ্য হতে পারে। এই পুরস্কারপ্রাপ্তগণের উল্লেখ ৪ঃ৭০ আয়াতে রয়েছে। প্রার্থনাটি কোন বিশিষ্ট অনুগ্রহের জন্য নয়, সাধারণভাবে সকল অনুগ্রহের জন্যই। তবে, প্রার্থনাকারী আল্লাহ্‌তাআলাকে যখন সকাতরে ডাকে, তখন তাঁর কাছে উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় প্রাণভরা মিনতি ও প্রার্থনা জানায়। এটা একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার উপরই নির্ভর করে যে, তিনি প্রার্থনাকারীকে কী ধরনের অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত ও পুরস্কৃত করবেন এবং কে কোন্ ধরনের পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১৫। সূরা ফাতিহার মাঝে শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের এক অনন্য সৌন্দর্য ও অনুপম সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমার্ধ আল্লাহ্ সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়ার্ধ মানুষ (বান্দা) সম্পর্কিত। প্রথমার্ধের অংশগুলি দ্বিতীয়ার্ধের অংশগুলির সাথে এক চমৎকার, নিগূঢ় যোগ-সূত্রে বাঁধা। প্রথমার্ধের সর্বগুণাধার 'আল্লাহ্' নামটির সাথে, দ্বিতীয়ার্ধের 'আমরা তোমারই ইবাদত করি' বাক্যটির অপূর্ব সম্পর্ক রয়েছে। যখনই বিশ্বাসী ভক্ত ভাবে যে, কত মহামহিম, কত পূত-পবিত্র, ত্রুটি-বিচ্যুতি-বিবর্জিত, সর্বগুণের পরিপূর্ণ আধার সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, তখনই তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে আপনা-আপনি ধ্বনিত হয়ে ওঠে এই আওয়াজ, 'প্রভু! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি।' প্রথমার্ধের আল্লাহ্‌র গুণ 'জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক' এর সঙ্গে সম্পর্ক দ্বিতীয়ার্ধের 'আমরা একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' বাক্যটির। যখন মানুষ বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌তাআলাই তার ও বিশ্বসমূহের পালনকর্তা, বর্দ্ধনকর্তা ও উন্নতিদাতা, তখন সে কালবিলম্ব না করে তাঁর সাহায্যের আশ্রয় নিতে ধাবিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, 'আমরা একমাত্র তোমারই সাহায্য চাই'। আল্লাহ্‌র "আর রহমান" গুণের সাথে সম্পর্ক দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রার্থনার–'আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালিত কর'। 'আর রহমান' এর সংক্ষিপ্ত অর্থ, 'অসীম অনুগ্রহ বর্ষণকারী, যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের প্রয়োজন মিটান।' আল্লাহ্‌র এই গুণ স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে, মানব মনে স্বাভাবিকভাবেই সাধ জাগে, সে যেন অনিশ্চিত ও অন্ধকারময় জীবন পাড়ি দেওয়ার জন্য সঠিক ও আলোক-দীপ্ত পথ প্রাপ্ত হয়, যা একমাত্র 'আর রহমানই' নবী পাঠিয়ে তাঁর মাধ্যমে 'ওহী' দ্বারা প্রবর্তিত করে থাকেন। প্রথমার্ধের 'আর্ রহীম' গুণের সাথে দ্বিতীয়ার্ধের 'ঐ সকল পুরস্কারপ্রাপ্তদের পথে চালাও' বাক্যটির সম্বন্ধ রয়েছে। কেননা, 'আর্ রহীম'ই তাঁর

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগ্য ও উপযুক্ত বান্দাগণের উপর পুরস্কার ও অনুগ্রহ বর্ষণ করে থাকেন। একইভাবে আমরা প্রথমার্ধের আল্লাহ্‌র আরেকটি গুণ জানতে পারি যে, তিনি 'বিচার দিনের মালিক'। আর দ্বিতীয়ার্ধে পাই এই 'বিচারদিনের মালিকে'র প্রতি তাঁর মানব-বান্দার মিনতি, 'যারা তোমার বিরাগভাজন এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, আমাদেরকে তাদের পথে নিও না।' মালিকের কাছে বান্দাকে কাজের হিসাব দিতে হবে, এই কথা ভাবলেই বান্দার মনে স্বভাবতঃ ভয়ের উদ্রেক হয়, কোথায় কী ভুল ধরা পড়ে! তাই সে মালিকের কাছে প্রথম থেকেই প্রার্থনা করতে থাকে যাতে তাকে ভ্রান্তির পথ হতে এবং বিরাগভাজন হওয়ার পথ হতে তিনি রক্ষা করেন। এই সূরার প্রার্থনাটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অতি স্বাভাবিকভাবে মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝংকার তুলে। মানুষের প্রকৃতিতে আনুগত্য স্বীকারের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য দু'টি মৌলিক চালিকা-শক্তি নিহিত আছে। তার একটি হলো ভালবাসা এবং অপরটি ভয়। কেউ আছে, ভালবাসায় অভিভূত হয়, আর কেউ বা ভয় ও ভীতির মাধ্যমে বশে আসে। ভালবাসা নিশ্চয় মহত্তর গুণ। কিন্তু এমন লোকও থাকতে পারে এবং নিশ্চয় আছে যারা ভালবাসা দ্বারা প্রভাবিত হয় না; তাদেরকে বশে আনার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ভয়। সূরা ফাতিহাতে মানব-প্রকৃতির এই উভয় চালিকা-শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই, প্রথমে আল্লাহ্‌তাআলার ঐ গুণবাচক নামগুলির উল্লেখ রয়েছে যা ভালবাসাকে জাগিয়ে তুলে, যেমন 'বিশ্বের সৃষ্টিকারী ও প্রতিপালনকারী, স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, এবং বার বার কৃপাকারী।' অতঃপর, ভালবাসা উদ্দীপক গুণাবলীর সীমাতে গিয়ে 'বিচার দিনের মালিক' নামটি উচ্চারিত হয়েছে। এই গুণ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, সে যদি ভালবাসা দ্বারা আকর্ষিত হয়ে আত্মশুদ্ধির পথে না চলে, তা হলে তাকে আল্লাহ্‌তাআলার কাছে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এমনিভাবে 'ভয়'কেও ভালবাসার পাশাপাশি একটি চালিকা-শক্তিরূপে ব্যবহারে লাগানো হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌তাআলার 'রহমত ও দয়ার গুণ' তাঁর অন্যান্য সকল গুণের উর্ধ্বে এবং অন্যান্য সকল গুণকে বেষ্টন করে আছে, তাই তাঁর এই ভীতি উৎপাদক মৌলিক গুণটিও তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের গুণে রঞ্জিত। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র করুণারাশি, তাঁর ক্রোধকে ডিঙ্গিয়ে যায়। 'মালিক' শব্দটির মধ্যে এর আভাস পাওয়া যায় এবং আমরা স্বস্তি বোধ করি যে, আমরা আইন-কানুনের অন্ধ অনুসারী একজন বিচারকের সম্মুখে হাযির হচ্ছি না, বরং সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী এক শাহানশাহের সম্মুখে হাযির আছি যাঁর ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে এবং যেখানে শাস্তিদান করা একেবারেই অপরিহার্য কেবল সেখানেই তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

মোট কথা, সূরা ফাতিহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার। মাত্র সাতটি আয়াতের একটি সূরা, অথচ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি বিস্ময়কর খনি। ইহা 'উম্মুল কিতাব বা গ্রন্থ-জননী' বলে আখ্যায়িত হয়েছে। জননী যেমন আপন জঠরে সন্তানকে তার সকল অবয়বসহ ধারণ করেন, তেমনি সূরা ফাতিহার মধ্যে, বিস্তীর্ণ কুরআনের সারাংশ বিধৃত রয়েছে। সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আরম্ভ করে এই সূরাটি প্রথমেই আল্লাহ্‌তাআলার মৌলিক গুণাবলীর উল্লেখ করেছে, যথা ঃ (১) তিনি জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা; (২) তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা যিনি মানুষের জন্মের পূর্বেই, মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে, তার জীবন ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণাদির সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন, (৩) তিনি বার বার কৃপাকারী যিনি মানুষের শ্রমের উৎকৃষ্টতম ফলোদয় ঘটান এবং তার শ্রমের তুলনায় বহুগুণ পুরস্কার ও বার বার প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এবং (৪) তিনি বিচার-দিনের একচ্ছত্র মালিক ও অধিপতি, যার কাছে প্রত্যেক মানুষকেই ইহকালীন কার্যাবলীর জন্য হিসেব দিতে হবে, তিনি দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিবেন বটে, কিন্তু বিচারকের আসনে বসে নয় বরং মহান সম্রাটের উচ্চাসনে বসে। মালিকের শাস্তির মাঝে, বান্দার প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক করুণা থাকে তা-ও একত্রিত হয়ে যায়। ক্ষমার মাধ্যমে সংশোধন ও সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকলে, মালিক বান্দাকে হয়তো ক্ষমাই করবেন। ইসলাম ধর্মমতে, ইহাই আল্লাহ্‌র পরিচিতি, যা কুরআনের প্রারম্ভেই পেশ করা হয়েছে। সেই আল্লাহ্‌তাআলার মহিমা, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের যেমন কোনও সীমা-পরিসীমা নেই, তেমনি তাঁর করুণা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও হিতৈষণারও কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই মানুষের হৃদয় হতে স্বতঃই উচ্চারিত হয়ে উঠে এই অপ্রতিরোধ্য ঘোষণা, 'আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যেহেতু উচ্চ মৌলিক গুণের একক অধিকারী, সেহেতু, আমি একমাত্র তাঁরই উপাসনায় নিজেকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত, কেবল প্রস্তুতই নই বরং তাঁর উপাসনার জন্য অধীরভাবে আগ্রহী। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা জানেন যে, মানুষ দুর্বল। সে ভুল করতে পারে। তাই তিনি নিজেই দয়া পরবশ হয়ে তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন যে, সে যেন তার অগ্রযাত্রার পথে সকল উপায়-উপকরণ লাভের জন্য এবং সকল বাধা-বিপত্তি অপসারণের জন্য পদে পদে অবিরাম আল্লাহ্‌র সাহায্য যাচ্‌ঞা করে। সূরাটির দ্বিতীয়ার্ধে আছে মানুষের সুদূর প্রসারী ও সর্বকল্যাণকর, পূর্ণতম প্রার্থনাটি, যে প্রার্থনাতে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার কাছে এটিই চায় যে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বস্তুগত ও আধ্যাত্মগত সার্বিক মঙ্গল প্রাপ্তির সরল-সুদৃঢ় পথটিতে যেন তাকে চালিত করা হয়। সে আল্লাহ্‌র কাছে কাতর স্বরে মিনতি করে, সে যেন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেই ক্লান্ত হয়ে না পড়ে বরং কৃতিত্বের সঙ্গে আরও অগ্রসর হয়ে তাঁর মনোনীতগণের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাঁদের মতই অশেষ পুরস্কার ও অনুগ্রহরাজিতে ভূষিত হয়। সে আরো অনুনয় করে, সে যেন সরল-সুদৃঢ় এই পথটিতে অবিচলভাবে চলতেই থাকে যাতে সে প্রভু-প্রতিপালক ও মালিকের নিকট থেকে নিকটতর হতে পারে। যেরূপে পূর্ববর্তীগণের অনেকেই প্রভুর নৈকট্য লাভ করেছেন, সেইরূপ সে-ও যেন নৈকট্য লাভ করতে পারে। ইহাই কুরআনের উদ্বোধনী সূরার বিষয়-বস্তু। ইহাই নানাভাবে ও নানা আকারে পবিত্র গ্রন্থের সর্বত্র বার বার বিবৃত হয়েছে।

সূরাতুন্ নাবা-৭৮

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে 'নাবা' (মহাগুরুত্বপূর্ণ-সংবাদ)। কারণ এতে অসামান্য ও অসাধারণ এবং অত্যুচ্চ বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে, যথা, পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা, সকল অবতীর্ণ গ্রন্থাদির উর্ধ্বে কুরআনের স্থান ও প্রাধান্য এবং সকল ধর্মের উপরে ইসলাম ধর্মের স্থান ও প্রাধান্য। 'ফয়সালার দিন' অর্থাৎ সেই দিন, যেদিন কুরআনের এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হবে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী সূরাতে দু'বার উল্লেখিত হয়েছে এবং এই সূরাতেও পুনরায় বলা হয়েছে। মুসলমান তফ্সীরকারগণের মতে এই সূরাটি আঁ হযরত (সঃ)-এর মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। নলডিকিও এই অভিমত সমর্থন করেন। মানুষকে প্রদত্ত ঐশী অনুগ্রহরাজি ও আল্লাহ্‌র মহান দানসমূহ বর্ণনা করে সূরাটি আরম্ভ হয়েছে এবং এই কথার প্রতি পরোক্ষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই পৃথিবীর বুকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীতে তার অবস্থান বীজতলার মত, চিরস্থায়ী জীবনের চারা রোপণ করার ক্ষেত্র বিশেষ। আর এই চারা-রোপণ ক্ষেত্রের হিসাব-নিকাশও তাকে দিতে হবে। ঐ হিসাব-নিকাশ দিবসের সংক্ষিপ্ত অথচ অতি গুরু-গম্ভীর বর্ণনাও এই সূরাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইহলোকে ও পরলোকে, ধার্মিকগণ যে সব ঐশী পুরস্কারে ভূষিত হবেন এবং সত্যের প্রত্যাখ্যানকারীরা যে সকল ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে, তার চিত্রও এই সূরাতে বর্ণিত হয়েছে।

سُورَةُ النَّبَإِ مَكِّيَّةٌ

সূরাতুন নাবা-৭৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪১ আয়াত এবং ২ রুকু

১। ★আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী। — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তারা কোন্ বিষয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছে? — عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ②

৩। সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্বন্ধে,[৩২২৩] — عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ③

৪। যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত।[৩২২৪] — الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ④

৫। না, [ক]তারা অচিরেই (এর প্রকৃত স্বরূপ) জানতে পারবে। — كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤

৬। পুনরায় (বলছি), না, তারা অচিরেই জানতে পারবে। — ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑥

৭। [খ]আমরা কি করি নি জমিনকে শয্যাস্বরূপ, — اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ⑦

৮। এবং পর্বতগুলিকে কীলক (পেরেক) স্বরূপ? — وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ⑧

৯। [গ]এবং আমরা তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, — وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ⑨

১০। এবং তোমাদের নিদ্রাকে আমরা আরামের কারণ করেছি, — وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑩

১১। [ঘ]এবং রাত্রিকে করেছি পরিচ্ছদস্বরূপ, — وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ⑪

১২। [ঙ]এবং দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের উপায়স্বরূপ, — وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ⑫

১৩। [চ]এবং আমরা তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সাতটি মজবুত (স্তর) বানিয়েছি,[৩২২৫] — وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ⑬

দেখুন ঃ ★ ১ঃ১ ক. ১০২ঃ৪-৫ খ. ২ঃ২৩; ২০ঃ৫৪; ৫১ঃ৪৯ গ. ৩৬ঃ৩৭; ৫১ঃ৫০; ৭৫ঃ৪০; ৯২ঃ৪ ঘ. ৬ঃ৯৭; ২৫ঃ৪৮; ২৮ঃ৭৪ ঙ. ১৭ঃ১৩; ২৮ঃ৭৪ চ. ২৩ঃ১৮।

৩২২৩। 'নাবা' শব্দের অর্থ মহাগুরুত্বপূর্ণ-সংবাদ। এর সাথে 'আল্ আযীম' (মহা) বিশেষণ সংযুক্ত হওয়ায় এটাই প্রকাশ পায় যে, মহা-সংবাদটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়ার দাবী রাখে।

৩২২৪। অবিশ্বাসীরা 'হিসাব-নিকাশের দিবস' সম্পর্কে মোটেই বিশ্বাস রাখে না। তারা মনে করে, এরূপ কোন দিবস কখনও আসবে না– না ইহজগতে, না পরকালে।

৩২২৫। সৌরজগতের সাতটি প্রধান গ্রহ, যাদের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য অথবা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাতটি স্তর (সূরা মু'মিনূনে উল্লেখিত)।

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾

১৪। এবং আমরা সৃষ্টি করেছি এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

১৫। [ক]এবং আমরা ঘনীভূত মেঘমালা থেকে মূষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করি,

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾

১৬। [খ]যেন আমরা উৎপন্ন করি তার দ্বারা শস্য-দানা এবং শাক-সব্জি,

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾

১৭। [গ]এবং ঘনবিন্যস্ত বাগানসমূহ।[৩২২৬]

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় ফয়সালার দিন রয়েছে নির্দিষ্ট;

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

১৯। [ঘ]যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে আসবে।[৩২২৭]

وَفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾

২০। এবং আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে (যেন) দরজাই দরজা।[৩২২৮]

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

২১। [ঙ]এবং পর্বতসমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে, ফলে সেগুলি হবে মরীচিকাস্বরূপ।[৩২২৯]

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

২২। নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে,

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾

২৩। বিদ্রোহীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থলরূপে।

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

২৪। [চ]তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

২৫। সেখানে তারা আস্বাদন করবে না কোন প্রকার শীতলতা[৩২৩০] এবং না কোন প্রকার পানীয়,

---

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৭; ৭১ঃ১২; ৭৮ঃ১৫; ৮০ঃ২৬ খ. ৮০ঃ২৮-২৯ গ. ৮০ঃ৩১ ঘ. ১৮ঃ১০০; ২০ঃ১০৩; ২৭ঃ৮৮; ৩৬ঃ৫২ ঙ. ১৮ঃ৪৮; ৫২ঃ১১; ৮১ঃ৪ চ. ১১ঃ১০৮।

৩২২৬। ৭ থেকে ১৭ আয়াত পর্যন্ত মানুষের শারীরিক জীবন ধারণের সকল উপায়-উপকরণ যা আল্লাহ্তাআলা তাকে না চাইতেই দান করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে। তার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটাবার জন্য এর উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন, তিনি কি করে তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ না মিটিয়ে থাকতে পারেন।

৩২২৭। সেই ফয়সালার দিন-যেদিন মুসলমানদের হাতে মক্কার পতন ঘটলো- সেদিন শিঙ্গার ধ্বনিই যেন বেজে উঠলো আর এতে সাড়া দিয়ে মক্কার কুরায়শরা মহনবী (সঃ)-এর নিকট ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সমবেত হলো এবং করজোড়ে এই মর্মে প্রার্থনা করলো যে, তাদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘনকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

৩২২৮। ঐ সময়ে ধার্মিকের সমর্থনে বহু ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করা হবে, যাতে অন্যায়কারীরা হতভম্ব হয়ে যাবে।

৩২২৯। এই আয়াতের তাৎপর্য হলোঃ- (১) প্রতাপশালী ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব হারাবে, (২) ইসলামের জয়-যাত্রার সময়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি পর্যন্ত বালুর টিলার মত ধ্বসে ধ্বসে পড়বে এবং এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হবে যে, পূর্ববর্তী অস্তিত্ব ছিল যেন মরীচিকা মাত্র।

৩২৩০। 'বারদ' অর্থ শীতলতা, আরাম, সুখানুভূতি, নিদ্রা (লেইন)।

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

২৬। [ক]কেবল ফুটন্ত পানি এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ ব্যতীত–[৩২৩০-ক]

جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾

২৭। উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপ,

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

২৮। নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশের পরওয়া করতো না,

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

২৯। [খ]এবং আমাদের নিদর্শনমূহকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতো।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾

৩০। [গ]এবং আমরা সব কিছুই লিখিতরূপে সংরক্ষণ করে রেখেছি।[৩২৩১]

فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

১ [৩১] ১

৩১। অতএব তোমরা (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ কর, আমরা তোমাদেরকে শাস্তি ছাড়া অন্য কিছুতে বাড়াবো না।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

৩২। নিশ্চয় মুত্তাকী(খোদা-ভীরু)-দের জন্য রয়েছে সফলতা–

حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾

৩৩। (প্রাচীর ঘেরা) বাগানসমূহ এবং আঙ্গুরসমূহ,[৩২৩২]

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

৩৪। [ঘ]এবং সমবয়স্কা যুবতীগণ,[৩২৩৩]

وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং উপচে পড়া পান-পাত্রসমূহ।[৩২৩৪]

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾

৩৬। [ঙ]সেখানে তারা শুনবে না কোন অবান্তর কথা এবং না কোন মিথ্যা কথা,

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৭১; ৬৯ঃ৩৭ খ. ২ঃ৪০; ৭ঃ৩৭ গ. ৩৬ঃ১৩ ঘ. ৫৬ঃ৩৮ ঙ. ১৯ঃ৬৩; ৫২ঃ২৪; ৫৬ঃ২৬।

৩২৩০-ক। মন্দের প্রতি দুর্দমনীয় নেশা ও পাপের অনুসরণ এবং পুণ্যের ও সৎকর্মের প্রতি অবজ্ঞা ফুটন্ত ও বরফ-শীতল দুর্গন্ধময় পানীয়ের আকার ধারণ করবে যা পাপাসক্তকে পান করতে দেওয়া হবে।

৩২৩১। টেলিভিশন, বেতার-যন্ত্র, টেপ-রেকর্ডার, ভিডিও-রেকর্ডার ইত্যাদি যন্ত্র এই সত্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে যে, কেবল মানুষের কার্যকলাপই নয় বরং তার কথা-বার্তাও সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং হুবহু পুনরাবৃত্তি করা যায়। ২৪৫৬ টীকা দেখুন।

৩২৩২। বেহেশ্‌তের পুরস্কারগুলির মধ্যে আঙ্গুর-বাগানের উল্লেখ কুরআনে প্রায়শঃ পাওয়া যায়। এর কারণ এই যে, আঙ্গুর অতি সুস্বাদু ও অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা বহুদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং এতে নেশা ধরে। 'তাক্‌ওয়ার' (খোদা-ভীরুতার) মধ্যেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কাজেই খোদা-ভীরুদের জন্য আঙ্গুর-বাগানই যথাযোগ্য পুরস্কার।

৩২৩৩। ধার্মিকগণ সঙ্গিণী অর্থাৎ স্ত্রী হিসাবে এবং ধার্মিকাগণ সাথী অর্থাৎ স্বামী হিসাবে যথাক্রমে সম্মানিত, সুন্দরী, উজ্জ্বল-যৌবনা যুবতী ও তদনুরূপ যুবককে লাভ করবেন, যাদের লাবন্য বিলুপ্ত হবে না। তাঁরা সম্ভ্রান্ত বংশের হবেন, উচ্চ ও মহৎ আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। 'কায়েব' (বহুবচনে 'কাওয়ায়েব') অর্থ সম্মান, সম্ভ্রম, মাহাত্ম্য, (লেইন)। কুরআনের অন্যত্র (৫৬ঃ৩৫) ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের সাথীগণকে 'ফুরুশুন মারফুয়াতুন' বা 'সম্ভ্রান্ত রমণীগণ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বেহেশ্‌তের পুরস্কারসমূহের স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দেখুন সূরা তূর, সূরা রহ্‌মান এবং সূরা ওয়াকেআ।

৩২৩৪। আল্লাহ্‌র ভালবাসায় নিমগ্ন তীর্থযাত্রী, যাদের হৃদয় থেকে ভালবাসা উপ্‌চিয়ে পড়ে, তাদেরকে সুপেয় ও অত্যুত্তম পানীয় পান করতে দেওয়া হবে। এতে আধ্যাত্মিক নেশার জোয়ার উপস্থিত হবে, যা আর ভাটার মুখ দেখবে না।

৩৭। তোমার প্রভু- প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ– যথোপযুক্ত পুরস্কার,

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا

৩৮। [ক]যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সকলের প্রভু-প্রতিপালক, স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা; তাঁর সমীপে তারা কিছু বলার ক্ষমতা রাখবে না।

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا

৩৯। যেদিন পূর্ণ-আত্মা[৩২৩৪-ক] এবং সকল ফিরিশ্‌তা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, [খ]তারা কোন কথা বলবে না, কেবল সে ব্যতীত যাকে রহমান (আল্লাহ্) অনুমতি দিবেন, এবং সে বলবে সঠিক কথা।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

৪০। সে দিনটি সুনিশ্চিত সত্য। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا

৪১। নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে নিকটবর্তী শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করেছি–[৩২৩৫] যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা তার হস্তদ্বয়
২ অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং অস্বীকারকারী বলবে, '[গ]হায়! আমি
[১০] যদি কেবল মাটি হতাম'।
২

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৬৬ খ. ১১ঃ১০৬ গ. ৪ঃ৪৩।

৩২৩৪-ক। 'রূহ' (আত্মা) বলতে এখানে পূর্ণ আত্মা মহানবী (সঃ)-কে বুঝিয়েছে, আর 'ঐ দিন' বলতে কেয়ামতের দিনকে বুঝিয়েছে বলে মনে হয়।

৩২৩৫। 'আযাবান কারীবান' বা নিকটবর্তী শাস্তি বলতে, ইহজগতে অস্বীকারকারীদের প্রাপ্ত শাস্তির কথা বুঝাতে পারে। কুরআনের অন্য স্থানে (৩২ঃ২২) এই শাস্তিকে নিকটবর্তী শাস্তি বলা হয়েছে। পরকালের মহাশাস্তি এই শাস্তির পরে আসবে এবং ভীষণতর আকারে আসবে।

সূরাতুন্ নাযি'আত-৭৯
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

সাধারণ মন্তব্য

সকল সর্বমান্য পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পূর্ববর্তী সূরাটির মত এটিও প্রাথমিক সময়ের মক্কী সূরা। পূর্ববর্তী সূরাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, মুসলমানেরা বিশ্বে ক্ষমতা, উন্নতি ও প্রাধান্য লাভ করবে। কি কি উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে তারা উন্নতি ও প্রাধান্য লাভ করতে পারবে, এই সূরাতে সেই সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি শীঘ্র পূর্ণ হওয়ার বিভিন্ন লক্ষণ ও চিহ্নাবলীর উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। সূরার প্রারম্ভে নবী করীম (সঃ)-এর সাহাবীগণের এবং অপরাপর ধার্মিকগণের চারিত্রিক গুণাবলীর বিশেষ বিশেষ দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে যেগুলির সাহায্যে তারা সম্মান, ক্ষমতা ও বিজয় অর্জন করেছিলেন। অতঃপর সূরাটি এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ঐ ক্ষমতা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের হস্তগত হবে এবং ইসলামের শত্রুরা যুদ্ধে বার বার পরাজিত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়বে। ফেরাউনের দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক দেখানো হয়েছে যে, সত্যের বিরোধিতার শাস্তি না হয়ে যায় না। অতঃপর বলা হয়েছে, মুসলমানদের প্রাথমিককালে অতি দুর্বল অবস্থায়, ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব বলে মনে হলেও, আকাশ ও বিশ্বজগতের মহা পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা, যিনি পৃথিবীকে পর্বত, নদী ও বিস্তীর্ণ রাস্তা দ্বারা সাজিয়েছেন, তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন। এমন কি, তিনি মৃতগণকে পরজগতে নতুন জীবন দান করতেও পারেন। সূরাটির শেষ দিকে বলা হয়েছে, যখন ঐ মহাঘটনা– ইসলামের নিরঙ্কুশ বিজয় কিংবা চূড়ান্ত পরকালীন পুনরুত্থান ঘটবে, তখন অপরাধীরা দোযখের আগুনে জ্বলতে থাকবে, আর ধর্মপরায়ণ সৎকর্মশীল লোকেরা বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহ অবাধে উপভোগ করতে থাকবে।

সূরাতুন্ নাযি'আত-৭৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৪৭ আয়াত এবং ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ②

২। কসম তাদের যারা (লোকদেরকে সত্যধর্মের দিকে) পূর্ণ মনোযোগের[৩২৩৬] সঙ্গে আকর্ষণ করে,[৩২৩৭]

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ③

৩। এবং (কসম) তাদের যারা গিরাগুলিকে শক্তভাবে বাঁধে,[৩২৩৮]

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ④

৪। এবং (কসম) তাদের যারা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে,

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ⑤

৫। এবং (কসম) তাদের যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে।[৩২৩৯]

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ⑥

৬। এবং (কসম) তাদের যারা পরিকল্পনা করে এবং তাদের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে।[৩২৪০]

দেখুন ঃ ক. ১৪১।

৩২৩৬। 'নাযি'আত' শব্দটি 'নযা'আ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ, যারা বা যে দল কোন বস্তুকে টেনে নিজের দিকে আনে, বড় কর্মকর্তাকে পদচ্যুত করে; অন্যের মত হয়ে; জোরে-শোরে আকর্ষণ করে, অন্যকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করে (আকরাব)। 'নাযা'আ' ধাতুর মধ্যে এই সব অর্থই নিহিত।

৩২৩৭। 'গারক' এখানে 'ইগরাক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, তীরকে যথাসম্ভব দূরে নিক্ষেপ করা বা কোন লোককে আক্রমণ করে পরাভূত করা অথবা শেষ সীমা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালানো (লেইন)।

৩২৩৮। 'নাশি'তাত' অর্থ যারা বা যে দল স্বীয় কর্তব্য পালনে মনেপ্রাণে চেষ্টা চালায় (আকরাব)।

৩২৩৯। 'সাবেহাত' অর্থঃ (১) যে সব সত্তা বা দলবদ্ধ মানুষ তাদের কাজের অন্বেষণে দেশের প্রান্ত পর্যন্ত চলে যায়, (২) যারা নিজেদের উদ্দিষ্ট পথে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে (লেইন)।

৩২৪০। 'মুদাব্বেরাত' অর্থ ঐ সকল সত্তা বা মানুষের দল যারা অতিশয় দক্ষতার সাথে তাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে। ২ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতগুলিকে কিছু সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ভাষ্যকার আরোপ করেছেন ফিরিশ্তাদের প্রতি এবং মনে করেছেন ৭-৮ আয়াতে যে মহাঘটনা ঘটবার কথা রয়েছে, ফিরিশ্তাগণকে সেই ঘটনার সাক্ষীরূপে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু ফিরিশ্তাগণের সাক্ষ্য প্রদান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে না। অতএব, প্রসঙ্গ দৃষ্টে মনে হয়, এই আয়াতগুলি (২–৬) নবী করীম (সঃ)-এর সাহাবীগণের (রাঃ) দলকেই বুঝিয়েছে, যারা পরবর্তীকালে আত্মোৎসর্গ ও আপ্রাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই আয়াতগুলিতে সাহাবীগণের অতুলনীয় কর্তব্য-নিষ্ঠার একটি চিত্র ভবিষ্যদ্বাণীরূপে চিত্রিত আছে। এছাড়া, এই কর্তব্য-নিষ্ঠার ফলে, তাঁদের উপর মানব-গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের যে প্রশাসনিক দায়িত্ব এসে বর্তাবে এবং সেই দায়িত্বও তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে সম্পাদন করবেন বলেও ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এই আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই আয়াতগুলিতে, মহানবী (সঃ)-এর সাহাবীগণের চারিত্রিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে ('দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দেখুন)।

৭। যেদিন [ক]কম্পনশীল (পৃথিবী) প্রকম্পিত হবে,[৩২৪১]	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦
৮। আরেকটি পশ্চাদ্বর্তী (কম্পন) তার অনুসরণ করবে।[৩২৪২]	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧
৯। সেই দিন অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হবে,	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨
১০। [খ](এবং) তাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকবে।[৩২৪৩]	اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩
১১। তারা বলে, 'আমাদেরকে কি সত্যিই পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে'?	يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ۝١٠
১২। [গ]কী! যখন আমরা পচা-গলা অস্থিপুঞ্জে পরিণত হবো, তখনও?'	ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١
১৩। তারা বলে, 'তাহলে তা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন।'	قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢
১৪। এ একটা ধমক মাত্র।	فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣
১৫। তখন দেখ! তারা অকস্মাৎ এক প্রশস্ত ময়দানে (উপস্থিত হবে)।	فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤
১৬। তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝١٥
১৭। যখন তার প্রভু-প্রতিপালক তাকে 'তুওয়া'-র পবিত্র উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন,	اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦
১৮। 'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও; কেননা সে বিদ্রোহ করেছে,	اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝١٧
১৯। অতঃপর (তাকে) বল, তোমার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে?	فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى ۝١٨

দেখুন ঃ ক. ৫৬ঃ৫-৬, ৭৩ঃ১৫ খ. ৭০ঃ৪৫ গ. ১৭ঃ৫০; ৩৬ঃ৭৯।

৩২৪১। এই আয়াতের অর্থ ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে তা সেই যুদ্ধের ফলে পূর্ণ হবে যা আল্লাহ্‌র ধার্মিক বান্দাগণ ও চক্রান্তকারী কাফিরদের মধ্যে সংঘটিত হবে এবং তাতে অবিশ্বাসীরা চূরমার হয়ে যাবে। 'রাজাফা' শব্দটির অর্থ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ (লেইন)। এ অর্থই আয়াতটিতে প্রযোজ্য।

৩২৪২। যখন একবার মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে, তখন তা আর থামবে না, যে পর্যন্ত না অশুভ পশু-শক্তি পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে চূরমার হয়ে যাবে।

৩২৪৩। অবিশ্বাসীরা যখন পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে থাকবে এবং ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিপত্তিশালী হতে দেখবে, তখন তাদের মনে চাঞ্চল্য দেখা দিবে এবং পুনরুত্থানের সম্ভাবনার চিন্তা তাদের মনকে আঘাত করতে থাকবে।

২০। আর যাতে আমি তোমাকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি এবং তুমি (তাঁকে) ভয় করে চল?

وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ⑳

২১। [ক]সুতরাং সে তাকে এক বড় নিদর্শন[৩২৪৪] দেখালো।

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ㉑

২২। কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করলো এবং অবাধ্যতা করলো,

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ㉒

২৩। অতঃপর সে কূট-কৌশল অবলম্বনের চেষ্টায় (সত্য থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো,

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ㉓

২৪। এবং সে (লোকদেরকে) সমবেত করলো এবং ঘোষণা করলো,

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ㉔

২৫। এবং সে বললো, 'আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ [খ]প্রভু-প্রতিপালক'।

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ㉕

২৬। সুতরাং আল্লাহ্ তাকে পরকাল এবং ইহকালের আযাবে (শাস্তি) পাকড়াও করলেন।

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ㉖

১ ২৭। যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে চলে তার জন্য নিশ্চয় এই
[২৭] ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।
৩

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ ㉗

২৮। তোমাদের সৃষ্টি কি বেশী কঠিন, নাকি আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন?[৩২৪৫]

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ㉘

২৯। [গ]তিনি তার উচ্চতা উন্নত করেছেন,[৩২৪৫-ক] এবং তাকে ত্রুটিহীন করেছেন।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ㉙

৩০। এবং [ঘ]তার রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং তার দিবালোককে প্রকাশিত করেছেন,[৩২৪৬]

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ㉚

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫৭ খ. ২৬ঃ৩০; ২৮ঃ৩৯ গ. ২১ঃ৩৩ ঘ. ৭৮ঃ১১-১২।

৩২৪৪। 'এক বড় নিদর্শন' বলতে মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত 'লাঠির নিদর্শন'কে বুঝিয়েছে, যা তার অন্যান্য নিদর্শন থেকে অগ্রগণ্য ছিল (২০ঃ২১)।

৩২৪৫। অকল্পনীয়ভাবে জটিল অথচ এত ত্রুটিহীনভাবে সৃষ্ট এই সৌরমণ্ডলই এক অকাট্য যুক্তি যদ্বারা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, 'মৃত্যুর পরেও জীবন' আছে। কেননা, যে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ এই বিশ্ব-জগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তাঁর পক্ষে সামান্য বিন্দুর মত ক্ষুদ্র একটা মানুষের মৃত্যুর পরে তাকে পুনরায় জীবিত করা অতি সহজ কাজ। এটাই এই আয়াত ও পরবর্তী ছয়টি আয়াতের বক্তব্য।

৩২৪৫-ক। 'সাম্‌ক' অর্থ; ছাদ; ভিতরের ছাদ; উচ্চতা, কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ।

৩২৪৬। দিবা-রাত্রির আগমন-নির্গমন নৈসর্গিক হলেও এই আয়াতে তা আকাশমালার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে, সৌরমন্ডলের কার্যক্রম দ্বারাই দিবা-রাত্র সৃষ্ট হয়ে থাকে।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ﴿٣٠﴾

৩১। [ক]এবং এরপর (সেই সঙ্গে) পৃথিবীকে তিনি বিস্তৃত করেছেন।[৩২৪৭]

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ﴿٣١﴾

৩২। তা থেকেই [খ]তিনি তার পানি এবং তার তৃণ-লতা উদ্‌গত করেছেন,

وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ﴿٣٢﴾

৩৩। [গ]এবং পর্বতগুলিকে (তাতে) তিনি সংস্থাপিত করেছেন।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৪। [ঘ](এসব) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য ভোগ্য সামগ্রী।

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾

৩৫। [ঙ]অতঃপর যখন মহা প্রলয় উপস্থিত হবে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾

৩৬। [চ]যেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা সে চেষ্টা করেছিল,

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾

৩৭। [ছ]এবং জাহান্নামকে প্রকাশিত করা হবে, যে দেখে তার জন্য।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾

৩৮। সুতরাং, যে বিদ্রোহ করে,

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং এই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়,

فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾

৪০। নিশ্চয় জাহান্নামই হবে (তার) আবাসস্থল।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

৪১। [জ]কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের মকাম-মর্যাদাকে[৩২৪৮] ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে কু-প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত রাখে,

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

৪২। নিশ্চয় জান্নাতই (তার) আবাসস্থল,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾

৪৩। [ঝ]তারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন তা সংঘটিত হবে'।

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫৪; ৫১ঃ৪৯ খ. ২০ঃ৫৪; ৫০ঃ৮ গ. ৫০ঃ৮ ঘ. ৮০ঃ৩; ঙ. ৭৪ঃ৩৬; ৮০ঃ৩৪; চ. ৮৯ঃ২৪ ছ. ২৬ঃ৯২ জ. ৫৫ঃ৪৭ ঝ. ৭ঃ১৮৮; ৩৩ঃ৬৪; ৫১ঃ১৩।

৩২৪৭। মূল অনুবাদে যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ছাড়াও আয়াতটির অর্থ এ-ও হতে পারে ঃ বৃহত্তর জড়পিণ্ড থেকে পৃথিবী ছিটকে পড়েছে।

৩২৪৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে দোষীরূপে দাঁড়াতে পূর্বাহ্নেই ভয় করে বা আল্লাহ্‌র মহিমাময় মর্যাদার সামনে নিজের তুচ্ছাবস্থাকে স্মরণ করে ভীতিগ্রস্ত থাকে।

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾

৪৪। তার (সংঘটনের) আলোচনার সাথে তোমার সম্পর্কই বা কি?

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾

৪৫। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নিকটেই তার চূড়ান্ত (জ্ঞানের) সীমা।

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾

৪৬। তুমি কেবল তার জন্য সতর্ককারী, যে তাকে ভয় করে।

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

২ [২০] ৪

৪৭। *যেদিন তারা তা দেখতে পাবে, তাদের অবস্থা এমন হবে যেন তারা কেবল এক সন্ধ্যা বা তার এক প্রভাত মাত্র (এই পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে।[৩২৪৯]

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৪৬; ৩০ঃ৫৬; ৪৬ঃ৩৬।

৩২৪৯। শাস্তির সময়, স্থান, স্বরূপ ও প্রকৃতি ইত্যাদি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। অবিশ্বাসীদের জন্য যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তারা যেন উপলব্ধি করে যে, ঐশী শাস্তি যখনই আসবে তখনই অতি দ্রুত গতিতে, অকস্মাৎ ও ভীষণাকারে আসবে; এর তুলনায় তাদের সারা জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আমোদ-প্রমোদ মাত্র মুহূর্তকাল– এক সকাল বা এক সন্ধ্যা মাত্র– স্থায়ী ছিল বলে প্রতীয়মান হবে।

সূরাতু 'আবাসা-৮০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী দু'টি সূরার মত এই সূরাটিও নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। নলডিকি ও মুইর এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমতই পোষণ করেন। পূর্ববর্তী সূরাতে শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সঃ)-এর কর্তব্য জনগণের মধ্যে ঐশী-বাণী পৌছে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান সূরাটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের একটি আকস্মিক ঘটনাকে অবলম্বন করে এই নৈতিক শিক্ষা দান করছে যে, মানুষের ধন-দৌলত ও সামাজিক মর্যাদা তার প্রকৃত মূল্য ও যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে না, বরং তার হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি, সত্যকে জানার আগ্রহ ও সত্যকে গ্রহণের মধ্যেই তার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা নিহিত। দীন-দুঃখী, পতিত ও নিগৃহীত মানবের প্রতি মহানবী (সঃ)-এর অপরিসীম আগ্রহ ও মমত্ববোধ এতে ব্যক্ত হয়েছে। এই সূরা বলে দিচ্ছে যে, মানব জাতির জন্য কুরআন সর্বশেষ ঐশী-বাণী হওয়ার কারণে, ইহা সারা বিশ্বে সম্মানের সঙ্গে পঠিত হবে এবং একে অবিকল অবস্থায় সংরক্ষণ করা হবে। সূরাটির সমাপ্তি অংশে অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করা হয়েছে, তারা যদি কুরআনের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে এবং মহানবী (সঃ)-এর বিরোধিতা করতেই থাকে, তা হলে একদিন তাদেরকে এর মূল্য দিতে হবে; সেদিন তাদের ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট, অবমাননা ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। অপরদিকে যারা ঈমান আনয়নপূর্বক ধর্মপরায়ণ জীবন-যাপন করবে, তারা বেহেশ্‌তের আনন্দোদ্যানে, ঐশী জ্যোতির্ময় হাসি মুখে পরম সুখ উপভোগ করবে।

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

সূরাতু 'আবাসা-৮০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪৩ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ②

২। সে ভ্রূকুঞ্চিত করলো[৩২৫০] এবং মুখ ফিরিয়ে নিল,

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ③

৩। এই জন্য যে, অন্ধ লোকটি তার নিকটে এলো।

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ④

৪। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে, সে হয়তো পবিত্রতা অবলম্বন করবে,[৩২৫১]

اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ⑤

৫। অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং এই উপদেশ তার উপকারে আসবে?

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ⑥

৬। (এটা কীরূপে সম্ভব যে,) যে ব্যক্তি (সত্যকে) উপেক্ষা করে,

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ⑦

৭। তার প্রতি তুমি অভিনিবিষ্ট হবে,[৩২৫২]

৩২৫০। এই আয়াতটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জড়িত। একদা যখন হযরত রসূলে আকরম (সঃ) মক্কার কুরাইশ প্রধানদের সাথে ঈমান সম্বন্ধীয় কিছু বিষয়াদি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় রত ছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। কুরাইশ প্রধানগণের চিন্তাধারা ইবনে উম্মে মাকতুমকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত করেছিল যে, তারা কট্টর কাফিরদের নেতা। তিনি ভাবলেন, মহানবী (সঃ) তাদের উপর অনর্থক নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করছেন।। তাই তিনি নবী করীম (সঃ)-এর সময়কে সঠিক কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে, তাঁর (সঃ) মনোযোগ অন্য কয়েকটি ধর্মীয় বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। এভাবে অসময়োচিত প্রশ্ন উত্থাপনে অবশ্য মহানবী (সঃ) বিরক্তি বোধ করলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ দিলেন না (তাবারী এবং বয়ান)। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি মহানবী (সঃ)-এর হৃদয়ের ব্যাকুলতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি অন্ধ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্‌কে চলতি কথা-বার্তার মধ্যে হঠাৎ অনাহূতভাবে যোগদানের জন্য ভর্ৎসনা না করে তার দিক থেকে অদেখাভাবে {অন্ধ ব্যক্তি তো রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মুখ ফেরানো দেখেনি} মুখ ফেরানো দ্বারা গরীব অন্ধব্যক্তিটিরও অনুভূতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সম্মানবোধ প্রকাশ পায়। কেননা, অনাহূতভাবে এক কথার মাঝখানে অন্য কথা বলে বাধা সৃষ্টির অপরাধ ও অসৌজন্যের জন্য মহানবী (সঃ) একটি তিরস্কারের শব্দ বা একটি অসন্তুষ্টির কথাও হযরত আব্দুল্লাহ্‌কে বললেন না। তাঁর আত্ম-সম্মান ও হৃদয়াবেগকে আহত করতে পারে এমন কিছুই তিনি করলেন না। অতএব, এই আয়াতটি মহানবী (সঃ)-এর অনতিক্রম্য ও অতুচ্চ নৈতিক অবস্থানের উপর আলোকপাত করছে। কোন কোন তফসীরকার ভুলবশতঃ মনে করেছেন যে, এই আয়াতটি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌তাআলার ভর্ৎসনাস্বরূপ। কিন্তু এটা আসলে ভর্ৎসনা তো নয়ই বরং প্রশংসা বিশেষ। আল্লাহ্‌তাআলা এই আয়াত দ্বারা মহানবী (সঃ)-এর এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীগণকে গরীব-দুঃখী ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের কোমল অনুভূতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দান করেছেন।

৩২৫১। এই আয়াতে ব্যবহৃত 'তোমাকে' সর্বনামটি নবী করীম (সঃ)-কে বুঝিয়েছে, এবং 'সে' সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে, 'কুরাইশ দলপতি' সম্বন্ধে।

৩২৫২। 'তাসাদ্দা লাহু' অর্থ তিনি নিজেকে বা নিজের মনোযোগকে বা নিজের মনকে তার প্রতি নিবদ্ধ করলেন, তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন (লেইন)।

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾

৮। অথচ সে পবিত্রতা অবলম্বন না করলে তোমার উপর কোন দোষ বর্তাবে না,[৩২৫৩]

وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿٨﴾

৯। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার নিকট দৌড়ে আসে,

وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴿٩﴾

১০। এবং সে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে,

فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿١٠﴾

১১। অথচ তুমি তাকে অবহেলা কর,[৩২৫৪]

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾

১২। না, নিশ্চয় এ এক ক-স্মারকবাণী।[৩২৫৫]

فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿١٢﴾

১৩। অতএব যার ইচ্ছা একে স্মরণ করুক।

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾

১৪। (ইহা) সম্মানিত কিতাবসমূহে[৩২৫৬] (উল্লেখিত)–

مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾

১৫। উন্নীত মর্যাদাসম্পন্ন, অতি পবিত্র,

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾

১৬। লেখকবৃন্দের হস্তে (সংরক্ষিত)–

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৪; ৭৩ঃ২০; ৭৪ঃ৫৫।

৩২৫৩। এই আয়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ্-ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রতি নবী করীম (সঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবহারকে অতিশয় যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত করছে। আয়াতটি বলছে যে, কুরাইশ নেতা যদি মহানবী (সঃ)-এর সাথে কথোপকথনের দ্বারা উপকৃত না-ও হয়, তাতে মহানবী (সঃ)-এর কোন দায়িত্ব বা দোষ নেই। হযরত আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি বাহ্যিক মনোযোগ না দেওয়া এবং কুরাইশ নেতার প্রতি মনোযোগ অব্যাহত রাখার মধ্যে মহানবী (সঃ)-এর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। বরং এই ব্যাপারে শরীয়তের হুকুমই তিনি পালন করেছেন। কারণ, ইসলামী শরীয়ত বলে যে, স্বীয় অতিথি বা আগন্তুকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

৩২৫৪। ৬ থেকে ১১ আয়াত নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি প্রযোজ্য। ৬ষ্ঠ আয়াতের 'আম্মা' শব্দটির অর্থ ঃ 'এটা কীরূপে সম্ভব যে' অর্থাৎ এটা হতেই পারে না। অতএব এই আয়াতগুলির (৬-১১) তাৎপর্য দাঁড়ায়, এটা কীরূপে সম্ভব যে, তুমি ঐ ব্যক্তির প্রতি এত মনোযোগ দিবে, যে ব্যক্তি ঘৃণা, অবহেলা ও উদাসীনতা দেখায়, এবং যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তোমার দিকে দৌড়ে আসে তার প্রতি তুমি অবজ্ঞা দেখাবে? তোমার পক্ষে তা কোনমতেই সম্ভব নয়। আবার এই আয়াতগুলি কুরাইশ দলপতির উপরও প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা সেই ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তির আগমনে অস্বস্তি বোধ করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কোন কোন তফসীরকার এইরূপ অর্থই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করলে, আয়াতগুলিকে ব্যাঙ্গোক্তি বলে মেনে নিতে হবে যাতে নবী করীম (সঃ)-এর সমালোচকদের মনের চিত্রই ফুটে উঠেছে; নবী করীম (সঃ)-এর কোন দুর্বলতার প্রতি এখানে কোন ইঙ্গিত নেই।

৩২৫৫। এই আয়াতের অর্থ এটাই যে, অবজ্ঞার অভিযোগ সঠিক নয়। অন্ধ ব্যক্তির প্রতি রসূলে পাক (সঃ) কেনইবা বিরক্তি বা অবজ্ঞা প্রকাশ করবেন যখন কুরআন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে? এরূপ করা, মহানবী (সঃ)-এর স্বীয় সমুন্নত নৈতিক গুণাবলীর পরিপন্থী তো বটেই, মানবিক যুক্তিও এতে সায় দেয় না। মহানবী (সঃ) যা করেছেন, তা সেই নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

৩২৫৬। অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যত চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় শিক্ষা রয়েছে, সেগুলির সবগুলির সারাংশই পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই হিসাবে কুরআন যেন সকল ধর্মগ্রন্থের একত্রীভূত সংগ্রহ বিশেষ। 'সম্মানিত কিতাবসমূহে' বাক্যাংশের তাৎপর্য এটাই। আয়াতটি বলে দিচ্ছে যে, কুরআন কিতাবের আকারে লিখিত রূপ ধারণ করবে; ইহা সম্মান ও শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করবে; বিকৃতি ও হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকবে, (এবং আছেও)।

كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٧﴾

১৭। যারা সম্ভ্রান্ত, পুণ্যবান।[৩২৫৭]

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُۥ ﴿١٨﴾

১৮। সর্বনাশ মানুষের! সে কত অকৃতজ্ঞ![৩২৫৮]

مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٩﴾

১৯। (সে কি চিন্তা করে না,) তিনি তাকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾

২০। [ক]এক শুক্র-বিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন এবং তার (যাবতীয় শক্তির) পরিমাপ নির্ধারণ করেন;

ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢١﴾

২১। অতঃপর তিনি (তার) পথকে তার জন্য সহজ করেন,

ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢٢﴾

২২। অতঃপর তিনি তাকে মৃত্যু দান করেন এবং তাকে কবরস্থ করেন;[৩২৫৯]

ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٣﴾

২৩। অতঃপর যখন তিনি চাইবেন, তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٤﴾

২৪। না, তিনি তাকে যে আদেশ দান করেছেন তা সে এ যাবৎ পুরাপুরি পালন করে নি।

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٥﴾

২৫। অতএব মানুষের উচিত তার নিজের খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করা–

أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٦﴾

২৬। [খ]কীভাবে আমরা মুষলধারায় পানি বর্ষণ করি,

ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٧﴾

২৭। অতঃপর আমরা ভূমিকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি,

فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٨﴾

২৮। [গ]অতঃপর আমরা তাতে উৎপন্ন করি শস্য-দানা,

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٩﴾

২৯। এবং আঙ্গুর এবং শাক-সব্জি,

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ৩৮; ৩৫ঃ১২; ৩৬ঃ৭৮; ৪০ঃ৬৮ খ. ৭১ঃ১২, ৭৮ঃ১৫ গ. ৭৮ঃ১৬

৩২৫৭। পূর্ববর্তী দু'টি আয়াতে (১৪ ও ১৫) কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ১৬-১৭ আয়াত দু'টিতে কুরআনের বাণী প্রচারকেরা কেবল যে ধার্মিক ও মহীয়ান তা-ই নয়, তারা এর বাণী প্রচার ও বিস্তারের জন্য দূর-দূরান্তরে ভ্রমণও করবেন বলে বলা হয়েছে ('সাফারাতিন'-এর আরেকটি অর্থ, দূর-দূরান্তে ভ্রমণকারীগণ)।

৩২৫৮। কাফিররা এতই অকৃতজ্ঞ যে, কুরআনের মত এতবড় মহা উপকারী ও মহীয়ান একটি গ্রন্থ যা তাদেরকে নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে, আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চশৃঙ্গে উঠাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাকেও তারা অগ্রাহ্য করে।

৩২৫৯। মানুষের আত্মা তার দেহ থেকে বিদায় নিবার পর, একটি নতুন দেহ ও নতুন আবাস বরণ করে নেয়। এই নব দেহ বা আবাসস্থল মানুষের ইহলৌকিক কার্যাবলীর গুণাগুণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। এটাই তার প্রকৃত কবর। এটা ঐ গর্ত নয় যাতে আত্মীয়-স্বজনরা তার মৃতদেহকে স্থাপন করে ঢেকে দেয়। এবং এটা তার আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুযায়ী সুখের বা দুখের আধার হয়ে থাকে।

৩০। এবং জলপাই ও খেজুর, وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا ﴿٣٠﴾

৩১। [ক]এবং প্রাচীর ঘেরা নিবিড় বাগানসমূহ, وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣١﴾

৩২। এবং ফল-ফসলাদি ও তৃণ-লতা, وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا ﴿٣٢﴾

৩৩। [খ](এইসব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য ভোগ্য সামগ্রীস্বরূপ। مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৪। [গ]কিন্তু যখন কর্ণ বিদারী বিকট শব্দ আসবে, فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٤﴾

৩৫। [ঘ]সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকেও; يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং তার মা ও তার বাবা থেকেও; وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তার [ঙ]স্ত্রী ও তার পুত্রদের থেকেও,[৩২৫৯-ক] وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٧﴾

৩৮। সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হবে, যা তাকে (অন্যদের সম্বন্ধে) উদাসীন করে তুলবে।[৩২৬০] لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٨﴾

৩৯। [চ]সেদিন কতক চেহারা হবে উজ্জ্বল, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٩﴾

৪০। সহাস্য, প্রফুল্ল। ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٤٠﴾

৪১। [ছ]এবং সেদিন কতক চেহারা হবে ধূলি-ধূসরিত, وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤١﴾

৪২। কালিমা [জ]সেগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤٢﴾

১ [৪৩] ৫ ৪৩। এরাই অস্বীকারকারী, দুষ্কৃতিপরায়ণ। أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৭৮ঃ১৭ খ. ৭৯ঃ৩৪ গ. ৭৯ঃ৩৫ ঘ. ৪৪ঃ৪২ ঙ. ৭০ঃ১৩ চ. ৩ঃ১০৭; ১০ঃ২৭ ছ. ৬৮ঃ৪৪; ৭৫ঃ২৫; ৮৮ঃ৩-৪ জ. ১৪ঃ৫১; ২৩ঃ১০৫।

৩২৫৯-ক। হায়! সেই হিসাব-নিকাশ দিবসের কী ভয়াবহ এক চিত্র!

৩২৬০। নিজের ভীষণ দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও অস্থিরতার সময় মানুষ নিকট আত্মীয়কেও ভুলে যায়। কেননা, তার নিজের বোঝা তখন এত ভারী হয়ে ওঠে যে, সে অপরের দিকে তাকাবারও অবকাশ পায় না।

সূরাতুত্ তাক্‌ভীর-৮১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের কাল ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বৎসরে কিংবা, সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাগুলিতে 'পুনরুত্থানের' বিষয় এবং হযরত নবী করীম (সঃ) কর্তৃক স্বীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পাদিত অত্যাশ্চর্য মহাবিপ্লবের বিষয় (যাকে কুরআনের ভাষায় 'পুনরুত্থান' বলা হয়েছে) বর্ণিত হয়েছে। এই 'পুনরুত্থান' পৃথিবীতে দু'বার সংঘটিত হবার কথা ছিল। প্রথমে মহানবী (সঃ)-এর স্বয়ং আগমনের মাধ্যমে; অতঃপর দ্বিতীয়বার তাঁর (সঃ) প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে, যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে কুরআনের ৬২ঃ৪ আয়াতে। ইসলামের দুর্দিনে প্রতিশ্রুত মসীহের হাতে ইসলামের পুনরুত্থানের ও পুনর্জাগরণের যে আশ্বাসবাণী রয়েছে এবং যে সকল বৈপ্লবিক পরিবর্তন সেই সময়ে সংঘটিত হওয়ার কথা, এই সূরাতে তারই একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সূরাটি ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য পরিবর্তনগুলির বর্ণনা দানের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে এবং তখনকার মুসলিম-বিশ্বের নৈতিক অধঃপতন ও তার কারণসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করেছে। শেষ দিকে তাদেরকে আশা ও আনন্দের বাণী শুনিয়ে সূরাটি প্রতিশ্রুতি দান করছে যে, অবশেষে মুসলমানের অধঃপতনের অমানিশার অবসান হয়ে যাবে এবং তাদের কৃতকার্যতার উষালগ্ন পুনরায় উপস্থিত হবে। কেননা, ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ্‌র শেষ ধর্ম হওয়ার কারণে সগৌরবে টিকে থাকতেই এসেছে।

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ (٨١) آيَاتُهَا ٣٠ رُكُوْعُهَا ١

সূরাতুত্ তাক্ভীর-৮১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৩০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। যখন সুর্যকে আবৃত করা হবে,[৩২৬১]

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ②

৩। এবং যখন নক্ষত্ররাজি নিষ্প্রভ হবে,[৩২৬২]

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ③

৪। এবং [খ]যখন পর্বতসমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে,[৩২৬৩]

وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ④

৫। এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলিও পরিত্যক্ত হবে.[৩২৬৪]

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৮ঃ৪৮; ৫২ঃ১১; ৭৮ঃ২১।

৩২৬১। সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় যে, এই সূরাটি কেবলমাত্র মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানের সেই বিষয়টি আলোচনা করেছে যখন চলমান প্রকৃতির নিয়ম-কানুন স্তব্ধ হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। কিন্তু সূরাটির সম্পূর্ণ চিন্তাধারা ও সামগ্রিক মর্মবাণী এতই পরিষ্কারভাবে ইহলোকের প্রাকৃতিক জগতের সুপরিচিত অবস্থাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা দিচ্ছে যে, এই সূরাটিকে কেবলমাত্র পারলৌকিক চূড়ান্ত পুনরুত্থানের প্রতি আরোপ করলে, কয়েকটি আয়াতের কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বস্তু-জগতে ও মানবিক জীবনে, মহানবী (সঃ)-এর সময়ের পরে, বিশেষতঃ আমাদের যামানায় যে সকল মহাপরিবর্তন আগেই সংঘটিত হয়ে গেছে, এই সূরাটিতে তা-ই বর্ণিত হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটির অর্থঃ আধ্যাত্মিক অন্ধকার যখন বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে, আধ্যাত্মিক সূর্য (মহানবী-সঃ)-এর আলো যখন মানুষের দৃষ্টিতে নিষ্প্রভ হয়ে আসবে অথবা প্রায় তিরোহিত হয়ে যাবে। আয়াতটির অন্য একটি অর্থ এরূপ হতে পারেঃ নবী করীম (সঃ)-এর একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সময়ে একই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ ঘটবে, যা (নিদর্শন হিসাবে) পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি অবধি আর কখনও পূর্বে ঘটেনি (কুতনী, পৃঃ ১৮৮)। এই চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ ১৮৯৪ সালের রমযান মাসে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে মহানবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছে।

৩২৬২। 'আন্ নাজমু' (তারকা) বলতে হাক্কানী উলামাকে বুঝিয়েছে। এই অর্থ মহানবী (সঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীসের দ্বারা সমর্থিত। মহানবী (সঃ) বলেছেন, 'আমার সাহাবীগণ তারকা সদৃশ, তাদের মধ্যে যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে, সৎপথ প্রাপ্ত হবে' (বায়হাকী)। অতএব, আয়াতটির এরূপ অর্থ হতে পারেঃ যখন ধর্মীয় নেতাগণের পদস্খলন ঘটবে এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে কমে যাবে। আয়াতটিতে, ধর্মীয় সংস্কারকের আগমন কালে অসাধারণ সংখ্যায় উল্কাপাতের যে ঘটনা ঘটে থাকে–সেই কথার প্রতি ইঙ্গিত থাকতে পারে।

৩২৬৩। যখন পাহাড়গুলিকে ডিনামাইট দ্বারা বিধ্বস্ত করে সেগুলির মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরী করা হবে। রূপকভাবে নিলে অর্থ দাঁড়াবেঃ শাসকবর্গের কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যাবে। 'জাবাল' শব্দের এক অর্থ জাতির প্রধান, বড় জমাআত, বা সংঘবদ্ধদল (মুফরাদাত, মুনজিদ ও লেইন)।

৩২৬৪। 'উশারাহ্' শব্দের বহুবচন 'ইশার্'। 'উশারাহ্' মানে দশ মাসের গর্ভবতী উট্নী। 'ইশার' বলতে ঐ সকল উট্নীকে বুঝায় যারা এখনও বাচ্চা প্রসব করেনি কিংবা যারা আসন্ন-প্রসবা (মুফরাদাত, লেইন)। আয়াতটির অর্থঃ যখন আরবের মত মরু দেশে পর্যন্ত উট্নীর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এটা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, যান-বাহনরূপে উটের ব্যবহার উঠে যাবে এবং উন্নত ও দ্রুতগতি সম্পন্ন যান-বাহন, মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদি তার স্থান দখল করে নিবে। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর একটি হাদীসে উটের যায়গায় অন্য যান-বাহন ব্যবহারের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছেঃ 'উটেরা পরিত্যক্ত হবে এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে না' (মুসলিম)।

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾

৬। এবং যখন বন্যজন্তুগুলিকে সমবেত করা হবে,[৩২৬৫]

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾

৭। *এবং যখন নদ-নদী ও সমুদ্রগুলিকে (একটিকে অন্যটির মধ্যে) প্রবাহিত করে দেওয়া হবে,[৩২৬৬]

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

৮। এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদেরকে একত্র করা হবে,[৩২৬৭]

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾

৯। এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে,

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

১০। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে ?[৩২৬৮]

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾

১১। এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও) বিস্তৃত করা হবে,[৩২৬৯]

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾

১২। এবং যখন আকাশের ছাল (আবরণ) খুলে ফেলা হবে,[৩২৭০]

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

১৩। এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে,[৩২৭১]

দেখুন ঃ ক. ৫২ঃ৭; ৮২ঃ৪।

৩২৬৫। 'হুশিরা' মূল শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। (মুফরাদাত, মুনজিদ ও লেইন)। এই প্রেক্ষিতে, আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ যখন জন্তু-জানোয়ার ও পশু-পাখীকে চিড়িয়াখানায় একত্র করা হবে; অথবা যখন আদিবাসী লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে এনে নাগরিক সম্প্রদায়রূপে সংগঠিত করা হবে, অথবা যখন তারা দলবদ্ধ হয়ে স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

৩২৬৬। আয়াতের অর্থঃ যখন সেচ কার্য বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য নদী বা সমুদ্র থেকে পানি অন্যদিকে প্রবাহিত করা হবে; অথবা সমুদ্র-যুদ্ধে বিরাট বিরাট জাহাজে আগুন লেগে গেলে মনে হবে সমুদ্রে আগুন লেগে গেছে; অথবা খাল কেটে বিশাল নদী ও সমুদ্রগুলিকে সংযুক্ত করা হবে; অথবা গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মানুষ এসে শহরগুলিকে অতিরিক্ত জন-সংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত করে ফেলবে। এই সব অর্থই রয়েছে 'সুজ্জিরা' শব্দটির মধ্যে (মুফরাদাত, মুনজিদ ও লেইন)।

৩২৬৭। যখন যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা এত উন্নত হবে যে, অতি দূর-দূরান্তরের ভিন্ন জাতির লোক পরস্পরের মধ্যে সহজে ও স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ করবে এবং এই সুবাদে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে একই জাতির লোকের মত একত্র হবে। এই আয়াতের অন্য তাৎপর্যঃ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের লোক– সমমনাদের নিয়ে দল গঠন করবে।

৩২৬৮। বালিকাদের পুড়িয়ে মারা বা জীবন্ত অবস্থায় কবরে পুঁতে রাখা ইত্যাদি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দানের আইন প্রণীত হবে।

৩২৬৯। এই আয়াতে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এটা আখেরী যামানার এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র।

৩২৭০। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখেরী যুগে মহাকাশ-বিজ্ঞান এমন অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান মানবের কাছে উপস্থাপন করবে, যাতে মানুষ বিস্মিত হবে। তা ছাড়া, রকেট ও মহাকাশ-যানসমূহ আকাশ ভেদ করে গ্রহ-গ্রহান্তরে পৌছুবার চেষ্টা করবে, যেন আকাশের আবরণ উন্মোচিত হয়ে পড়বে।

৩২৭১। মানুষের পাপাচার ও অন্যায় এত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে যে, আল্লাহ্‌র ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে, যার ফলে মহাবিধ্বংসী যুদ্ধসমূহ মানুষের উপর দোযখের আযাবের মত নেমে আসবে।

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٤﴾

১৪। [ক]এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে,[৩২৭২]

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٥﴾

১৫। [খ]তখন প্রত্যেক আত্মা জানতে পারবে যা সে উপস্থিত করেছে।[৩২৭৩]

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٦﴾

১৬। এরূপ নয় (যেরূপ তোমরা ধারণা করছো), আমি সাক্ষী-স্বরূপ পেশ করছি অগ্রসর হতে হতে পশ্চাদপসরণকারীদের,

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٧﴾

১৭। যারা দ্রুতগতিতে সম্মুখে চলে এবং লুকিয়ে পড়ে,[৩২৭৪]

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং রাত্রির শপথ যখন তা শেষ প্রহরে পৌঁছে,

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٩﴾

১৯। [গ]এবং উষার শপথ যখন তা নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে,[৩২৭৫]

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٢٠﴾

২০। [ঘ]নিশ্চয় এ এক সম্মানিত রসূলের (প্রতি অবতীর্ণ) বাণী,[৩২৭৬]

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢١﴾

২১। যে (রসূল) শক্তির অধিকারী এবং আরশ-এর অধিপতির সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠিত,

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢٢﴾

২২। অনুসরণীয়, তদুপরি বিশ্বস্ত।[৩২৭৭]

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٣﴾

২৩। [ঙ]এবং তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়।

দেখুন ঃ ক. ৫০ঃ৩২ খ. ৩ঃ৩১; ৮২ঃ৬ গ. ৭৪ঃ৩৫ ঘ. ৬৯ঃ৪১ ঙ. ৫২ঃ৩০; ৬৮ঃ৩।

৩২৭২। যেহেতু শেষ যুগে, মানুষ সাধারণভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিবে এবং ধন-সম্পদে ও ভোগবিলাসিতায় মত্ত হয়ে ওঠবে, তখন যে অল্প সংখ্যক লোক সৎপথে থেকে সরল প্রাণে ধর্ম-কর্ম করতে থাকবে তারা পুরস্কৃত হবে এবং বেহেশ্‌ত লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে।

৩২৭৩। আল্লাহ্‌র বিশেষ আদেশ তখন কার্যকরী হবে এবং মানুষের মন্দ কর্মসমূহের ফলে, সর্বত্র প্রাকৃতিক মহা বিপর্যয় ঘটতে থাকবে।

৩২৭৪। শেষ যুগে মুসলমানরা তাদের উচ্চ মর্যাদা থেকে পতিত হবে। তারা (আল্লাহ্ ও রসূল-সঃ-প্রদত্ত পথ ও পন্থা ছেড়ে) স্বকীয় চিন্তা-প্রসূত ভ্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে তাড়াহুড়া করে তার বাস্তবায়নে লেগে যাবে; অথবা নৈরাশ্যের কারণে সৃজনশীল, গঠনমূলক প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকবে।

৩২৭৫। শেষ যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আগমনে, মুসলমানের নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার রাত্রি কেটে যাবে এবং ইসলামের গগনে উন্নতি ও অগ্রগতির এক নব উষার উন্মেষ ঘটবে যা ভবিষ্যতে উজ্জ্বল সূর্যের আকারে সারা বিশ্বকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করবে।

৩২৭৬। 'সম্মানিত রসূল' বলতে এখানে রসূলে পাক (সঃ)-কে বুঝিয়েছে। ফিরিশ্‌তাগণের সর্দার জিবরাঈল (আঃ)-কে বুঝায় নি, যেরূপ সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে।

৩২৭৭। ২০ থেকে ২২ পর্যন্ত আয়াতগুলিতে পাঁচটি গুণ, যথাঃ সম্মানিত রসূল, শক্তির অধিকারী, আরশের মালিকের কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত, এই পাঁচটি গুণবাচক নামই নবী করীম (সঃ)-এর উপর যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾

২৪। ক নিশ্চয় সে তাকে[৩২৭৮] সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫। সে অদৃশ্য বিষয় (-এর প্রকাশ) সম্পর্কে কৃপণ নয়।[৩২৭৯]

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৬। খ এবং ইহা বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়।

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহলে তোমরা চলেছ কোথায়?

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। গ ইহা সকল জগতের জন্য এক স্মারক-বাণী ছাড়াতো আর কিছু নয়–

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾

২৯। তারই জন্য, যে তোমাদের মধ্য থেকে সরল-সুদৃঢ় পথে চলতে চায়।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾ ع

১ [৩০] ৬

৩০। ঘ এবং তোমরা কিছুই চাইতে পার না, যদি না জগত-সমূহের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্ তা চান।[৩২৮০]

দেখুন ঃ ক. ৫৩ঃ১৩ খ. ২৬ঃ২১১ গ. ১২ঃ১০৫; ৩৮ঃ৮৮ ঘ. ৭৪ঃ৫৭; ৭৬ঃ৩১

৩২৭৮। 'হু' (তাকে) সর্বনামটি দ্বারা ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎকে অথবা মহানবী (সঃ)-কে বুঝাতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য হবে; ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত ১৯নং আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে তিনি তার পূর্ণতাকে দেখলেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য হবে; মহানবী (সঃ) প্রাচ্য দিগন্তে প্রতিশ্রুত মসীহের ব্যক্তিত্বে নিজেকে প্রতিফলিত দেখলেন।

৩২৭৯। আল্লাহ্তাআলা মহানবী (সঃ)-এর মাধ্যমে বড় বড় গুপ্ত রহস্যের বহু তত্ত্ব ও তথ্যাবলী বিশ্বের কাছে প্রকাশ করেছেন।

৩২৮০। যে সত্যকে পাবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে খাপ খাইয়ে নেয়, সেই ব্যক্তিই কেবল সঠিক ধর্মপথের সন্ধান পায় এবং সেই পথে পরিচালিত হয়।

সূরাতুল ইন্‌ফিতার-৮২
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

ভূমিকা

বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এই সূরাটির সাথে পূর্ববর্তী সূরাটির এতই সামঞ্জস্য যে একে পূর্ববর্তী সূরার প্রতিরূপ বলা যেতে পার। কেবল নামেই এটি ভিন্ন সূরা। কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, একটি সূরার কতিপয় অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ইহা আলাদা করে নেয় এবং এই অংশগুলির বিষয়বস্তুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যাতে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলি কণ্ঠস্থ হয়ে হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে একে ভিন্ন নামে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়ে থাকে। আখেরী যমানায় খৃষ্টানদের মতবাদ ও জীবন-যাপন পদ্ধতি, অ-খৃষ্টান বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে, মোহান্ধ করে যে অবস্থাবলীর সৃষ্টি করবে, এই সূরাতে তা-ই আলোচিত হয়েছে। এই সূরাতে যতগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। নবুওয়তের প্রথমদিকে পূর্ববর্তী সূরার সাথে সমসাময়িকভাবে এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

ركوعها ١ — سُوْرَةُ الْإِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ (٨٢) — اٰيَاتُهَا ٢٠

সূরাতুল ইন্‌ফিতার–৮২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,[৩২৮১]

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ②

৩। আর যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে,[৩২৮২]

وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ③

৪। [গ]এবং যখন নদ-নদীসমূহকে চিরে প্রবাহিত করা হবে[৩২৮৩] (এবং পরস্পরকে মিলিয়ে দেওয়া হবে),

وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ④

৫। [ঘ]এবং যখন কবরসমূহকে খুঁড়ে ফেলা হবে,[৩২৮৪]

وَ اِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ⑤

৬। [ঙ]তখন প্রত্যেক আত্মা জানতে পারবে, সে অগ্রে কী পাঠিয়েছে এবং পশ্চাতে কী ছেড়ে এসেছে।[৩২৮৫]

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ ⑥

৭। হে মানুষ ! তোমাকে তোমার পরম দাতা প্রভু- প্রতিপালক সম্বন্ধে কিসে প্রতারিত করেছে–

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ⑦

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৭৩ঃ১৯ গ. ৮১ঃ৭ ঘ. ১০০ঃ১০ ঙ. ৩ঃ৩১; ৮১ঃ১৫।

৩২৮১। ইতঃপূর্বে সূরাটির ভূমিকাতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, এই সূরা বিশেষভাবে ঐ সময় সম্বন্ধে মানুষকে জ্ঞাত করতে চায়, যখন খৃষ্টীয় মতবাদ, যথা 'ত্রিত্ববাদ', প্রায়শ্চিত্তবাদ' ও 'আল্লাহ্‌র পুত্র স্বয়ং আল্লাহ্‌' প্রভৃতি ভ্রান্ত-বিশ্বাস পৃথিবীর সর্বত্র জয়-ঢাক বাজাতে থাকবে এবং তা অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হবে। খৃষ্টানদের এইসব মিথ্যা মতবাদের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের যুগের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুরআন কঠোর ভাষায় বলেছে: আকাশসমূহ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে; ও পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে; কারণ তারা রহমান আল্লাহ্‌র এক পুত্র নির্ধারিত করেছে (১৯ঃ৯১-৯২)। আলোচ্য আয়াতটি এই দু'টি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছে যে, যখন খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো সারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলবে তখন আল্লাহ্‌তাআলার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যার ফলে ঐশী শাস্তিসমূহ বিভিন্ন আকারে একের পর এক নেমে আসবে।

৩২৮২। উপমা ও আলঙ্কারিক ভাষায় ব্যক্ত এই কথাগুলির মর্মার্থ হলো আখেরী যমানায় সত্যিকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও হেদায়াতসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে; কিংবা একেবারেই বিরল হয়ে পড়বে।

৩২৮৩। সেই যুগে, বিশাল সমুদ্রগুলি খাল দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একের পানি অপরের মধ্যে প্রবাহিত হবে, অথবা সমুদ্রের মুখগুলি গভীরভাবে খনন করে বড় বড় জাহাজগুলিকে বন্দরে ভিড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। পানামা ও সুয়েজ খালগুলির প্রতি এই আয়াত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয়।

৩২৮৪। শেষ যুগে, কবরসমূহ উৎপাটিত করা হবে, যেমন করা হয়েছে মিশরের অতীত বাদশাহ্‌গণের কবরের ক্ষেত্রে। অথবা, আয়াতটির তাৎপর্য এ-ও হতে পারে যে, শেষ যুগে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত শহর এবং স্মৃতি-সৌধগুলি খনন করে মাটির নীচ থেকে বের করা হবে।

৩২৮৫ এই আয়াতে এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে মিথ্যাভিত্তিক খৃষ্টান মতবাদসমূহের ধারক, বাহক ও প্রচারকগণকে আহ্বান করে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের এইসব ভ্রান্ত মতবাদের ভয়াবহতা ও জঘন্যতা অবশেষে বুঝতে পারবে।

৮। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, তৎপর তোমাকে [ক]যথার্থরূপে সুসমঞ্জস করেছেন?[৩২৮৬]

الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ﴿٨﴾

৯। যে আকৃতিতে তিনি চেয়েছেন, তোমাকে গঠন করেছেন।

فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ؕ﴿٩﴾

১০। না, বরং তোমরা বিচারকে প্রত্যাখ্যান করছো!

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ﴿١٠﴾

১১। [খ]এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর সংরক্ষকবৃন্দ নিযুক্ত আছে–

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ﴿١١﴾

১২। [গ]সম্মানিত লেখকবৃন্দ,[৩২৮৭]

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ﴿١٢﴾

১৩। তারা (সবকিছু) জানে যা তোমরা কর।

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪। [ঘ]নিশ্চয় পুণ্যবানরা নেয়ামতের মধ্যে,

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۚ﴿١٤﴾

১৫। [ঙ]আর নিশ্চয় পাপাচারীরা জাহান্নামে।

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۚ﴿١٥﴾

১৬। তাতে [চ]তারা বিচার-দিবসে দগ্ধ হবে;

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٦﴾

১৭। এবং তারা তা থেকে পালাতে পারবে না।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ؕ﴿١٧﴾

১৮। এবং তোমাকে কিসে জানাবে যে, সেই বিচার-দিবস কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ﴿١٨﴾

১৯। আবারও বলছি, তোমাকে কিসে জানাবে যে, সেই বিচার-দিবস কী?

ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ؕ﴿١٩﴾

১ ২০। [ছ]যেদিন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির আদৌ উপকার
[২০] করবার ক্ষমতা রাখবে না; [জ]এবং সেদিন সকল আদেশের
৭ অধিকার হবে আল্লাহ্‌রই।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿٢٠﴾ ع

দেখুন: ক. ৮৭:৩; ৯১:৮ খ. ৬:৬২ গ. ৪৩:৮১; ৫০:১৯ ঘ. ৪৫:৩১; ৮৩:২৩ ঙ. ৮৩:৮ চ. ২৩:১০৪; ৮৩:১৭ ছ. ২:১২৪; ৩১:৩৪ জ. ১৮:৪৫, ৪০:১৭

৩২৮৬। আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে কত মহান প্রাকৃতিক গুণাবলী ও মানসিক শক্তি দ্বারা ভূষিত করেছেন, যাতে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। অথচ তারা সেই মহামহিম আল্লাহ্‌তাআলা সম্বন্ধেই মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ পোষণ করে থাকে।

৩২৮৭। মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই, তার নিজস্ব মতামত ও কার্যাবলীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। আর তার মতামত ও কার্যাবলী 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ' দ্বারা নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

সূরাতুত্ তাতফীফ-৮৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

মানুষকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে কম ওজনের পাথর বা বাটখারা ব্যবহার করা, কিংবা কম পরিমাণের মাপ-কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করাকে অতিশয় ঘৃণ্য অপরাধ বলে নিন্দা করার মাধ্যমে সূরাটি শুরু হয়েছে। বিজ্ঞ তফসীরকারগণের মতে, সূরাটি মক্কী-জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি ও মূইর এর অবতীর্ণকাল নবুওয়তের ৪র্থ বৎসরে নির্ধারিত করেছেন। পূর্ববর্তী সূরাতে কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তাদের কার্যকলাপের জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষতিসমূহ তাদেরকেই পূরণ করতে হবে। কেননা, বিচারের দিন অন্যের আত্ম-বলিদান কিংবা অন্যের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না। পূর্ববর্তী সূরাতে সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই সূরাটিতে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। এতে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, শক্তিধর জাতিগুলি দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলির স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতাকে হরণ করে তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করবে। এই সব অন্যায়কারী ও অসাধু জাতিগুলিকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, তারা কখনও বিনা শাস্তিতে পার পাবে না। সর্বপ্রকার ভয়াবহতাসহ 'হিসাব-নিকাশের দিন' তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

এ সূরাটির অপর নাম 'সূরাতুল মুতাফ্ফিফীন'।

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ (٨٣) اٰيَاتُهَا رُكُوْعُهَا

সূরাতুত্ তাতফীফ–৮৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৩৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

২। [খ]দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝٢

৩। যারা লোকদের নিকট থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়;

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٣

৪। [গ]কিন্তু যখন তারা অন্যকে মেপে দেয় অথবা তাদেরকে ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٤

৫। এই সকল লোক কি বিশ্বাস করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে,

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٥

৬। এক মহা (বিচার-) দিবসের জন্য ?[৩২৮৮]

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٦

৭। যেদিন সকল মানুষ জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে দণ্ডায়মান হবে।

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧

৮। না, নিশ্চয় দুষ্কৃতিপরায়ণদের কর্মলিপি 'সিজ্জীনে'[৩২৮৯] থাকবে।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٨

৯। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করবে যে, 'সিজ্জীন' কী ?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٩

১০। উহা এক লিখিত কিতাব।[৩২৯০]

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝١٠

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১১ঃ৮৫; ২৬ঃ১৮২-১৮৪; ৫৫ঃ৯ গ. ৫৫ঃ১০।

৩২৮৮। ইহজীবনের পরে মানবের জন্য একটি 'হিসাব-দানের' দিন অবশ্যই রয়েছে। ঐদিন মানবকে তাদের মালিক ও প্রভুর কাছে ইহকালীন জীবনের কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে। কিন্তু, ইহকালেও জাতি বিশেষের জন্য 'হিসাবের দিন' এসে যায় যখন তাদের কুকর্ম সকল সীমালজ্ঘন করে ফেলে। তারা তখন ধ্বংসের কবলে নিপতিত হয়।

৩২৮৯। 'সিজ্জীন' শব্দটি অনেক তফসীরকারের মতে অনারবী শব্দ। কিন্তু ফার্‌রা, যাজ্জাজ, আবূ উবায়দা এবং মুবাররাদ প্রমুখ খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা বলেন, এটি একটি আরবী শব্দ যা 'সাজানা' থেকে উৎপন্ন। 'লিসান' এই শব্দটি 'সিজ্‌ন' (কারাগার)-এর সমার্থক মনে করেন। 'সিজ্জীন' একটি রেজিষ্টার, ফিরিস্তি বা পুস্তক, যাতে পরকালের জন্য মন্দ লোকদের দুষ্কৃতির তালিকা সংরক্ষিত রাখা হয়। শব্দটির অন্যান্য অর্থ হলো ঃ শক্ত বস্তু, কঠোর ও ভয়ঙ্কর, চলমান, স্থায়ী বা চিরস্থায়ী (লেইন)।

৩২৯০। 'সিজ্জীন' শব্দটির তাৎপর্য হলো, দুষ্কৃতকারী অবিশ্বাসীরা ভয়ঙ্কর শাস্তি পাবে, যা তারা সুদীর্ঘকাল ধরে ভুগতে থাকবে। অথবা, আয়াতটি এ-ও বুঝাতে পারেঃ দুষ্কৃতকারীদেরকে অতিশয় অপমানজনক ঘৃণ্য স্থানে রাখা হবে, যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। এটাই তাদের ব্যাপারে অটল সিদ্ধান্ত। অথবা 'সিজ্জীন' ও 'ইল্লীয়ুন' দু'টি শব্দ দ্বারা কুরআনের দু'টি অংশকে বুঝাতে পারে। 'সিজ্জীন' কুরআনের সেই অংশের নাম, যা ঐশী-বাণী অস্বীকারকারীদের কীর্তিকলাপ ও শাস্তিপূর্ণ পরিণতির বিষয়াদি

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

১১। সেদিন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ!

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾

১২। যারা বিচার-দিবসকে প্রত্যাখ্যান করে।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٣﴾

১৩। এবং প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ছাড়া কেউই একে প্রত্যাখ্যান করে না।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। [ক]যখন তার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে বলে, 'প্রাচীন লোকদের কিস্‌সা-কাহিনী।'

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। না, বরং যা তারা অর্জন করেছে তা তাদের অন্তরে জং ফেলেছে।

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। [খ]না, সেদিন তাদেরকে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের (দর্শন[৩২৯১]) থেকে অবশ্যই বিমুখ করা হবে।

ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٧﴾

১৭। [গ]তারপর তারা নিশ্চয় জাহান্নামে দগ্ধ হবে,

ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, 'এটা তা-ই যা তোমরা [ঘ]প্রত্যাখ্যান করতে।'

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٩﴾

১৯। না, নিশ্চয় পুণ্যবানদের কৃত-কর্মের ফিরিস্তি 'ইল্লীয়্যূনে' আছে।[৩২৯২]

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৩২; ১৬ঃ২৫; ৬৮ঃ১৬ খ. ৩ঃ৭৮ গ. ২৩ঃ১০৪; ৮২ঃ১৬ ঘ. ৫২ঃ১৫।

বিবৃত করে, আর 'ইল্লীয়্যূন' কুরআনের অপরাংশের নাম যা ধার্মিক বান্দাদের সৎকার্যাদির বিবরণ ও তাদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারাদির বর্ণনা প্রদান করে। এই হিসাবে এই আয়াতের অর্থ হবে, যে সব সিদ্ধান্ত কুরআনের এই দু'টি অংশে বিবৃত হয়েছে তা অটল ও অপরিবর্তনীয় থাকবে।

৩২৯১। মু'মিনদের ভাগ্যে আল্লাহ্‌তাআলার দর্শন লাভ দু' পর্যায়ে ঘটে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর উপর তাদের আস্থা যখন পূর্ণ মাত্রায় ও দৃঢ়তার সঙ্গে স্থাপিত হয়, সেই পর্যায়ে প্রথমবারের মত তারা আল্লাহ্‌কে দেখে। এই দর্শনের দ্বিতীয় স্তর তখন উপস্থিত হয়, যখন আল্লাহ্‌তাআলা স্বীয় অস্তিত্বের জ্ঞান দ্বারা তার বান্দাকে নিঃসংশয় করেন। পাপিষ্ঠরা তাদের পাপের কারণে, শেষ-বিচারের দিনেও আল্লাহ্‌তাআলার দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে; ইহকালে তো এই মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবেই।

৩২৯২। 'ইল্লীয়্যূন' শব্দটি অনেকের মতে 'আলা' থেকে উৎপন্ন। 'আলা' অর্থ 'এটি উচ্চ ছিল' বা উচ্চ হয়েছিল।' অতএব 'ইল্লীয়্যূন' অর্থঃ অতি উচ্চ মর্যাদার স্থান যা ধার্মিক মু'মিনরা লাভ করবেন। 'মুফরাদাত' অনুযায়ী 'ইল্লীয়্যূন' অর্থ ঐ সকল বিশিষ্ট, নির্বাচিত মু'মিন যারা আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে অন্যান্য মু'মিন থেকে উর্ধ্বে এবং সেই কারণে অগ্রগণ্য। শব্দটি পবিত্র কুরআনের ঐ অংশকেও বুঝায় যা মু'মিনদের জন্য অবধারিত উন্নতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে ধারণ করে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস বলেন, শব্দটির অর্থ বেহেশ্‌ত (কাসীর)। আর ইমাম রাগেব বলেন, এর অর্থ বেহেশ্‌তবাসীগণ।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করবে যে, 'ইল্লীয়্যূন' কী?[৩২৯৩]

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢١﴾

২১। তা এক লিখিত কিতাব;

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। নৈকট্য-প্রাপ্তগণ তা প্রত্যক্ষ করবে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ﴿٢٣﴾

২৩। [ক]নিশ্চয় পুণ্যবানগণ নেয়ামতের মধ্যে (অবস্থান করবে),

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। [খ]সুসজ্জিত পালংকের উপর বসে (চতুর্দিকে) দৃষ্টিপাত করবে,

تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٥﴾

২৫। তুমি তাদের চেহারায় নেয়ামতের সজীবতা লক্ষ্য করবে।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬। তাদেরকে মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ সুরা[৩২৯৪] থেকে পান করানো হবে,

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। যার সীলমোহর হবে কস্তুরী; সুতরাং উচ্চাকাঙ্ক্ষীগণ এই বিষয়েই উচ্চাকাঙ্ক্ষা করুক।

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তাতে থাকবে 'তাসনীম' (উচ্চ মর্যাদারূপ পানি)-এর সংমিশ্রণ,

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। এমন এক ঝরণার, যা থেকে নৈকট্য-প্রাপ্তগণ পান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। [গ]নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে, তারা তাদের সঙ্গে হাসি-বিদ্রূপ[৩২৯৫] করতো যারা ঈমান এনেছে।

وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। এবং যখন তারা তাদের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতো, তখন তারা পরস্পর চোখ টিপা-টিপি করতো,

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। [ঘ]এবং যখন তারা তাদের পরিবারবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন করতো তখন উল্লাসের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করতো,

দেখুন ঃ ক. ৪৫ঃ৩১; ৮২ঃ১৪ খ. ১৫ঃ৪৮; ১৮ঃ৩২; ৩৬ঃ৫৭; ৭৬ঃ১৪ গ. ২৩ঃ১১১ ঘ. ৮৪ঃ১৪।

৩২৯৩। 'সিজ্জীন' শব্দটি একবচন এবং 'ইল্লীয়্যূন' শব্দটি বহুবচন। এতে মনে হয় দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি একই স্থানে, একই অবস্থায় চলতে থাকবে। অপরদিকে ধর্মপরায়ণ সৎকর্মশীলদের আধ্যাত্মিক উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে; একরূপ থেকে অন্যরূপে, এক মর্যাদা থেকে উচ্চতর মর্যাদায় তারা উন্নতিশীল থাকবে।

৩২৯৪। 'বিশুদ্ধ সুরা' যদি কুরআনকে বুঝিয়ে থাকে, তাহলে 'তাস্নীম' বলতে মহানবী (সঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য-প্রাপ্তগণের উপর অবতীর্ণ ঐশী-বাণীকে (ওহী-ইলহাম)বুঝাতে পারে।

৩২৯৫। ইসলামের বিজয় ও বিস্তারের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কাফিরগণ হাসি-ঠাট্টা করতো। কেননা, এসব ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সময়ে করা হয়েছিল, যখন মুসলমানরা কোনরূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যখন তারা তাদেরকে দেখতো তারা বলতো, 'এরা নিশ্চয় বিপথগামী।'

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪। অথচ তাদেরকে তাদের উপর রক্ষাকারীরূপে প্রেরণ করা হয় নি।

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা আজ কাফিরদের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করবে,

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তারা সুসজ্জিত পালংকের উপর বসে দেখবে।[৩২৯৬]

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

১ [৩৭] ৮ ৩৭। (তারা একে অন্যকে বলবে,) 'কাফিররা যা কিছু করতো, তার পূর্ণ প্রতিফল কি তারা পায় নি'?

৩২৯৬। শব্দগুলির অর্থ হলো ঃ (১) সম্মানের আসনে বসে মু'মিনরা অহঙ্কারী কাফিরদের চরম দুর্দশা অবলোকন করবে, অথবা (২) কর্তৃত্বের আসনে উপবেশন করে তারা মানুষের প্রতি ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করবে, অথবা (৩) তারা অন্যান্য সকলের প্রয়োজনাদি মিটাবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করবে–'নাযারা' শব্দের এ-ও একটি অর্থ (লেইন)।

সূরাতুল ইন্‌শিকাক-৮৪

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল ও প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত এটিও প্রাথমিক কালের মক্কী সূরা। এই চারটি সূরাই বিষয়বস্তু, বাক্য-বিন্যাস ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক থেকে পরস্পরের অনুরূপ। নলডিকি ও মুইর উভয়েই মুসলিম পন্ডিতগণের সঙ্গে একমত যে, সূরাটি নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ের। উল্লেখিত চারটি সূরার ধারায় শেষ সূরা এটাই। পূর্ববর্তী সূরাতে শেষ দিকে অবিশ্বাসীদেরকে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তাদের শক্তি ও ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ভূলুণ্ঠিত হবে। এই সূরাতে বলা হয়েছে, ঈমান কুফরীর স্থানকে দখল করে নিবে এবং অতীতের অচল ও পলায়নপর বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার ধ্বংস-স্তুপের মধ্য থেকে গড়ে উঠবে একটি নতুন, জীবন-প্রবাহী, শক্তিশালী, গতিময় উর্ধ্বগামী জীবন-ব্যবস্থা। 'সূরাতুল ইনফিতার-এর বিষয়বস্তু, মধ্যবর্তী 'সূরাতুত্ তাত্‌ফীফ'-এর ভিতর দিয়ে এই সূরাতে এসে প্রবেশ করেছে। সূরা ইনফিতার আরম্ভ হয়েছে, 'আকাশ-বিদারণ'-এর কথা দিয়ে এবং এই সূরাটিও আরম্ভ হয়েছে ঠিক তেমনি ধরনেরই কথা দ্বারা। প্রভেদ মাত্র এতটুকুই যে, প্রথমোক্ত সূরার, আকাশ-বিদীর্ণ এবং টুকরা টুকরা হওয়ার সাথে মিথ্যা খৃষ্টান মতবাদ সম্পর্কযুক্ত, আর এই সূরাতে আকাশ-বিদীর্ণ হওয়া বা ফেটে যাওয়ার সাথে আল্লাহ্‌র বাণী অবতরণ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গরিমার নবদিগন্ত উন্মোচন ও প্রসারের সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কযুক্ত। এইরূপে, পূর্ববর্তী তিনটি সূরাসহ এই সূরাটি একটি মালায় গ্রথিত হয়েছে, যা (শেষ যুগে) ইসলামের পুনরুত্থানের বিষয় ও তৎপূর্ববর্তী সময়ের পাপাচার ও অন্যায়ের বিষয়টি মানব-সমক্ষে তুলে ধরেছে। এই সূরা বিশেষভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণের কথা বলছে এবং পূর্ববর্তী সূরাগুলি ভ্রান্ত খৃষ্টীয় মতবাদের অশ্লীলতা ও দুর্নীতিসমূহের কথা বলেছে।

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ (٨٤) اٰيَاتُهَا ٢٦ رُكُوْعُهَا ١

সূরাতুল ইন্‌শিকাক-৮৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি) যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ②

২। যখন [খ]আকাশ বিদীর্ণ হবে,[৩২৯৭]

وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ③

৩। এবং [গ]তা আপন প্রভুর প্রতি কান পেতে শুনবে,[৩২৯৮] এবং (এটাই) তার কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে,

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ④

৪। এবং যখন [ঘ]পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে,[৩২৯৯]

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ⑤

৫। এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে তা সে বের করে দিবে এবং সে খালি হয়ে যাবে,[৩৩০০]

وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ⑥

৬। এবং সে স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি কান পাতবে, এবং (এটাই) তার কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ⑦

৭। হে মানুষ! নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট পৌঁছুতে কঠোর সাধনা করতে হবে, তবেই [ঙ]তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ⑧

৮। অতএব, যাকে [চ]তার আমলনামা (কর্মলিপি) তার ডান হাতে দেওয়া হবে,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ⑨

৯। তার নিকট থেকে অচিরেই হিসাব গ্রহণ করা হবে– সহজ হিসাব,

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫৫ঃ৩৮; ৬৯ঃ১৭ গ. ৪১ঃ১২ ঘ. ৭৮ঃ৭ ঙ. ২ঃ২২৪; ১১ঃ৩০; ১৮ঃ১১১ চ. ১৭ঃ৭২; ৬৯ঃ২০।

৩২৯৭। আয়াতটি এমন একটি সময়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যখন আকাশের দরজাগুলি খুলে দেওয়া হবে এবং ইসলাম-বিস্তারের লক্ষ্যে রাশি রাশি ঐশী নিদর্শন প্রদর্শিত হবে। উচ্চ মর্যাদার লোকেরা তখন ঐশী হেদায়াতের প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে নিজেদের চিন্তাকে নিবিষ্ট করবে।

৩২৯৮। এক নব আদম-এর জন্ম হবে, ফিরিশ্‌তাগণ তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করতে তাঁকে সাহায্য করবে (৬৯ঃ১৮)। কারণ ফিরিশ্‌তাদেরকে এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩২৯৯। পৃথিবী এক নব-জীবন লাভ করবে এবং মানুষের পাপের মাত্রাধিক্য হেতু বিশ্ব যেভাবে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে গিয়েছিল, তা থেকে তা বেঁচে যাবে এবং বিশ্বের অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নবতর উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে। আয়াতটির অর্থ এ-ও হতে পারে যে, কোন কোন গ্রহ-উপগ্রহ যেগুলিকে কেবল আকাশস্থিত বলে মনে করা হতো সেগুলি পৃথিবীরই অংশ বলে পরিচিত হবে এবং মানুষ রকেটের সাহায্যে সেখানে পৌঁছুবারও চেষ্টা চালাবে। 'মুদ্দাত' শব্দটিতে এই সব অর্থই নিহিত আছে (লেইন)।

৩৩০০। পৃথিবী তার গুপ্ত ধন-সম্পদ এত বিপুল পরিমাণে বের করে উজাড় করে দিবে যে, মনে হবে এ যেন তার আপন উদর সম্পূর্ণ খালি করে দিচ্ছে।

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝٩

১০। এবং সে নিজ পরিবারের নিকট উৎফুল্ল চিত্তে প্রত্যাবর্তন করবে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝١٠

১১। কিন্তু যাকে ক.তার আমলনামা তার পিঠের পেছনে দেওয়া হবে,[৩৩০১]

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝١١

১২। সে অচিরেই ধ্বংসকে ডাকবে,[৩৩০২]

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝١٢

১৩। এবং প্রজ্বলিত আগুনে দগ্ধ হবে।

اِنَّهٗ كَانَ فِىْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝١٣

১৪। নিশ্চয় (ইতঃপূর্বে) সে নিজ পরিবারের মাঝে খ.উৎফুল্ল চিত্তে ছিল।

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝١٤

১৫। নিশ্চয় সে ভেবেছিল, সে কখনও (আল্লাহ্‌র সমীপে) ফিরে আসবে না।

بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝١٥

১৬। হাঁ, নিশ্চয় তার প্রভু-প্রতিপালক ছিলেন তার সম্বন্ধে সম্যকদ্রষ্টা।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝١٦

১৭। কিন্তু না, আমি সন্ধ্যা-গগনের লোহিত আভাকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করছি,

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝١٧

১৮। এবং রাত্রিকে এবং তাকেও– যাকে সে আচ্ছন্ন করে নেয়,

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۝١٨

১৯। এবং চন্দ্রকে–যখন তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়;[৩৩০৩]

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝١٩

২০। নিশ্চয় তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করে অগ্রসর হবে।[৩৩০৪]

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٢٠

২১। সুতরাং গ.তাদের হয়েছে কী, তারা ঈমান আনছে না![৩৩০৫]

দেখুন ঃ ক.৬৯ঃ২৬ খ ৮৩ঃ৩২ গ. ৪৩ঃ৮৯।

৩৩০১। যারা কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মত পেছনে ফেলে রেখেছিল (২৫ঃ৩১), তাদের আমলনামা তাদের পেছনে দেওয়া হবে।

৩৩০২। মানুষ যখন মহাযন্ত্রণায় পতিত হয়, তখন সে এইরূপ কামনাও করে যে, মৃত্যু এসে তার সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটালেই ভাল হতো।

৩৩০৩। ১৭ থেকে ১৯ আয়াতে মুসলমানদের পতনের ও পুনর্জাগরণের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাদের পুনর্জাগরণ সংঘটিত হবে মহানবী (সঃ)-এর এক মহান প্রতিনিধির মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্‌দীর (আঃ) মাধ্যমে যিনি নিজে পূর্ণ-চন্দ্রের মতই, ভাস্বর সূর্যের (মহানবী-সঃ-এর) উজ্জ্বল আলো ধারণপূর্বক তা সারা বিশ্বে বিস্তারিত করবেন।

৩৩০৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে যে সকল অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানদেরকে ঐ সকল অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।

৩৩০৫। কাফিরদের এত বুদ্ধি-বৈকল্য ঘটলো কী কারণে যে, তারা ভবিষ্যদ্বাণীর দু'টি অংশ পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখেও, ভবিষ্যদ্বাণীটির তৃতীয় অংশের পূর্ণতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে ? তারা ইসলামের সূর্যাস্ত-কালীন লোহিত আভা দেখলো তারপর

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সিজদাহ্-১৩

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদা করে না!

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। পক্ষান্তরে কাফিররা (কুরআনকে) মিথ্যা আখ্যায়িত করে *প্রত্যাখ্যান করে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তারা (নিজেদের মনে) যা গোপন করছে আল্লাহ্ তা সব চাইতে ভাল জানেন।[৩৩০৬]

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾

২৫। খসুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও,

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

১ [২৬] ৯

২৬। গকিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।

দেখুন ঃ ক. ৮৫ঃ২০ খ. ৯ঃ৩৪ গ. ১১ঃ১২; ৪১ঃ৯; ৯৫ঃ৭।

আধ্যাত্মিক রাত্রির অন্ধকারও দেখতে পেল, তথাপি এটা বিশ্বাস করে না যে, একদা চতুর্দশীর পূর্ণ চন্দ্র এসে রাত্রির ঐ কালো অন্ধকারকে দূরীভূত করে দিবে।

৩৩০৬। কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষের প্রতি মনে মনে যে শত্রুতা ও ঈর্ষা পোষণ করে, তা আল্লাহ্ ভালরূপেই জানেন। আর তারা যে ঐ প্রেরিত পুরুষের সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাসমূহকে বানচাল করে তাঁর উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, এই কথাও আল্লাহ্তাআলা সম্যক জ্ঞাত আছেন।

সূরাতুল বুরূজ-৮৫

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযিল হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরা নবুওয়তের প্রথম বৎসরের মধ্যেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এই সূরাটির সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী সূরাতে পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী রাখা হয়েছে, আর এই সূরাতে সাক্ষী রাখা হয়েছে 'তারকা রাজি' ও 'প্রতিশ্রুত দিবসকে'। 'বুরূজ' বা 'তারকারাজি' বলতে এখানে বারজন ঐশী ধর্ম-সংস্কারককেও (মুজাদ্দেদ) বুঝাতে পারে, যারা প্রত্যেকেই নবী করীম (সঃ)-এর পরে প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং 'প্রতিশ্রুত দিবস' বলতে চতুর্দ্দশ হিজরীকে বুঝাতে পারে। সূরাটিতে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহের (আঃ) অনুসারীরা অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হবে। সূরাটির শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, ঐ সময়ে চতুর্দিক থেকে, বিশেষভাবে খৃষ্টান লেখকদের পক্ষ থেকে 'কুরআনের' সত্যতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বিষোদ্গারণ করা হবে এবং 'কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী নহে'-এই কথা প্রমাণের জন্য তারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবে। অপরদিকে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) তার সকল শক্তি ও আল্লাহ্-প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর (জ্ঞান-বুদ্ধি, লেখনী-শক্তি, বাক্-শক্তি এবং নিদর্শন-প্রদর্শন) দ্বারা তাদের ঐ সব হীন আক্রমণকে প্রতিহত ও খণ্ডন করে কুরআনকে অভ্রান্তরূপে আল্লাহ্‌র বাণী বলে সাব্যস্ত করবেন।

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ (٥١)

সূরাতুল বুরূজ-৮৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৩ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। *ক*আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। কসম *খ*গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ-বিশিষ্ট আকাশের,৩৩০৭ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ②

৩। এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,৩৩০৮ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ③

৪। এবং সাক্ষ্য দানকারীর৩৩০৯ এবং তার, যার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করা হয়েছে। وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ④

৫। ধ্বংস হলো পরিখাসমূহের অধিপতির,৩৩১০ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ⑤

দেখুন ঃ ক ১ঃ১ খ. ১৫ঃ১৭; ২৫ঃ৬২।

৩৩০৭। ইসলামের আকাশমণ্ডলে সুউচ্চ অট্টালিকার ন্যায় দণ্ডায়মান বারজন ব্যক্তিত্ব, যাঁদেরকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাদ্দেদ' অর্থাৎ 'প্রাণ-সঞ্চারী ধর্ম-সংস্কারক' বলা হয়ে থাকে। ইসলামের আধ্যাত্মিক সূর্যের পরে, ইসলামের গগনে তাঁরা তারকার মত অবস্থান গ্রহণপূর্বক মানবকে পথ-প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ ইসলামের প্রথম উত্তম তিনটি শতাব্দীর অবসানে তথা স্বর্ণ-যুগের পরে, যখন সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিক অন্ধকার বিস্তার লাভ করবে, এই সকল 'বুরূজ' বা আধ্যাত্মিক তারকা একের পর এক প্রতি হিজরী শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে ইসলামের সত্যতা, কুরআনের বিশুদ্ধতা ও মহানবী (সঃ)-এর কল্যাণ-প্রসূতা বার বার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করবেন।

৩৩০৮। 'প্রতিশ্রুত দিবস' বলতে সেই দিনকে (সময়) বুঝাতে পারে, যেদিন ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহের (আঃ) অভ্যুদয় ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক দিন রয়েছে, যাকে 'প্রতিশ্রুত দিন' বলা যেতে পারে, যেমন বদরের যুদ্ধের দিন, খন্দকের যুদ্ধের অবসান-দিবস, মক্কা-বিজয়ের গৌরবময় দিন। কিন্তু ঐ সকল দিবস ছাড়া আরেকটি প্রতিশ্রুত দিবস আছে, যখন মহানবী (সঃ) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁর এক প্রতিনিধির মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবেন, এবং ইসলাম নবজীবন লাভ করে অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত হবে। 'প্রতিশ্রুত দিবস' দ্বারা ঐদিনকেও বুঝায় যেদিন ধর্মপরায়ণ মু'মিনরা আল্লাহ্‌র দীদার (দর্শন) লাভের নেয়ামতপ্রাপ্ত হবেন।

৩৩০৯। প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক ধর্ম-সংস্কারকই এক একজন 'শাহেদ' অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা। কেননা, তাঁরা প্রত্যেকই আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী। তাঁরা 'মাশ্‌হূদ' (সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রাপ্ত) হিসাবেও পরিগণিত, কেননা আল্লাহ্‌ তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে স্বয়ং নিদর্শনাদি প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র সাহায্যে 'মু'জিযা ও কারামত' প্রদর্শন করে থাকেন। এখানে যেভাবে শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে মনে হয়, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ হলেন শাহেদ– সাক্ষ্যদাতা এবং মহানবী (সঃ) হলেন 'মাশ্‌হূদ'। এবং এই আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ (আঃ) তাঁর কথা, যুক্তিতর্ক, তাঁর লেখা এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা যে নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করবেন, তার দ্বারা তিনি আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তখন মহানবী (সঃ)-এর সেই যে ভবিষ্যদ্বাণী-প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও মাহ্‌দী (আঃ) তাঁর উম্মতে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে নিশ্চয়ই আগমন করবেন-তা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ এক হিসাবে মাশ্‌হূদও বটেন। কেননা, তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ই (সঃ) দিয়ে গেছেন। এমতাবস্থায় মহানবী (সঃ) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ উভয়েই পরস্পরের 'শাহেদ' বা সাক্ষ্যদাতা এবং পরস্পরের 'মাশ্‌হূদ' বা সাক্ষ্য-প্রাপ্ত।

৩৩১০। কুরআনের ভাষ্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, এই আয়াতে ইয়েমেনের ইহুদী বাদশাহ্‌ যূ-নোয়াস কর্তৃক কিছু সংখ্যক খৃষ্টানকে হত্যা করার ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ব্যাবীলনের বাদশাহ্‌ নবুখদনিৎসর কর্তৃক কিছু সংখ্যক ইহুদী নেতাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার ঘটনার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে (দানিয়েল-৩ঃ১৯-২২)। তবে, এই আয়াতটি সত্যের শত্রুদের প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, যারা সমাগত ঐশী সংস্কারকদের আগমনের সময় মু'মিনদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতায় মত্ত হয় এবং অকথ্য নির্যাতন চালায়। এখানে, সন্দেহযুক্ত অতীত ঘটনাকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হতে পারে না। কুরআনের কোথাও আল্লাহ্‌ অতীত ঘটনার শপথ করেন নি। পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ 'প্রতিশ্রুত দিবসের' নামে শপথ করেছেন। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহের অনুসারীদেরকে, ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্ব বিজয়-দিবস ত্বরান্বিত করতে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ও অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করতে হবে।

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝٥

৬। ইন্ধনপূর্ণ আগুনের (পরিখাসমূহ)–

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝٦

৭। যখন তারা এর পাশে বসেছিল,[৩৩১১]

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝٧

৮। এবং তারা মু'মিনগণের সাথে যে ব্যবহার করছিল সে বিষয়ে তারা নিজেরাই সাক্ষী।[৩৩১২]

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٨

৯। [ক]এবং এরা তাদের (মু'মিনদের) সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে শুধু এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র[৩৩১৩] উপর ঈমান এনেছে,

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٩

১০। [খ]আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর আধিপত্য যাঁর; এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝١٠

১১। নিশ্চয় যারা মু'মিন পুরুষদেরকে এবং মু'মিন নারীদেরকে নির্যাতন করে এবং পরে তারা তওবা (অনুশোচনা) করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং রয়েছে তাদের জন্য (হৃদয়-) দহনের আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝١١

১২। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাতসমূহ যার নিম্নদেশ দিয়ে নদী-নালাসমূহ প্রবাহিত। এ-ই হলো মহাসাফল্য।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝١٢

১৩। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের [গ]পাকড়াও অতিশয় কঠোর।

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۝١٣

১৪। [ঘ]নিশ্চয় তিনিই উদ্ভব করেন এবং পুনরাবৃত্তি করেন,[৩৩১৪]

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝١٤

১৫। এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম প্রেমময়।

দেখুন ঃ ৭ঃ১২৭ খ. ১৪ঃ৩ গ. ১১ঃ১০৩; ২২ঃ৩ ঘ. ২৯ঃ২০; ৩০ঃ১২।

৩৩১১। পঞ্চম আয়াত থেকে নবম আয়াত পর্যন্ত মু'মিনদের উপর সত্যের শত্রুতাকারীদের অগ্নিসম অত্যাচার-অনাচার, যা যুগে যুগে চলে এসেছে তারই কথা ব্যক্ত হয়েছে। আর তাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা বলা হয়েছে ১১ নং আয়াতে।

৩৩১২। সত্যের শত্রুরা মনে মনে ভালরূপেই জানে যে, তাদের শত্রুতা অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর এবং যারা তাদের অত্যাচারের শিকার তারা নিরপরাধ।

৩৩১৩। আয়াতটি কতই না মর্মবিদারী ও দুঃখময়! আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা কি এতই বড় অপরাধ যে, এই বিশ্বাসের অপরাধে মু'মিনকে এমন নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হবে? আয়াতটি মানবতার হৃদয়ের দ্বারে করাঘাত করে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে।

৩৩১৪। মু'মিনদের উপর যারা নিষ্ঠুর নির্যাতন ও কঠোর অত্যাচার পরিচালনা করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ইহলোকে ও পরলোকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিবেন।

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

১৬। আর্‌শ-এর অধিপতি, পরম মর্যাদাবান,

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

১৭। তিনি যা চান তা (তিনি) পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে সম্পাদনকারী।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾

১৮। তোমার নিকট কি সেনাদলসমূহের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

১৯। ফেরাউন ও সামূদের?

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

২০। বরং (প্রকৃত কথা হলো,) যারা অস্বীকার করেছে তারা (সত্যকে) মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করতে বদ্ধপরিকর।

وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾

২১। এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ধারণাতীতভাবে পরিবেষ্টন করে আছেন।

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾

২২। খ. বরং (প্রকৃতপক্ষে) ইহা তো অতি মর্যাদাপূর্ণ কুরআন,

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾ ع ১ [২৩] ১০

২৩। গ.সুরক্ষিত ফলকে (লিখিত)।৩৩১৫

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৬০ খ. ৫০ঃ২; ৫৬ঃ৭৮ গ. ৪১ঃ৪৩; ৫৬ঃ৭৯।

৩৩১৫। এই আয়াতটি কুরআনের চিরস্থায়ীভাবে বিশুদ্ধ, সুরক্ষিত, হস্তক্ষেপমুক্ত ও অবিকৃত থাকার পক্ষে চির-অম্লান প্রতিশ্রুতি ও চ্যালেঞ্জ প্রদান করছে।

সূরাতুত্ তারিক-৮৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযিলের তারিখ ও প্রসঙ্গ

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ সকলেই এই সূরার অবতীর্ণের কাল নবুওয়তের প্রাথমিক বৎসরগুলিতে নির্ধারণ করেছেন। ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্গণের মধ্যে নলডিকি ও মূইর এই একই অভিমত পোষণ করেন। সূরাতুল ইন্ফিতার দ্বারা আরম্ভ সূরা-মালা শেষ হয়েছে এই সূরাতে এসে । এই সূরাগুলির প্রত্যেকটির উদ্বোধনী আয়াত, একভাবে না হয় অন্যভাবে, শেষযুগে আগমনকারী ঐশী সংস্কারকের দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছে (মধ্যবর্তী সূরাতুত্ তাত্ফীফ, যার প্রারম্ভিক আয়াত ভিন্ন ধরনের, তা সূরা ইনফিতার-এরই অংশ)। সূরা ইনফিতারে এবং তৎপরবর্তী সূরাগুলিতে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল তা এই সূরা পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। এই সূরা পূর্ববর্তী সূরাগুলি ও পরবর্তী সূরাগুলির মধ্যে 'বরযখ'-এর (মধ্যবর্তী স্থানের) কাজ করেছে। তবে, এই সূরাতে নূতন বিষয়ও শুরু হয়েছে।

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ (٨٦)
ايَاتُهَا ١٧ — رُكُوعُهَا ١

সূরাতুত্ তারিক-৮৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১৮ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২। কসম আকাশের এবং শুকতারার-[৩৩১৬]	وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝٢
৩। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করবে, শুকতারা কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٣
৪। অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র,	النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٤
৫। প্রত্যেক আত্মার উপরই একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।[৩৩১৭]	اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٥
৬। সুতরাং মানবের চিন্তা করা উচিত, কিসের থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٦
৭। তাকে এক উচ্ছলিত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে,[৩৩১৮]	خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٧
৮। যা কটিদেশ এবং বক্ষাস্থির মধ্যস্থল থেকে নির্গত হয়।[৩৩১৮-ক]	يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝٨

৩৩১৬। এই আয়াতে শুকতারা বলতে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতিনিধি হিসাবে যিনি শেষ যুগে ইসলামের অন্ধকার রাত্রি-শেষের উষালগ্নে আবির্ভূত হয়ে ইসলামের বিজয় ও বিস্তারের কাজ শুরু করবেন তাঁকে বুঝিয়ে থাকবে। তফসীরকারদের কেউ কেউ মনে করেন, মহানবী (সঃ) স্বয়ংই সেই শুকতারা যিনি বিশ্বের এক মহা অন্ধকারাচ্ছান্ন যুগে উদিত হয়ে উষার আলো বিতরণের মাধ্যমে জগৎকে উদ্ভাসিত করেছিলেন।

৩৩১৭। শুকতারা (মহানবী-সঃ-এর প্রতিশ্রুত প্রতিনিধি) এবং অন্তর্ভেদী আলোর উজ্জ্বল তারকা (স্বয়ং মহানবী-সঃ)-উভয়কেই আল্লাহ্ রক্ষা করবেন।

৩৩১৮। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির গতি উঠানামা করে।

৩৩১৮-ক। কুরআনের একটা সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কঠোর ও শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে পরিমার্জিত ও রুচিসম্মত ভাষায় ভাব প্রকাশ করে। এখানে, 'কটিদেশ এবং বক্ষাস্থির মধ্যস্থল থেকে', এমনি ধরনের একটি মার্জিত প্রকাশ। উপযুক্ত স্থান-বিশেষে, কুরআন এইরূপ প্রকাশ-ভঙ্গি দ্বারা কঠিন বিষয়কেও কোমল করে তোলে। আয়াতটির তাৎপর্য এই হতে পারে যে, মানুষের জন্ম হয় পিতার কটিদেশ থেকে নির্গত জল দ্বারা, এবং শিশু মায়ের স্তন পান করে। মানুষকে এমন একটি তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা দ্রুততার সাথে নির্গত হয়ে পতিত হয়- এই কথা বলার তাৎপর্য এই যে, মানুষকে এমন প্রাকৃতিক গুণাবলী ও উপাদানসহ সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে দ্রুত উন্নতি করতে পারে। কিন্তু একইভাবে সে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরেও পতিত হতে পারে, যদি না সে আল্লাহ্-প্রদত্ত শক্তিনিচয়ের সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহার করে। মোটামুটিভাবে আয়াতটির অর্থ এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবনতি, উত্থান ও পতন, একটির পর অপরটি ঘটতেই থাকে, যেমন বীর্য তীব্র গতিতে ধাবমান হয়ে নিপতিত হয়।

৯। [ক]নিশ্চয় তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে ক্ষমতাবান;

اِنَّهٗ عَلٰى رَجۡعِهٖ لَقَادِرٌ ؕ﴿۹﴾

১০। [খ]যেদিন গুপ্ত রহস্যাবলী প্রকাশ করা হবে,

يَوۡمَ تُبۡلَى السَّرَآئِرُ ۙ﴿۱۰﴾

১১। ফলে, তার (বিপদ অপসারণ করবার) কোনই ক্ষমতা থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও হবে না।

فَمَا لَهٗ مِنۡ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ؕ﴿۱۱﴾

১২। বারবার বর্ষণশীল মেঘের কসম,

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِ ۙ﴿۱۲﴾

১৩। এবং (অংকুরোদ্গমের কারণে) বিদারণশীল জমীনের কসম।[৩৩১৯]

وَالۡاَرۡضِ ذَاتِ الصَّدۡعِ ۙ﴿۱۳﴾

১৪। নিশ্চয় ইহা চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণী,

اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌ ۙ﴿۱۴﴾

১৫। এবং এ কোন অবান্তর কথা নয়,

وَّمَا هُوَ بِالۡهَزۡلِ ؕ﴿۱۵﴾

১৬। নিশ্চয় [গ]তারা (এর বিরুদ্ধে) গভীর চক্রান্ত করবে,

اِنَّهُمۡ يَكِيۡدُوۡنَ كَيۡدًا ۙ﴿۱۶﴾

১৭। আর আমিও (তাদের বিরুদ্ধে) সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বন করবো।

وَّاَكِيۡدُ كَيۡدًا ۚ﴿۱۷﴾

১৮। [ঘ]সুতরাং তুমি অস্বীকারকারীদেরকে অবকাশ দাও; অবকাশ দাও তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য।[৩৩১৯-ক]

فَمَهِّلِ الۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًا ﴿۱۸﴾

দেখুন ঃ ক. ৪৬ঃ৩৪ খ. ১০ঃ৩১ গ. ৫২ঃ৪৩ ঘ. ৬৮ঃ৪৬; ৭৩ঃ১২।

৩৩১৯। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতের অর্থ হ'ল, যে বৃষ্টির পানির উপর পৃথিবীর শ্যামলিমা ও ফসলাদি বহুলাংশে নির্ভর করে, তা আকাশ থেকে আসে এবং বৃষ্টির পানি না আসলে পৃথিবীস্থ পানিও ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়। তেমনি মানুষের যুক্তি-জ্ঞানের পবিত্রতা ও শক্তি আপনাপনি হারিয়ে যায় যখন এর সাথে ঐশী বাণীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৩৩১৯-ক। আয়াতটির মর্ম হ'ল ঃ কাফিরদেরকে সময় দেওয়া হয়, যাতে তারা তাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য সর্বশক্তি ও সর্ব সম্পদ ইসলাম ও মহানবী (সঃ)-এর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার সুযোগ পায়। এতদ্সত্ত্বেও পরিণামে ইসলামই জয়যুক্ত হবে। তাদের সকল প্রচেষ্টা, সকল ষড়যন্ত্র ও সকল শক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এবং দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হবে যে, ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত ধর্ম, এবং এর প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য বর্তমান।

সূরাতুল আ'লা-৮৭

হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রায় সকল তফসীরকার এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। নলডিকি এবং মুইরও এই ব্যাপারে একমত। নলডিকির মতে, ৭৮নং সূরার পরে পরেই এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলিম তফসীরকারগণ সময়-ক্রমের দিক থেকে একে কুরআনের অষ্টম সূরা বলে মনে করেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, কুরআন ঐশী বিধান বা শরীয়তের সর্বোত্তম ও সম্পূর্ণতম রূপ, যা পুরোপুরিভাবে মানুষের সর্ব প্রকারের প্রয়োজন মিটাতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তাই, এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিলকরণ অসম্ভব। ইহা অবিকল রয়েছে এবং চিরকাল অবিকলই থাকবে। কুরআনও এই দাবী করেছে। এই দাবীর প্রেক্ষিতে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং তা হ'ল কুরআন যখন পরিপূর্ণ জীবন-বিধান, তখন পূর্ববর্তী অনেকগুলি সূরাতে যে একজন নূতন সংস্কারকের আগমন-বার্তা রয়েছে, তার উদ্দেশ্য কী ? আলোচ্য সূরাটিতে এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয়েছে। সূরাতুত্ তারিক-এ বলা হয়েছিল যে, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন উত্থান ও পতনের চক্রে বাঁধা, একবার তা সমুন্নত হয়, তারপরে আবার তা অধঃপতিত হয়। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, সম-গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি প্রশ্নও মনে উদিত হয়, এবং তা হলো, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে, মানুষের উন্নতি এই জীবন-বিধানের বদৌলতে অব্যাহতভাবে সমুন্নত থাকবে এবং অধঃপতনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকবে। এমতাবস্থায়, বিশ্বের প্রারম্ভিককালেই কেন পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দেওয়া হলো না। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর আগমন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলো কেন? আলোচ্য সূরাতে এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এই সূরার আরও একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ঐ সূরাটিতে বলা হয়েছিল যে, মানুষের জন্ম হয় এমন একটি তরল বস্তু থেকে যা তার পিতার কটিদেশ থেকে নির্গত হয়ে, মাতৃজঠরে লালিত হতে হতে ভ্রূণে পরিণত হয়। ইহা এই কথার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, মানুষের শারীরিক গঠন ও উন্নতি ক্রম-বিকাশের ধারায় হয়ে থাকে। তাই, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, শারীরিক উন্নতির মত আধ্যাত্মিক উন্নতিও ক্রম-বিকাশের ধারায় সম্পন্ন হয়ে থাকে।

জুমু'আর নামাযে ও দুই ঈদের নামাযে নবী করীম (সঃ) এই সূরা ও পরবর্তী সূরাটি পাঠ করতেন।

سُوْرَةُ الْأَعْلٰى مَكِّيَّةٌ (٨٧)

সূরাতুল আ'লা-৮৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]তুমি তোমার মহামহিম প্রভু-প্রতিপালকের[৩৩২০] নামের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা কর,

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ②

৩। [গ]যিনি সৃষ্টি করেন, অতঃপর পরিপূর্ণতা দান করেন।[৩৩২১]

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ③

৪। [ঘ]এবং যিনি পরিমাপ করেন, অতঃপর (যথাযথ) হেদায়াত দান করেন।

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ④

৫। এবং যিনি (পশু-চারণের জন্য) তৃণ-লতা উদ্‌গত করেন,

وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ⑤

৬। অতঃপর তা কৃষ্ণবর্ণ [ঙ]আবর্জনাতে পরিণত করেন।[৩৩২২]

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ⑥

৭। অবশ্যই আমরা তোমাকে (এই কুরআন) পাঠ করাবো এবং তুমি তা ভুলবে না,[৩৩২৩]

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ⑦

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫৬ঃ৭৫; ৬৯ঃ৫৩ গ.৮২ঃ৮; ৯১ঃ৮ ঘ. ৮০ঃ২০ ঙ. ১৮ঃ৪৬; ৫৭ঃ২১।

৩৩২০। আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম 'রব্ব্‌' (প্রভু-প্রতিপালক, যিনি স্বীয় সৃষ্ট বস্তুকে লালন-পালন করেন, বর্ধন করেন এবং ক্রমোন্নতি ও পূর্ণতা দান করেন) এই নামের মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। প্রশ্নটি হ'ল, মানব সৃষ্টির প্রথমেই কেন পূর্ণ শরীয়ত (জীবন-বিধান) দেওয়া হলো না? 'রব্ব্‌' নামটির মধ্যে এই কথা নিহিত রয়েছে যে, পূর্ণ শরীয়ত তো তখনই অবতীর্ণ হওয়া উচিত যখন মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি ও যুক্তি-জ্ঞান ক্রমোন্নয়নের ধারায় উন্নতি করতে করতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (এই আয়াত পাঠ করার পর পাঠককে 'সুবহানা রব্বিআল্ আ'লা' (পবিত্র আমার প্রভু-প্রতিপালক, অতিউচ্চ) পাঠ করতে হয়)।

৩৩২১। মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য-স্থল বহু উর্ধে। উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে পৌছে নিজের মধ্যে ঐশী জ্যোতিকে এমনভাবে প্রতিফলিত করতে পারে যে, সে তার স্রষ্টার আয়নায় পরিণত হয়ে যায়।

৩৩২২। এই আয়াতে অন্য একটি জরুরী প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। প্রশ্নটি হলোঃ আল্লাহ্ কেন বারে বারে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কেবল ঐ যুগের ও ঐ জাতির উপযোগী করে অস্থায়ী শরীয়ত প্রেরণ করলেন,– এরূপ করার হেতু কী? এর উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ্ দু'প্রকারের বস্তু সৃষ্টি করেছেন ঃ (ক) শাক্-সব্‌জি ও তৃণজাতীয় বস্তু, যা মানুষের অস্থায়ী প্রয়োজনসমূহ মিটায়। এগুলি স্বল্পস্থায়ী জীবনের অধিকারী। পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম-বিধানগুলি সমসাময়িক মানুষের প্রয়োজন মিটাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলি ছিল অস্থায়ী, তাই আয়ুষ্কাল শেষে তৃণের মত শুকিয়ে গেছে, (খ) ঐ সকল বস্তু যা চিরস্থায়ীভাবে মানুষের কাজে লাগে, যেমন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্যাদি। যতদিন বিশ্ব-জগত থাকবে, ততদিন এগুলিও থাকবে। কুরআনও এই বিশ্ব-জগতেরই মত। বিশ্বের শেষদিন পর্যন্ত মানুষের অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শকরূপে স্থায়ীভাবে বিরাজ করবে। তাই, ইহা হস্তক্ষেপমুক্ত ও অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এরূপই থাকবে। সময়ের ক্ষয়কারী প্রভাব এর স্থায়িত্বের ও অকৃত্রিমতার উপর কোনই ক্রিয়া করতে পারবে না।

৩৩২৩। মহানবী (সঃ)-ও মানুষ ছিলেন। তাই ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। বস্তুতঃ পার্থিব কোন কোন বিষয় হয়তো তাঁর মনে থাকতো না। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার অমোঘ প্রজ্ঞা এমনই ব্যবস্থা করেছিল যে, মহানবী (সঃ) নিরক্ষর

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾

৮। কেবল আল্লাহ্ যা চাইবেন তা ব্যতীত ,[৩৩২৪] নিশ্চয় [ক]তিনি জানেন যা প্রকাশ্য এবং যা গুপ্ত।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾

৯। [খ]এবং আমরা তোমার জন্য সহজ পথকে করে দিব সহজলভ্য।[৩৩২৫]

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾

১০। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয় উপদেশ হয়ে থাকে লাভজনক,

سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾

১১। [গ]যে (আল্লাহ্কে) ভয় করে সে অচিরেই উপদেশ গ্রহণ করবে;

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾

১২। আর নিতান্ত হতভাগ্যই একে এড়িয়ে চলবে,

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾

১৩। যে প্রবেশ করবে বিশাল [ঘ]আগুনে।

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾

১৪। [ঙ]অতঃপর সে তার মধ্যে না মরবে এবং না বাঁচবে।

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾

১৫। সে [চ]অবশ্যই সফলকাম হবে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করে,

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

১৬। এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং নামায পড়ে।

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾

১৭। [ছ]কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ,

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾

১৮। [জ]অথচ পরকালই অধিক উত্তম ও স্থায়ী।

إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾

১৯। [ঝ]নিশ্চয় ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও (উল্লেখিত) রয়েছে–

দেখুন ঃ ২ঃ ৩৪; ২০ঃ৮; ২১ঃ১১১; ২৪ঃ৩০ খ. ৯২ঃ৮ গ. ৫১ঃ৫৬ ঘ. ৮৮ঃ৫ ঙ. ১৪ঃ১৮; ২০ঃ৭৫ চ. ৯১ঃ১০ ছ. ৭৫ঃ২১ জ. ৯৩ঃ৫ ঝ. ২০ঃ১৩৪।

হওয়া সত্ত্বেও এবং সময় সময় সুদীর্ঘ সূরা একাধারে সামগ্রিকভাবে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, তা তাঁর পবিত্র হৃদয়ে গভীরভাবে খোদাই হয়ে যেত, তা আবৃত্তি করতে কোনকালেই তাঁকে ভুল করতে বা ইতস্ততঃ করতে দেখা যায় নি। অতীব আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা ইত্যাদির মত দীর্ঘ সূরাগুলি খণ্ড খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এবং একাংশ অবতীর্ণ হওয়ার দীর্ঘ সময় পরে অপরাংশ অবতীর্ণ হলেও, এগুলিকে সঠিক স্থানে সংযোজন করতে তাঁর মূহূর্ত মাত্র সময় লাগতো না, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া তো দূরের কথা। এটা এমনই এক জাজ্বল্যমান সত্য যে, কুরআনের শত্রু-শিবিরের সমালোচকেরাও এই কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন।

৩৩২৪। 'যা আল্লাহ্ চাইবেন' এই বাক্যাংশটি দৈনন্দিন জাগতিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩৩২৫। এই আয়াতের তাৎপর্য ঃ (ক) কুরআন মুখস্থ (হিফ্য) করা সহজ, (খ) কুরআনের শিক্ষার মধ্যে এমনি স্বকীয়তা এবং সাবলীলতা বা খাপ-খাওয়ানোর যোগ্যতা রয়েছে যে, বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থাবলীর মধ্যেও তা কার্যকারিতা হারায় না,– এমন কি বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন মেযাজের লোকের সঠিক প্রয়োজন ও আয়োজনের সাথে ইহা নিজেকে যথোপযুক্ত প্রতিপন্ন করতে পারে, (গ) কুরআনের আদেশ-নিষেধগুলি নিরর্থক ও অযৌক্তিক নয়, বরং প্রজ্ঞাপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত। এই সব গুণাবলী সম্মিলিতভাবে, কুরআনকে সহজে শিখতে, সহজে কাজে লাগাতে ও ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়িত করতে মানুষকে সাহায্য করে। অন্যান্য উপাদানসহ উপর্যুক্ত উপাদানগুলি কুরআনের পাঠ (Text) পঠন ও অর্থকে চিরদিনের জন্য অবিকৃত ও সুসংরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে। আল্লাহ্তাআলাই সেই ব্যবস্থা করেছেন।

১
[২০] ২০। ইব্‌রাহীমের এবং মূসার গ্রন্থসমূহে।[৩৩২৬] صُحُفِ اِبۡرٰهِیۡمَ وَ مُوۡسٰی ﴿۲۰﴾
১২

৩৩২৬। যেহেতু সকল ধর্মে মৌলিক নীতিমালার মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে, তাই পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষাগুলি, মূসা (আঃ) ও ইব্‌রাহীম (আ:)-এর কিতাবেও পাওয়া যায়। এই আয়াতটির আরও একটি অর্থ হতে পারেঃ একজন বিশ্বনবী আবির্ভূত হয়ে বিশ্ববাসীর জন্য একটি পরিপূর্ণ, স্থায়ী এবং শেষ ঐশী-বিধান প্রদান করবেন বলে পূর্ববর্তী নবীদের, যথাঃ মূসা (আঃ) ও ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ধর্মীয় কিতাবগুলিতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮-১৯ এবং ৩৩ঃ২)।

সূরাতুল গাশিয়াহ্-৮৮

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরাটির মতই নবুওয়তের প্রথমদিকে মক্কায় নাযেল হয়েছে। প্রাথমিক যুগের মুসলিম মনীষী হযরত ইব্নে আব্বাস ও হযরত ইব্নে যুবায়ের (রাঃ)-এর এটাই অভিমত। প্রসিদ্ধ জার্মান প্রাচ্যবিদ্ নলডিকি বলেন, এটি নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরা ও পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা, হযরত নবী করীম (সঃ)-এর সময়কার এবং আখেরী যামানার মুসলিম সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবন চিত্রিত করেছে। এই কারণেই নবী করীম (সঃ) এটিকে জুমু'আর নামায ও ঈদের নামাযে তিলাওয়াত করতেন। পূর্ববর্তী সূরার কয়েকটিতে এই কথাই বলা হয়েছে যে, কেবল জাগতিক ও বস্তুগত উপায়-উপকরণের ব্যবহার দ্বারাই ইসলাম জয়যুক্ত ও উন্নত হতে পারবে না। যখন মুসলমানদের অধঃপতন হবে এবং তাদের ধর্মীয় দৈন্যদশা এমন হবে যে, কুরআন যেন আকাশে উঠে গেছে, তখন একজন ঐশী সংস্কারক আগমন করবেন যিনি কুরআনকে ধরার বুকে ফিরিয়ে আনবেন এবং তার শিক্ষা, আদর্শ ও নীতিমালাকে উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই কথাও সুরাগুলিতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক শতাব্দীতে নবী করীম (সঃ)-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে বিশেষ মর্যাদা-সম্পন্ন ভক্তব্যক্তিবর্গের আগমন হবে, যাঁরা ইসলামের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে ও প্রচার করতে মনে প্রাণে চেষ্টা করে যাবেন। আরো বলা হয়েছে যে, অন্যান্য অজানা অবস্থাদিরও উদ্ভব হবে, যা ইসলামের উন্নতিতে সহায়ক হবে।

এই সূরাতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে ভীষণ বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে হবে। এই অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতনের মহা দুর্দিনে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্য-স্থৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেই মুসলমানদের সুদিন ও কৃতকার্যতা আসবে। যদিও সূরাটি প্রধানতঃ মুসলমানদের ইহজাগতিক ভাগ্য পরিবর্তনের কথা আলোচনা করেছে, তথাপি এতে মহাপ্রলয়ের দিনের কথাও যে রয়েছে, তা এই সূরার নামকরণ থেকেই বুঝা যায়। 'হিসাব-নিকাশের দিন'– তা এই জগতেই হোক আর পরজগতেই হোক,– এমন একটি দিন যখন মাপের পাল্লা টানানো হয়, তখন কতক লোক অপমান ও ঘৃণার পাত্র হওয়ার কারণে মাথা হেঁট করে থাকে, আর অন্যেরা তাদের সৎকর্মের ও পরিশ্রমের পারিতোষিক লাভ করে আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরাতুল গাশিয়াহ্‌-৮৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ২৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿٢﴾

২। তোমার নিকট কি আচ্ছন্নকারী (বিপদ)-এর [খ]সংবাদ পৌঁছেছে?[৩৩২৭]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٣﴾

৩। সেদিন কতক [গ]চেহারা হবে অবনত,

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٤﴾

৪। কঠোর শ্রমরত, পরিশ্রান্ত।

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٥﴾

৫। তারা প্রবেশ করবে প্রজ্বলিত [ঘ]আগুনে,

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٦﴾

৬। তাদেরকে পানি পান করানো হবে ফুটন্ত [ঙ]ঝরণা থেকে।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٧﴾

৭। তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই কন্টকময়-শুষ্ক-তিক্ত তৃণ ব্যতীত,

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٨﴾

৮। যা পুষ্টি সাধন করবে না এবং ক্ষুধা নিবারণও করবে না।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٩﴾

৯। কতক [চ]চেহারা হবে সেদিন হর্ষোৎফুল্ল,

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿١٠﴾

১০। স্বীয় চেষ্টা-সাধনার দরুন সন্তুষ্ট,[৩৩২৮]

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١١﴾

১১। [ছ]সুউচ্চ জান্নাতে,

لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١٢﴾

১২। সেখানে তারা কোন বৃথা বাক্যালাপ শুনবে না।

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٣﴾

১৩। সেখানে (থাকবে) প্রবহমান ঝরণা,[৩৩২৯]

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٤﴾

১৪। সেখানে (থাকবে) সুউচ্চ আসনসমূহ,

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১২ঃ১০৮ গ. ৬৮ঃ৪৪; ৭৫ঃ২৫; ৮০ঃ৪১-৪২ ঘ. ৮৭ঃ১৩; ১০১ঃ১২ ঙ. ৫৫ঃ৪৫ চ. ৭৫ঃ২৩ ছ. ৬৯ঃ২৩।

৩৩২৭। (ক) বিচার-দিবস অথবা মহাসংকট কাল, (খ) নবী করীম (সঃ)-এর সময় সাত বৎসর ব্যাপী যে মহাদুর্ভিক্ষ মক্কাকে পীড়িত করে রেখেছিল তাকেও কুরআনে গাশিয়াহ্‌ বলা হয়েছে (৪৪ঃ১১-১২)।

৩৩২৮। মুসলমানরা ইসলামের খাতিরে যতবেশী ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ও কুরবানী পেশ করবে, তার পুরস্কার পেয়ে তারা ততবেশী সন্তুষ্টি, তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করবে।

৩৩২৯। প্রবহমান ঝর্ণার মত তাদের মানব-হিতৈষণা ও কল্যাণ-ধারা অবিরাম বইতে থাকবে।

وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٥﴾

১৫। [ক]এবং সুসজ্জিত পান-পাত্রসমূহ,

وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٦﴾

১৬। আর সারি সারি তাকিয়াসমূহ,

وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٧﴾

১৭। এবং বিছানো গালিচাসমূহ।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٨﴾

১৮। অতএব, তারা কি লক্ষ্য করে না উটের[৩৩৩০] দিকে, কীরূপে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?

وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٩﴾

১৯। [খ]এবং আকাশের দিকে, কীভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে?

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٢٠﴾

২০। [গ]এবং পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা সুসংস্থাপিত হয়েছে?

وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢١﴾

২১। [ঘ]এবং পৃথিবীর দিকে, কীভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে?[৩৩৩১]

فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢٢﴾

২২। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি কেবল একজন উপদেশদাতা;

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٣﴾

২৩। [ঙ]তুমি তাদের উপরে (বলপ্রয়োগকারী) দারোগা নও।

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٤﴾

২৪। কিন্তু যে পিঠ ফিরিয়ে নেয় এবং অস্বীকার করে,

فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٥﴾

২৫। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাকে সর্বাপেক্ষা ভীষণ শাস্তি দিবেন।

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬। নিশ্চয় আমাদের দিকেই তাদের প্রত্যাবর্তন।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٧﴾ ع

২৭। অতঃপর নিশ্চয় আমাদের উপরই তাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব।

দেখুন ঃ ক. ৪৩ঃ৭২ খ. ১৩ঃ৩; ৫৫ঃ৮ গ. ৫০ঃ৮ ঘ. ৫০ঃ৮; ৭৯ঃ৩১ ঙ. ৬ঃ১০৮; ৩৯ঃ৪২; ৪২ঃ৭।

৩৩৩০। উটগুলি যেমন তাদের অগ্রগামী উটের পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে সোজা পথে চলতে থাকে, মু'মিনরাও তেমনি তাদের ইমামের উপর অবিচল আস্থা রেখে সঠিক পথে চলে। অথবা, উটেরা যেমন উত্তপ্ত বালুকাময় ধু-ধু মরুভূমিতে পানি ছাড়াই কষ্ট সহ্য করে দিনের পর দিন চলে, মু'মিনরাও তেমনি নিরতিশয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত হয়ে ও অসীম ধৈর্য সহকারে বিনা অভিযোগে নিজেদের আধ্যাত্মিক যাত্রাকে অব্যাহত রাখে। 'ইবিল' শব্দের অন্য অর্থ মেঘরাশি। অতএব আয়াতটির অন্য তাৎপর্য হলো ঃ কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা মালা, যা পানি বর্ষণকারী মেঘ-সদৃশ, তা আল্লাহ্তাআলা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন।

৩৩৩১। আঠারো থেকে একুশ পর্যন্ত চারটি আয়াত মুসলমানদেরকে চারটি বিষয় শিখাতে চায় ঃ (১) মেঘমালার মত উদার ও দানশীল হও, (২) আকাশের মত উচ্চমনা হও, (৩) পর্বতের ন্যায় দৃঢ়-চেতা হও, আর (৪) মৃত্তিকার মত সহিষ্ণু ও বিনম্র হও। এই সূরার ২৭নং আয়াত পাঠের পর 'আল্লাহুম্মা হাসিবনা হিসাবাইইয়্যাসীরা' (অর্থাৎ 'হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদের নিকট থেকে সহজ করে হিসাব গ্রহণ কর) দোয়া পাঠ করতে হয়।

সূরাতুল ফাজ্‌র-৮৯

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে অতি প্রাথমিক পর্যায়ের। ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর দিক থেকে ইহা নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে নাযেল হয়েছে বলে মনে হয়। নলডিকি সূরাতুল 'গাশিয়ার' পরে পরেই এই সূরাকে স্থান দান করেছেন। সূরাটিতে একাধারে একাধিক তাৎপর্যসহ ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রাথমিকভাবে রসূলে পাক (সঃ)-এর প্রতি প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয় অর্থে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর উপরও প্রযোজ্য। সুন্দর উপমার মাধ্যমে মহানবী (সঃ)-এর মক্কী জীবনের শেষ দশটি দুঃখ-কষ্টের বৎসর এবং অবশেষে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সাহাবী আবূবকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন এবং সেখানে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশায় একটি বৎসর যাপন,–এই এগারটি বৎসরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অন্য অর্থে, সূরাটিতে রয়েছে ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী উন্নতির পরে দশ শতাব্দীর ক্রমাবনতির শেষে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং সেই সময়ে ইসলামের অগ্রযাত্রার উত্থান-পতনের উপমাসূচক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, তার পর রয়েছে সূরাটিতে 'ফেরাউনের' নামোল্লেখ। এই নামটি সত্যের শত্রুতাকারীর প্রতিকী নাম। সূরাটি আরো বলে যে, সত্যের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা, তা ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি একশ্রেণীর লোকের হাতে একত্রিত হলেই প্রকাশ পায়। ধনমদে ও শক্তিমদে মত্ত হয়ে তারা কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে ক্রম-অবনতি ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সূরাটি এই বলে সমাপ্তি টেনেছে যে, মাত্র কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান লোকই আল্লাহ্‌র বাণীকে গ্রহণ করে থাকে এবং ধর্মপরায়ণতার পথে জীবন পরিচালিত করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হয়। ফলে, তারা পতনের বা ভ্রান্তির ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।

সূরাতুল ফাজ্‌র-৮৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩১ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। ক আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

وَالْفَجْرِ ②

২। কসম ঊষার,[৩৩৩২]

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ③

৩। এবং দশ রাত্রির,[৩৩৩৩]

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④

৪। এবং এক জোড়ার এবং এক বেজোড়ের,[৩৩৩৪]

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ⑤

৫। এবং সেই রাত্রির, যখন তা শেষ হওয়ার পথে চলে,[৩৩৩৫]

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১।

৩৩৩২। 'ঊষা' দ্বারা মহানবী (সঃ)-এর মক্কা ছেড়ে মদীনায় যাওয়াকে বুঝাতে পারে, কেননা এই হিজরতের মধ্য দিয়ে তাঁর (সঃ) মক্কী জীবনের অত্যাচার-নির্যাতনের ঘোর অমানিশার অবসানে ভোরের উদয় হলো। 'প্রভাত' দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-কে-ও বুঝাতে পারে– ইসলামের কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী গ্লানি ও অধঃপতনের অন্ধকার যুগ শেষে, মুসলমানদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার বাণী নিয়ে যার আগমনের কথা।

৩৩৩৩। 'দশটি রাত্রি' বলতে, হিজরতের পূর্ববর্তী দুঃসহ যন্ত্রণার ও নির্যাতন ভোগের যে দশটি বৎসর মুসলমানেরা মক্কায় অতিবাহিত করেছিলেন, সেই দশটি বৎসরকে বুঝাতে পারে। অথবা, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর আগমনের পূর্ববর্তী দশটি শতাব্দীকেও বুঝাতে পারে যখন মুসলমানেরা ক্রমাবনতি ও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক পতন-মূখী এই দশটি শতাব্দীর শেষে, ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আশার আলো নিয়ে ভোরের উদয় হবে। কুরআন করীমের ৩২ঃ৬ আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে এই 'দশ রাত্রি' বা 'দশটি অবনতিশীল শতাব্দী'র প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইসলামের অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় প্রথম তিনশ' বৎসরের পরে এই দশ শতাব্দীর (এক হাজার বৎসর) ক্রম-অবনতিকাল এসেছিল। ইসলামের প্রথম তিনটি শতাব্দীকে স্বয়ং নবী করীম (সঃ) ইসলামের উৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী বলেছেন (বুখারী, কিতাবুর রিকাক)। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে যখন স্পেনের উমাইয়া খলীফা, বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফার বিরুদ্ধে খৃষ্টান 'পোপ'-এর সঙ্গে সন্ধি আঁটলেন এবং অপরদিকে বাগদাদের খলীফা, উমাইয়া খলীফার বিরুদ্ধে রোম-সম্রাটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন, তখন থেকেই ইসলামের পতনের কাল রাত্রিতুল্য 'দশটি শতাব্দী' শুরু হয়ে যায়।

৩৩৩৪। 'জোড়-বেজোড়ের' উপমা দ্বারা বুঝাতে পারে ঃ 'জোড় হলেন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ও তাঁর চিরসঙ্গী হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং এই জোড়ের সাথে, সম্পদে-বিপদে ও মহাদুর্যোগে যিনি অভিভাবক রূপে থাকতেন, তিনি হলেন সেই বেজোড় এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্ এই 'জোড়-বেজোড়' সংখ্যার উল্লেখ ৯ঃ৪০ আয়াতেও রয়েছে। এই উপমার অন্য একটি তাৎপর্য হচ্ছে ঃ নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) দু'জন মিলে জোড় এবং আল্লাহ্ বেজোড়। অথবা নবী করীম (সঃ) ও প্রতিশ্রুত মসীহ দু'জনে এক জোড় হওয়া সত্ত্বেও, প্রতিশ্রুত মসীহ্ মুহাম্মদী সত্তায় সম্পূর্ণ আত্মবিলীন হওয়ার কারণে, দুয়ে মিলে একক মুহাম্মদী সত্তাই রয়ে গেছে এবং বেজোড় হয়ে গেছে।

৩৩৩৫। 'রাত্রিটি', ভোরের দিকে অগ্রসরমান রাত্রিটি, হিজরীর প্রথম বৎসরটিকে বুঝাতে পারে। কেননা ঐ বৎসরটিও নবী করীম (সঃ)-এর জন্য রাত্রির মতই অন্ধকারময়, আশঙ্কাময় ও দুর্যোগপূর্ণ ছিল। মদীনায় হিজরতের পরে মুসলমানের জন্য যদিও ঊষার ক্ষীণ আভা দেখা দিল, কিন্তু সাথে কোন নিরাপত্তার আলো দেখা দিল না। আরো একটি দুশ্চিন্তার ও দুর্বিপাকের বৎসর তাদের মাথার উপর ঝুলেই রইলো, যে পর্যন্ত না কুরায়শ-বাহিনী বদর প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। শত্রুপক্ষ স্বীয় নেতৃবৃন্দসহ এমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল যে, ইসাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী (যার ইঙ্গিত কুরআনের ২১ঃ১৬ আয়াতে রয়েছে এবং যা বাইবেলে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, এতে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে। ইসাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল "প্রভু আমাকে কথা কহিলেন, বেতন জীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসরকাল মধ্যে কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে, আর কেদরবংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদা প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছেন" (যিশাইয়-২১ঃ১৬-১৭)।

هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾

৬। এতে কি বুদ্ধিমান লোকের জন্য বিরাট সাক্ষ্য (কসম) নেই?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾

৭। তুমি কি দেখ নি, তোমার প্রভু-প্রতিপালক কী ব্যবহার করেছেন আদ জাতির সঙ্গে,[৩৩৩৬]

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾

৮। বড় বড় অট্টালিকার অধিকারী ইরামের সঙ্গে,

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾

৯। যাদের সমতুল্য (কোন জাতি) এতদঞ্চলে কখনও সৃষ্টি করা হয় নি।

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾

১০। [ক]এবং সামূদের সঙ্গে, যারা উপত্যকায় পাথরের পাঁহাড় খনন (করে গৃহ নির্মাণ) করতো,

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾

১১। এবং (বিশাল) সেনাবাহিনীর অধিকারী ফেরাউনের সঙ্গে,

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾

১২। [খ]যারা এতদঞ্চলে সীমালঙ্ঘন করেছিল,

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾

১৩। [গ]এবং সেখানে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করেছিল?

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾

১৪। যার দরুন তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত[৩৩৩৭] করলেন।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

১৫। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক সদা সতর্ক রয়েছেন।

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

১৬। অতএব (লক্ষ্য কর) মানবকে যখন তার প্রভু-প্রতিপালক পরীক্ষা করেন এবং [ঘ]সম্মানে ও নেয়ামতে ভূষিত করেন[৩৩৩৮] তখন সে বলে, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।'

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭৫; ২৬ঃ১৫০ খ. ২৮ঃ৫ গ. ২৮ঃ৫; ঘ. ১৭ঃ৮৪।

৩৩৩৬। 'আদ' জাতি একটি শক্তিশালী জাতি ছিল। তাদের সমসাময়িক জাতিগুলি থেকে তারা পার্থিব উপায়-উপকরণ ও ধন-সম্পদের দিক দিয়ে অনেক উন্নত ছিল।

৩৩৩৭। 'সাওত্' অর্থ চাবুক, বেত্রাঘাত, প্রচণ্ডতা (লেইন)।

৩৩৩৮। আল্লাহ্তাআলা মানুষকে মান-সম্মান ও ধনদৌলত দিয়ে পরীক্ষা করেন; আবার অনেক সময় তার সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাকে ঐগুলি দিয়ে থাকেন। তেমনিভাবে কষ্টের মধ্যে ফেলেও আল্লাহ্ মানুষের গুণাগুণের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। সদ্গুণের অধিকারীরা এতে পুরস্কৃত হন এবং অসৎ ব্যক্তিরা বরং আরো শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করে। কিন্তু মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি এমনই যে, যখন সে আরামে ও প্রাচুর্যে দিন কাটায়, তখন সে ভাবতে থাকে, এগুলি তার শ্রম ও প্রচেষ্টার ফল মাত্র; তার উন্নত বুদ্ধির ফলেই সে এগুলি লাভ করেছে (২৮ঃ৭৯)। কিন্তু দুর্ভাগ্য ও দুর্দিন যখন আসে, তখন তারা এগুলির জন্য আল্লাহ্কে দায়ী করে।

১৭। কিন্তু যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার [ক]রিয্‌ক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।'

وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ﴿١٧﴾

১৮। [খ]না, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমরা এতীমকে সম্মান কর না,

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٨﴾

১৯। [গ]এবং মিস্‌কীনকে আহার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দান কর না,

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٩﴾

২০। এবং (অপরের) ওয়ারিশী-সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেল;

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿٢٠﴾

২১। [ঘ]এবং তোমরা ধন-সম্পদ অত্যধিক ভালবাস।[৩৩৩৯]

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢١﴾

২২। না, যখন পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে খন্ড-বিখন্ড করা হবে,

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢٢﴾

২৩। [ঙ]এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালক আগমন করবেন,[৩৩৪০] এবং সারি সারি ফিরিশ্‌তাগণও;

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٣﴾

২৪। এবং সেদিন জাহান্নামকে (নিকটে) [চ]আনা হবে, সেদিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইবে; কিন্তু [ছ]এই উপদেশ (তখন) তার কী কাজে আসবে?

وَجِايْٓءَ يَوْمَىِٕذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَىِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٤﴾

২৫। সে বলবে, 'দুর্ভাগ্য আমার! হায় যদি আমি আমার জীবনের জন্য (কিছু সৎ কর্ম) অগ্রে পাঠাতাম

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٥﴾

২৬। সুতরাং সেদিন তাঁর শাস্তির ন্যায় শাস্তি কেউ দিতে পারবে না।

فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৮৪ খ. ১০৭ঃ৩ গ. ৬৯ঃ৩৫ ঘ. ১০৪ঃ৩ ঙ. ২ঃ১১০; ৬ঃ১৫৯; ১৬ঃ৩৪ চ. ২৬ঃ৯২ ছ. ৭৯ঃ৩৬।

৩৩৩৯। ধন-সম্পদ জমাকারী মজুদদারদেরকে মজুদকরণের কুফল সম্বন্ধে অবহিত করে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা মানুষের মনে অর্থ জমাবার এমন তীব্র বাসনা জাগিয়ে তুলে যে, সে সৎকাজে বা পরোপকারে সেই জমানো অর্থ ব্যয় করতে চায় না। এমনকি অর্থলোভ তাকে আয়-উপার্জনের সঠিক পন্থা সম্বন্ধেও উদাসীন করে তার নৈতিক চরিত্রের অবনতি ও ধ্বংস ঘটায়। ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক সুস্থতা সংরক্ষণের উপরে ইসলাম সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য কেবল তখনই সুরক্ষিত থাকতে পারে যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও অর্থ-সম্পদ ক্রমাগত হাত-বদলাতে থাকে এবং অল্প কয়টি হাতে কুক্ষিগত ও জমা না থেকে সকলের মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকে।

৩৩৪০। 'তোমার প্রভু-প্রতিপালক আগমন করবেন এবং সারিসারি ফিরিশ্‌তাগণও' কুরআনের একটি বাগ্‌ধারা যার অর্থ আসন্ন বিধ্বংসী ঐশী শাস্তি।

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং তাঁর বাঁধবার মত কেউ বাঁধতে পারবে না।[৩৩৪১]

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

২৮। হে শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা!

ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

২৯। তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে এমতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন কর যে, তুমি (তাঁর প্রতি) সন্তুষ্ট এবং তিনিও (তোমার প্রতি) সন্তুষ্ট।[৩৩৪২]

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾

৩০। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হও,

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

১ [৩১] ১৪ ৩১। এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে।

৩৩৪১। আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীরগতি। কিন্তু তাঁর শাস্তির মধ্যে যে নিপতিত হয়, সে একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে যায় এবং সমূলে বিনষ্ট হয়।

৩৩৪২। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর উপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তাঁর প্রভুও তার উপর পূরাপুরি সন্তুষ্ট (৫৮ঃ২৩)। এই অবস্থা একটি বেহেশ্‌তী অবস্থা, যে অবস্থায় সে সকল মানবীয় দুর্বলতা ও দোষের ঊর্ধ্বে উঠে যায় এবং এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে। সে আল্লাহ্‌র সাথে একীভূত ও বিলীন হয়ে যায়, আল্লাহ্ ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না। তার এই পরিবর্তন ইহলোকেই ঘটে থাকে। সে ইহলোকে বেহেশ্‌তের প্রবেশাধিকার লাভ করে।

সূরাতুল বালাদ-৯০
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলির অন্যতম। খৃষ্টান লেখকদের মতে সূরাটি নবুওয়তের প্রথম বৎসরেই নাযেল হয়েছিল। এতটা প্রাথমিক পর্যায়ের না হলেও ইহা যে তৃতীয় বৎসরের শেষ দিকে কিংবা চতুর্থ বৎসরের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। সূরা ফাজর-এ বলা হয়েছিল যে, নবুওয়তের প্রথম তিন বৎসর নবী করীম (সঃ)-কে কাফিররা কেবল বিদ্রূপ, গাল-মন্দ ও হাসি-ঠাট্টা করে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে তারা সকলে সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর বিরামহীন অত্যাচার, বিরোধিতা ও কঠোর নির্যাতন চালাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ্‌তাআলা রূপকের ভাষায় জানিয়েছেন যে, এই নির্যাতন-নিপীড়ন মুসলমানদেরকে দশ বৎসর পর্যন্ত সহ্য করে যেতে হবে (এই সময়কে 'দশটি রাত্রির' সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে)। আলোচ্য সূরাতে নবী করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে, তাঁর প্রিয় জন্ম-নগরীতে, তাঁরই আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব তাঁর উপর ও তাঁর অনুসারীদের উপর দীর্ঘকাল ধরে অমানুষিক নির্যাতন চালাবে। এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেওয়া হলো যে, শত শত বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌তাআলার আদেশে, নবী-কুল-পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) মক্কা নগরীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ্ যেন এই নগরীকে এমন একটি বিরাট কেন্দ্রীয় নগরীতে পরিণত করেন, যেখান থেকে ঐশী আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে বিশ্বকে আলোক-মালায় উদ্ভাসিত করে তোলে। পিতা ও পুত্র উভয়েই আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা কবুল করা হলো এবং যখন সময় এলো, তখন ঐ প্রার্থনার ফলস্বরূপ মহানবী (সঃ) আগমন করলেন এবং বিশ্ববাসীর চির-কল্যাণের জন্য, আলোকরাশিতে পরিপূর্ণ শিক্ষামালা ও হেদায়াত-সম্বলিত মহাগ্রন্থ কুরআন দান করলেন। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে যে, মানুষ কেবল সহজ ও বাধাহীন পথে চলতে চায়; জীবনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 'ঊর্ধ্বগামী' যে কঠিন পথ সে পথে কেউ চলতে চায় না। সূরাটি উপসংহারে বলছে যে, যারা নিজের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ রেখে তদনুযায়ী জীবন যাপন করে তারাই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছায়। আর যারা মহান আদর্শ সামনে না রেখে গতানুগতিক পথে চলে এবং উচ্চাদর্শের জন্য কোন কুরবানী বা ত্যাগ পেশ করে না, তারা জীবনে বিফলতা ও ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হয়।

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

সূরাতুল বালাদ–৯০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২১ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ②

২। [খ]না, আমি এই শহরকে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থাপন করছি–[৩৩৪৩]

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ③

৩। এবং তুমি (একদিন পুনরায়) এই শহরে অবতরণ করবে–[৩৩৪৪]

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ④

৪। এবং (আমি স্বাক্ষীস্বরূপ উপস্থাপন করছি) পিতাকে এবং যাকে সে জন্ম দিয়েছে তাকেও,[৩৩৪৫]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ⑤

৫। নিশ্চয় আমরা মানবকে [গ]শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।[৩৩৪৬]

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫২ঃ৫; ৯৫ঃ৪ গ. ৮৪ঃ৭।

৩৩৪৩। 'লা' শব্দটি দ্বারা, যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে তার প্রতি গভীর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক, এই কথা পূর্বাহ্নেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে, বিষয়টি এতই স্পষ্ট ও নিশ্চিত যে, এ জন্য শপথ করার প্রয়োজন নেই। এটাই 'লা'-এর তাৎপর্য অথবা, এটা একটা অনুল্লেখিত আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে 'লা'-এর অর্থ দাঁড়াবে ঃ 'না, তুমি কখনও প্রতারক নও যেমনটা অবিশ্বাসীরা মনে করে, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ, আর এই নগরীকেই তোমার সত্যতার সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হচ্ছে, কিন্তু অধিকতর যুক্তিসঙ্গত অর্থ এরূপ ঃ 'হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমি তোমাদের মনের কথা জানি। কিন্তু জেনে রাখ, তোমাদের ইচ্ছা কোন ভাবেই পূর্ণ হবে না; আর এই নগরীকে আমি এই কথার সাক্ষী রাখছি।'

৩৩৪৪। 'হিল্ল' অর্থ ঃ (ক) যা করা আইনসিদ্ধ, (খ) উদ্দিষ্ট বস্তু, এবং (গ) কোন স্থানে অবতরণ করা বা অবস্থান করা (লেইন)। মূল ধাতুতে এই সবগুলি অর্থই নিহিত। অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে ঃ (১) তোমার শত্রুরা তোমার ক্ষতি-সাধন করা, এমন কি তোমাকে মেরে ফেলাও আইন-সঙ্গত মনে করে; অথচ এই মক্কা নগরী এতই পবিত্র যে, কোন প্রাণীকে হত্যা করাতো দূরের কথা, এই নগরীর সীমানার মাঝে একটি প্রাণীর সাধারণ ক্ষতি করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, (২) এই পবিত্র নগরীতে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের গালমন্দ, ক্ষয়-ক্ষতি, আঘাত, নিষ্ঠুরতা ও হত্যাসাধনসহ জান-মাল, সম্মান-সম্ভ্রম নাশ ইত্যাদি সবই তারা বৈধ বলে মনে করে, (৩) যে মক্কানগরী থেকে তোমাকে নির্বাসিত করা হচ্ছে নিশ্চয় জেনে রাখ তুমি এতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করবে, (৪) তুমি যখন বিজয়ীর ঝাণ্ডা নিয়ে এই নগরীতে ফিরে আসবে, তখন অল্পদিনের জন্য এই নগরীর পবিত্রতা রক্ষা ও পালনের দায়িত্ব থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হবে। কেননা, এই নগরীর লোকেরাই নিরীহ ও নিরপরাধ মুসলমানদের উপর অকথ্য নিপীড়ন-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে নিজেদেরকে এই নগরীর পবিত্র আইনের বাইরে নিক্ষেপ করেছে; আর তোমার মক্কা-বিজয়ের পরে, তারা তোমারই অনুকম্পার ভিখারী হবে।

৩৩৪৫। 'কা'বা' গৃহের ভিত্তি-উন্নয়ন কালে নবী-কূল পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছিলেন যাতে মক্কাবাসীদের মধ্যে একজন 'নবী' পাঠানো হয় (২ঃ১২৯-১৩০)। এইভাবে মহানবী (সঃ)-এর জন্য 'পিতা' ও 'পুত্র', উভয়েই সত্যতার সাক্ষী হয়ে রইলেন।

৩৩৪৬। রসূলে পাক (সঃ) মক্কা থেকে বিতাড়িত হবেন এবং বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করবেন; মক্কা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে; আরবের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবে, এটা ছিল আল্লাহ্‌র অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী সর্বতোভাবে পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নবী করীম (সঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট বরণ করতে হবে, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ও পরিশ্রম করতে হবে; তদুপরি, অনবরত সংগ্রাম করে যেতে হবে, যে পর্যন্ত না ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যাবলী পুরাপুরিভাবে পূর্ণ হয়।

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾

৬। ক সে কি মনে করে যে, তার উপর কখনও কেউ ক্ষমতা খাটাতে পারবে না ?[৩৩৪৭]

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾

৭। সে বলে, 'আমি প্রচুর সম্পদ বিনাশ করেছি।'[৩৩৪৮]

أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾

৮। সে কি মনে করে যে, কেউই তাকে দেখে না ?

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

৯। আমরা কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দু'টি চোখ,

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

১০। এবং একটি জিহ্বা এবং দু'টি ঠোঁট ?

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

১১। খ এবং আমরা তাকে (ভাল ও মন্দ) দু'টি পথ[৩৩৪৯] দেখিয়ে দিয়েছি।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾

১২। তবুও সে উচ্চশিখরে আরোহণ করে নি;[৩৩৫০]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾

১৩। এবং কিসে তোমাকে জানাবে, সেই উচ্চশিখর কী?

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

১৪। গোলাম মুক্ত করা,

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾

১৫। গ অথবা, দুর্ভিক্ষ-কবলিত দিনে অন্নদান করা,

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾

১৬। নিকটাত্মীয় এতীমকে,

দেখুন ঃ ক. ৯৬ঃ১৫ খ. ৭৬ঃ৪ গ. ৭৬ঃ৯; ৮৯ঃ১৯।

৩৩৪৭। আল্লাহ্ কাফিরদের অসদুদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি তাদেরকে বিফল-মনোরথ করবার ক্ষমতা রাখেন এবং তা করবেন।

৩৩৪৮। আয়াতটি বলতে চায় যে, ইসলামের শত্রুরা ইসলাম-বিস্তারে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন তো সৃষ্টি করবেই, এমনকি এই উদ্দেশ্যে তারা প্রচুর ধন-সম্পদ এবং অর্থ-বিত্তও খরচ করবে। কিন্তু পরিণামে এই ধন-সম্পদ ব্যয় অপব্যয়ই সাব্যস্ত হবে। কেননা, একদিকে তাদের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং অপরদিকে ইসলাম তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গণে বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করতে থাকবে।

৩৩৪৯। 'নাজদায়ন' অর্থ দু'টি সদর রাস্তা–একটি সত্যের, অপরটি মিথ্যার, একটি কল্যাণের, অপরটি অকল্যাণের, একটি আধ্যাত্মিক উন্নতির, অপরটি নিছক ইহ জাগতিক উন্নতির। আল্লাহ্তাআলা মানুষকে এইসব প্রয়োজনীয় মাধ্যম-উপকরণ পুরোপুরিভাবে দিয়েছেন যদ্বারা সে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে, ভাল-মন্দ বুঝতে পারে এবং মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তাকে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনের চক্ষু দেওয়া হয়েছে যদ্বারা সে মন্দ পরিত্যাগ করে ভালকে বেছে নিতে পারে। তাকে জিহ্বা ও ঠোঁট দেওয়া হয়েছে যদ্বারা জিজ্ঞাসা করে সে সঠিক পথ যাচাই করতে পারে। অতএব তার জীবনের সঠিক উদ্দেশ্যকে জেনে নিয়ে তা হাসিল করবার জন্য, আল্লাহ্তাআলা তাকে বহু গুণাবলী ও শক্তি দ্বারা ভূষিত করেছেন।

৩৩৫০। মহানবী (সঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলা সকল উপায়-উপকরণ মানুষের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন, যার সদ্ব্যবহার করে মানুষ সীমাহীন আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক উন্নতি করতে পারে। কিন্তু এই উন্নতি হাসিলের জন্য যে প্রয়োজনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গ করা দরকার, মানুষ তা করতে চায় না।

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

১৭। অথবা, ভূলুণ্ঠিত মিস্‌কীনকে।[৩৩৫১]

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

১৮। তারপর, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঈমান আনে এবং *ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয় এবং দয়া করার জন্য একে অপরকে আদেশ-উপদেশ দেয়।[৩৩৫২]

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

১৯। এরাই খ-ডান দিকের লোক।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾

২০। এবং যারা আমাদের নির্দশনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই গ-বাম দিকের লোক।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

১ [২১] ১৫

২১। তাদেরই উপর ঘ-অবরুদ্ধ আগুন (বর্ষিত হবে)।[৩৩৫৩]

দেখুন ঃ ক. ১০৩ঃ৪ খ. ৫৬ঃ২৮ গ. ৫৬ঃ৪২ ঘ. ১০৪ঃ৯।

৩৩৫১। ১৪ থেকে ১৭ নং আয়াতে, জাতির নৈতিক মান উন্নয়নের দু'টি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (ক) ক্রীতদাসের মুক্তি দান অর্থাৎ সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত ও পতিত অংশকে মুক্তি দিয়ে তার মাধ্যমে সমাজে যথাযোগ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা,
(খ) এতীম ও দরিদ্রকে সাহায্য করে স্বনির্ভর করে তাদেরকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
৩৩৫২। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত সৎকর্মগুলি সম্পাদনই সামগ্রিক সমাজ-উন্নয়নের জন্যে যথেষ্ট নয়। উৎকৃষ্ট আদর্শ ও ন্যায়-ভিত্তিক নীতি অবলম্বন এবং ক্রমাগতভাবে সত্যিকার সংযম-সাধনা ও পুণ্যকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যবস্থা করাও উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।
৩৩৫৩। অগ্নি যখন চতুর্দিক থেকে ঘিরে আসতে থাকে, তখন ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সূরাতুশ্ শাম্স-৯১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাও প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ এর অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবুওয়তের প্রথম বৎসরে বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে এর অবতরণ কাল নির্ধারণ করেন। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে ৮৯ থেকে ৯৩ পর্যন্ত পাঁচটি সূরার মধ্যে খুব মিল রয়েছে। এই পাঁচটি সূরাতেই উন্নত নৈতিক মান অর্জনের উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষতঃ যে নৈতিক গুণগুলি জাতির সমন্বিত ও সার্বিক কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি বেশী তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম সমাজকে জোরের সাথে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন সমাজে এমন আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করে যাতে গরীব-দুঃখী, এতীম-কাঙ্গাল ও পতিত-অবহেলিতরা সমাজে যথাযোগ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলাফেরা ও কাজকর্মের সুযোগ পায় এবং নিজেদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারে। তারা উন্নত হলেই, সমাজের সামগ্রিক কাজকর্ম উর্ধ্বমুখী হবে। পূর্ববর্তী সূরাতে ইশারা দেওয়া হয়েছিল যে, ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কত বিরাট ও মহান উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ২ঃ১৩০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যে নবীর কথা ২ঃ১৩০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সেই নবী (সঃ) ও তাঁর উচ্চ নৈতিক গুণাবলীর উপর এই সূরাতে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। সূরাটির শেষ দিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, নৈতিক উচ্চমান লাভ করা কারও পক্ষে তেমন কঠিন কাজ নয়। যে ব্যক্তি মন্দকে পরিত্যাগ করে এবং ধর্মপরায়ণতার পথে ছাড়া অন্য পথে চলে না, সে-ই উচ্চ নৈতিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি পর্বে সূরাটি এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করছে, যারা ঐশী বিধানকে অমান্য করার পথ বেছে নেয় এবং যদৃচ্ছা মন্দ কাজ করতে থাকে, তারা নিজেদের হাত দ্বারাই নিজেদের ধ্বংস সাধন করে।

সূরাতুশ্ শাম্স-৯১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। *আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ②

২। কসম সূর্যের[৩৩৫৪] এবং তার রশ্মি বিকিরণের[৩৩৫৫] সময়ের,

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ③

৩। এবং চন্দ্রের,[৩৩৫৬] যখন সে তার (সূর্যের) অনুগমন করে,

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ④

৪। এবং দিবসের,[৩৩৫৭] যখন সে তাকে (সূর্যের মহিমাকে) প্রকাশিত করে,

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ⑤

৫। এবং রাত্রির,[৩৩৫৮] যখন সে তাকে আচ্ছন্ন করে।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১।

৩৩৫৪। কুরআনের শপথসমূহের অন্তরালে গভীর অর্থ ও তাৎপর্য নিহিত থাকে। ঐশী বিধান আল্লাহ্র কাজের দু'টি দিক নির্দেশ করে ঃ (ক) যা স্বতঃই বুঝা যায়, (খ) যা ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝানো হয়। প্রথম দিকটি স্পষ্ট ও সহজ-বোধ্য; দ্বিতীয়টি বুঝতে ভুলের অবকাশ থাকে। আল্লাহ্র শপথের মধ্যে যা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য, তা থেকে অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার দিকে আল্লাহ্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। ২ থেকে ৭ আয়াত পর্যন্ত শপথগুলি–চন্দ্র-সূর্যের শপথ, দিন-রাত্রির শপথ, আকাশ-পৃথিবীর শপথ স্পষ্ট ও সহজবোধ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। কেননা, এদের প্রাকৃতিক রূপ ও গুণাগুণ সকলেরই জানা। কিন্তু মানুষের আত্মিক রাজ্যের ক্ষেত্রে এইসব বস্তু ও ওদের গুণাগুণ স্পষ্ট ও দৃষ্ট নয়। মানুষের আত্মার রাজ্যে এই সকল বস্তু ও এদের গুণরাজির অস্তিত্বের দিকে আমাদের চিন্তাকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই, আল্লাহ্ তাঁর এই সুস্পষ্ট সৃষ্টিগুলিকে আমাদের সম্মুখে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করেছেন। টীকা ২৪৬৫ দেখুন।

৩৩৫৫। এই আয়াতে 'সূর্য' দ্বারা আধ্যাত্মিক বিশ্বের সূর্য হযরত নবী আকরম (সঃ)-কে বুঝাতে পারে। তিনিই সকল আধ্যাত্মিক আলোর উৎস এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর জ্যোতিই বিশ্বকে জ্যোতিষ্মান করে রাখবে।

৩৩৫৬। এখানে 'চন্দ্র' দ্বারাও মহানবী (সঃ)-কে বুঝাতে পারে। কেননা তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে আলো প্রাপ্ত হয়ে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়াতে তা বিচ্ছুরিত করেছেন। অথবা, 'চন্দ্র' বলতে যুগের ধর্ম-নেতা ও সংস্কারক মুজাদ্দেদগণকে, বিশেষ করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতিনিধি মহান প্রতিশ্রুত মসীহ্কে (আঃ) বুঝাতে পারে, যারা প্রত্যেকেই মহানবী (সঃ) থেকে সত্যের জ্যোতিঃ আহরণ করে বিশ্বের নৈতিক পতনের সময় তা বিশ্বময় ছড়িয়েছেন এবং জগতের আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূরীভূত করছেন।

৩৩৫৭। 'দিন' দ্বারা ঐ সময়কে বুঝিয়েছে যখন ইসলামের বাণী ও নবী করীম (সঃ)-এর সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই আয়াতটি বিশেষভাবে, খোলাফায়ে রাশেদীনের ও তৎসন্নিহিত শতাব্দীকেও বুঝাতে পারে, যখন ইসলামের আলো চতুর্দিকে কিরণ বিতরণ করে দূর-দূরান্তের দেশগুলিকে পর্যন্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

৩৩৫৮। 'রাত্রি' দ্বারা মুসলিম জাহানের অবনতি ও অধঃপতনের সময়কে বুঝিয়েছে, যখন ইসলামের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে তা বিশ্বের চোখে প্রচ্ছন্ন ও অন্ধকার বলে প্রতিভাত হতে লাগলো। এই চারটি আয়াত (২ থেকে ৫) ইসলামের ঘটনাবহুল ইতিহাসের চারটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়কে বুঝিয়েছে। (১) নবী করীম (সঃ)-এর সময় যখন আধ্যাত্মিক সূর্য (মহানবী স্বয়ং) বিশ্বের আধ্যাত্মিক আকাশে বিদ্যমান থেকে বিশ্বকে উজ্জ্বল আলো বিতরণ করেছিলেন, (২) নবী করীম (সঃ)-

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥

৬। এবং কসম আকাশের[৩৩৫৯] এবং তার (বিস্ময়কর) গঠনের;

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦

৭। আর পৃথিবীর এবং তার বিস্তৃতির;

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧

৮। এবং (শপথ) আত্মার, আর তার পূর্ণতা দানের–[৩৩৫৯-ক]

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨

৯। অতঃপর তিনি তার (আত্মার) নিকট প্রকাশ করেছেন তার মন্দ প্রবৃত্তি এবং তার তাক্ওয়া-এর (পথসমূহ),[৩৩৬০]

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩

১০। যে তাকে পবিত্র করেছে সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে,

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠

১১। এবং যে তাকে কলুষিত করেছে সে নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١

১২। সামূদ (জাতি) তাদের ঔদ্ধত্যবশতঃ (সমাগত সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল,

اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٢

১৩। যখন তাদের সবচে' বড় হতভাগা (সত্যের বিরুদ্ধে) দাঁড়ালো,

এর মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্র সময়, যখন তিনি নবী করীম (সঃ) থেকে আলো সংগ্রহ করে অন্ধকার জগতে তা প্রতিফলিত করেছেন, (৩) খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য খলীফাগণের সময়, যখন ইসলামের আলোর কিরণ চারদিকে ছড়াচ্ছিল, (৪) ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল তিনটি শতাব্দীর পরে, আধ্যাত্মিক ক্রমাবনতি ও অন্ধকারের সুদীর্ঘ অমানিশার সময়।

৩৩৫৯। 'মা' এখানে ও পরবর্তী দুই আয়াতে 'মাস্দারীইয়া' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা এর দ্বারা 'আল্লাহ্' (যিনি, তিনি -কে বুঝিয়েছে। অতএব, এই আয়াতগুলিতে, বিশ্ব-জগতের পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অথবা, এই অকল্পনীয় মহাবিশ্ব-মহাকাশ সৃষ্টির অনবদ্য ও অপূর্ব কলাকৌশল ও ত্রুটিহীন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

৩৩৫৯-ক। আয়াতটির অর্থ হ'ল ঃ মহাকাশে বস্তু-নিচয় যথা চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি নিজ নিজ গুণাবলীকে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের সেবায় নিয়োজিত রেখেছে (এই কথার ইঙ্গিত এই সূরার দশম আয়াতে রয়েছে)। এরা এই সাক্ষ্য দান করে যে, মানুষকেও এইসব গুণাবলী দ্বারা বরং আরও উচ্চতর গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। বস্তুত মানুষ একটি ক্ষুদ্র-বিশ্ব বিশেষ। বহির্বিশ্বে যা কিছু আছে, তার সব কিছুই ক্ষুদ্রাকারে মানুষের মধ্যে আছে। সূর্যের মতই মানুষও পৃথিবীকে জ্যোতিঃ প্রদান করে এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করেছে। চন্দ্রের মতই, মানুষ মূল উৎস থেকে আলো, অনুপ্রেরণা ও ঐশী-বাণী আহরণ করে অন্ধকারাচ্ছন্নদের মধ্যে বিতরণ করে। দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে সে অপরকে সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করে। রাত্রির মত সে-ও অন্যের দোষ ঢেকে রাখে, অন্যের বোঝা লাঘব করে এবং ক্লান্ত-শ্রান্তদের শ্রান্তি-বিনোদন করে। আকাশের মত, সে দুঃখ-ক্লিষ্ট আত্মাকে আশ্রয় দেয় এবং শান্তিদায়িনী বারিধারা বর্ষণ করে প্রাণহীন পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। মাটির পৃথিবীর মত বিনয় ও নম্রতার সাথে সে মানব হিতৈষণার খাতিরে নিজে সকলের পদতলে পিষ্ট হতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাঁর পবিত্রকৃত আত্মা থেকে সত্য ও জ্ঞানের বহুবিধ বৃক্ষ জন্মায়, যার ছায়া ও ফল-ফসলাদি বিশ্বকে আপ্যায়িত করে। ধর্মসাধকেরা এবং ঐশী সংস্কারকগণ এরূপই হয়ে থাকেন। এ চিত্রই তাঁদের বিশ্বরূপ। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (তাঁর উপর আল্লাহ্র অনন্ত চিরশান্তি ও চিরকল্যাণ বর্ষিত হোক)।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٤﴾

১৪। তখন আল্লাহ্‌র রসূল তাদেরকে বললো, 'আল্লাহ্‌র 'উটনী[৩৩৬১] ও তার পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান (হও)!'

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٥﴾

১৫। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করলো এবং উটনীর হাঁটুর রগ কেটে দিল, ফলে তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের পাপের দরুন তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে ভূমিসাৎ করে দিলেন।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٦﴾

১ ১৬। আর তিনি তাদের (মক্কাবাসীদের) পরিণাম[৩৩৬১-ক] সম্বন্ধেও কোন পরওয়া করবেন না।

[১৬] ১৬

৩৩৬০। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই আল্লাহ্‌তাআলা এমন অনুভূতি ও কাণ্ডজ্ঞান প্রোথিত করে দিয়েছেন যার দ্বারা সে ভালমন্দ বাছ-বিচার করতে পারে। তার মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন এবং প্রকাশিত করেছেন যে, সে যদি মন্দ ও অন্যায়কে প্রতিহত ও দমন করে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে, তা হলে সে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হবে।

৩৩৬১। আল্লাহ্‌র নবী সালেহ্ (আঃ) তাঁর উটনীতে চড়ে ধর্ম প্রচারের জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেন। তাঁর উটনীর মুক্তভাবে চলাফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করা বস্তুত হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর প্রচার-কার্যে বাধা দান করা এবং প্রকারান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তাঁকে নিরস্ত ও অকৃতকার্য করা। অবশ্য, রূপক অর্থে হযরত সালেহ্ (আঃ) স্বয়ং অন্যান্য নবীদের মত, আল্লাহ্‌র এক উটনী।

৩৩৬১-ক। কোন জাতি যখন নিজের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি ডেকে আনে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন যারা বেঁচে যায়, তাদের জন্য আল্লাহ্ কোন পরওয়া করেন না। অথবা, এই অর্থও হতে পারে, শাস্তি-প্রাপ্তি ও ধ্বংসের পরে তারা যে অসীম দুর্গতি ও নিরতিশয় সম্বলহীন অবস্থায় নিপতিত হয়, তাতেও আল্লাহ্‌র কিছুই যায় আসে না।

সূরাতুল লায়্‌ল-৯২
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

সুবিখ্যাত মুসলিম মনীষী ও বুযুর্গ ইব্‌নে আব্বাস ও ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, এই সূরা প্রথমদিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। উইলিয়াম মূইরও একই অভিমত পোষণ করেন। পূর্ববর্তী সূরাগুলির সাথে, বিশেষ করে 'সূরা ফাজ্‌র' ও 'সূরা বালাদ' এর সাথে এই সূরার মিল রয়েছে। পূর্ব সূরাতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, 'কা'বা' তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য, যা সূরা 'বালাদে'র মূল বিষয়, তা কখনও সত্যাত্মা-রূপ এক মহানবীর আগমন ব্যতিরেকে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আলোচ্য সূরাতে এই কথাও যোগ করা হয়েছে যে, এইরূপ আদর্শ মহাপুরুষের সাথে যখন উচ্চাঙ্গীন আদর্শ-স্থানীয় সাথীগণও যোগদান করেন তখন সোনায় সোহাগা হয় এবং সত্যের জ্যোতিঃ দ্বিগুণ বেগে চতুর্দিক আলোকিত করতে থাকে। এই সূরাতে ঐ আদর্শ সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যময় কয়েকটি উচ্চ গুণও বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তুলনাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের দু'টি উৎকট ত্রুটি রয়েছে যা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়।

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ (٩٢) رُكُوْعُهَا ١ اٰيَاتُهَا ٢١

সূরাতুল্ লায়্ল-৯২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ২২ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ②

২। [খ]কসম রাত্রির,[৩৩৬২] যখন তা আচ্ছন্ন করে,

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ③

৩। [গ]এবং দিবসের, যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়,[৩৩৬৩]

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ④

৪। [ঘ]এবং তাঁর নর ও নারী সৃষ্টি[৩৩৬৩-ক] করার (কসম),

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ⑤

৫। নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী।[৩৩৬৪]

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ⑥

৬। অতএব, যে (আল্লাহ্র রাস্তায়) দান করে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করে,

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑦

৭। এবং সত্যায়ন করে উত্তম বিষয়ের,[৩৩৬৫]

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৯১ঃ৫ গ. ৯১ঃ৪ ঘ. ৩৬ঃ৩৭; ৫১ঃ৫০; ৭৮ঃ৯।

৩৩৬২। পূর্ববর্তী সূরাতে মূল বক্তব্য বিষয় ছিল 'আশ্ শাম্স' অর্থাৎ হযরত রসূলে পাক (সঃ), যিনি সকল জ্যোতির উৎস ও ঝর্ণা। এই কারণেই সূর্য ও দিনের উল্লেখ আগে করা হয়েছে এবং পরে চন্দ্র ও রাত্রির উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই সূরাতে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যেকার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কাফিরদের প্রতীক 'রাত্রি'র উল্লেখ এসেছে আগে এবং মু'মিনদের প্রতীক 'দিনে'র (তথা দিবালোকের) উল্লেখ এসেছে পরে।

৩৩৬৩। এই আয়াতে 'তাজাল্লা' (আলোকোদ্ভাসিত হয়) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তৎপরিবর্তে পূর্ববর্তী সূরার অনুরূপ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'জাল্লা' (এর গৌরব প্রকাশ করে) শব্দ। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পূর্ববর্তী সূরাতে মহান শিক্ষকের অতি উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদা ব্যক্ত হয়েছে, আর এই সূরাতে শিক্ষার্থীদের ঐশী জ্ঞান আহরণের উচ্চ যোগ্যতার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

৩৩৬৩-ক। স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের উপর প্রজনন নির্ভর করে। পুরুষের বৈশিষ্ট্য হলো দান করা এবং স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য হলো গ্রহণ করা। তেমনি পার্থিব জগতের মতই রূপক অর্থে আধ্যাত্মিক জগতেও 'পুরুষ' হিসাবে রয়েছেন আল্লাহ্তাআলার রসূল ও সংস্কারকগণ যারা হেদায়াত দান করেন এবং 'স্ত্রীলোক' হিসাবে রয়েছেন তারা যারা বিশ্বস্ত অনুসারী রূপে ঐশী-শিক্ষকের হেদায়াত গ্রহণ করে উন্নত সভ্যতার জন্ম দান করেন। এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পরিপূর্ণ শিক্ষক মহানবী (সঃ) এবং আদর্শ শিক্ষার্থী সাহাবীগণ–এতদুভয়ের প্রগাঢ় ও পুণ্য সংস্পর্শ বিশ্বকে এক নবসভ্যতা উপহার দিতে যাচ্ছে।

৩৩৬৪। এই আয়াতে মু'মিনদের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা এবং কাফিরদের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার মধ্যে যে বৈষম্য ও ভিন্নমুখিতা রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যেস্থলে মু'মিনগণ সত্যকে প্রচার-প্রসারের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করছে, সেখানে কাফিরদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত হচ্ছে সত্যের বিরোধিতা ও বাধা দান করার উদ্দেশ্যে। অতএব এই দু'টি ভিন্নমুখী প্রচেষ্টার ফল যে ভিন্ন ভিন্ন হবে, তা অবশ্যম্ভাবী।

৩৩৬৫। যারা জীবনে কৃতকার্যতা অর্জন করে, তাদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে এই আয়াতে ও পূর্ববর্তী আয়াতে। সংক্ষেপে এইগুলি হলো ঃ সঠিক কর্ম, সঠিক বিশ্বাস এবং সঠিক চিন্তা। মু'মিনদের মাঝে এইগুলি গভীরভাবে পাওয়া যায়।

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٨

৮। [ক]আমরা অবশ্যই তার জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য করে দিব,[৩৩৬]

وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٩

৯। কিন্তু যে কার্পণ্য করে এবং বেপরওয়া হয়,

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝١٠

১০। এবং যে উত্তম বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে,[৩৩৭]

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١١

১১। সেক্ষেত্রে অচিরেই আমরা তার জন্য ক্লেশ-এর পথ সহজ করে দিব।[৩৩৮]

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۝١٢

১২। [খ]এবং যখন সে ধ্বংস হবে, তার ধন-সম্পদ তার কোন উপকারে আসবে না।

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝١٣

১৩। [গ]নিশ্চয় হেদায়াত দানের দায়িত্ব আমাদেরই।

وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝١٤

১৪। এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল আমাদেরই আয়ত্তে।[৩৩৯]

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝١٥

১৫। অতএব আমি তোমাদেরকে এক জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলাম।

لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝١٦

১৬। তাতে কেউই প্রবেশ করবে না, [ঘ]চরম হতভাগ্য ব্যতীত,

الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٧

১৭। [ঙ]যে (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে।[৩৩৭০]

দেখুন ঃ ক. ৮৭ঃ৯ খ. ৩ঃ১১; ৫৮ঃ১৮; ১১১ঃ৩ গ. ২ঃ২৭৩; ২৮ঃ৫৭ ঘ. ২০ঃ৭৫; ৮৭ঃ১২-১৩ ঙ. ২০ঃ৪৯।

৩৩৬৬। উপর্যুক্ত দু'টি আয়াতে যে বিশেষ তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ তিনটি গুণের অধিকারী ব্যক্তি তার অভীষ্ট ফল লাভে কখনও বঞ্চিত হবে না। অন্য অর্থ এ-ও হতে পারেঃ ঐসব গুণের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ভাল ও কল্যাণকর কাজ করা সহজ হয়ে যায় এবং তাতে সে আনন্দ লাভ করে।

৩৩৬৭। ৬ ও ৭ আয়াত দু'টিতে বর্ণিত তিনটি সদ্ গুণের বিপরীত তিনটি মন্দ প্রবৃত্তি যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়, তা এই দু'টি আয়াতে (৯ ও ১০) বর্ণিত হয়েছে।

৩৩৬৮। পূর্ববর্তী আয়াত দু'টিতে বর্ণিত ব্যক্তির কার্যকলাপ অশুভ হয়ে থাকে এবং তার কর্ম অভীষ্ট ফল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। অন্য অর্থ হতে পারে ঃ শুভ এবং ফলপ্রসূ কাজ করা তার পক্ষে সুকঠিন হয়ে পড়ে।

৩৩৬৯। দুষ্ট প্রকৃতি-বিশিষ্ট অবিশ্বাসীরা ইহকালেও ব্যর্থ মনোরথ হয়, আর পরকালেও শাস্তি প্রাপ্ত হয়। কেননা ইহকাল ও পরকাল দু'টিই আল্লাহ্তাআলার কব্জায়। আয়াতটির অন্য অর্থ এইরূপঃ 'আমাদের (আল্লাহ্র) হাতেই সকল বস্তুর শেষ পরিণতি ও আরম্ভ।'

৩৩৭০। 'কায্যাবা' শব্দটির তাৎপর্য হলো ঃ পাপিষ্ঠ অবিশ্বাসী মিথ্যা বিশ্বাসসমূহ আঁকড়ে ধরে থাকে এবং 'তাওয়াল্লা' শব্দটি দ্বারা বুঝায়, সে সৎকর্ম করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٨﴾

১৮। কিন্তু পরম মুত্তাকীকে তা থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে,

الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٩﴾

১৯। যে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে নিজ সম্পদ (আল্লাহ্‌র পথে) দান করে,

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿٢٠﴾

২০। এবং তার উপর কারও কোন অনুগ্রহও নেই যার প্রতিদান (তাকে) দিতে হবে, —

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢١﴾

২১। তবে একমাত্র তার সর্বোচ্চ প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই সে(আল্লাহ্‌র পথে দান করে)।[৩৩৭১]

১ [২২] ১৭ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢٢﴾

২২। এবং তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

৩৩৭১। ধর্মপরায়ণ মু'মিন ব্যক্তি পরোপকার সাধন করতে সচেষ্ট থাকে, পরের কাছ থেকে উপকার প্রাপ্তির প্রতি-উপকার হিসাবে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপকারে নিজেকে নিয়োগ করার একান্ত আগ্রহের কারণে। এইরূপ করার পিছনে তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, স্বীয় প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

সূরাতুয্ যুহা-৯৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

প্রথম দু' তিনটি সূরা অবতীর্ণের পরে, কিছুদিনের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে আল্লাহ্র বাণী (ওহী) আসা স্থগিত ছিল। পুনরায় যখন ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হতে লাগলো তখন সাথে সাথে যে সূরাগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সূরাটি সেগুলির অন্যতম। অতএব এটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে অতি প্রাথমিক কালের। নলডিকি এই সূরাকে 'সূরা বালাদের' পরে এবং মূইর 'সূরা আলাম নাশ্রাহ্' সংলগ্ন বলে এর অবতরণকাল নির্ধারণ করেছেন। এই সূরার মধ্যে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, মহানবী (সঃ)-এর প্রতিটি 'আগামী কল্য' প্রতিটি 'গতকল্য' থেকে শ্রেষ্ঠতর সাব্যস্ত হবে, সমাগত দিন থেকে পরবর্তী দিন অধিকতর সফলতাপূর্ণ হবে, যে পর্যন্ত না তাঁর রেসালতের উদ্দেশ্য সফলতার শীর্ষবিন্দুতে পৌছায়। এই ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সঃ)-এর, একাদিক্রমে বিজয়ের পর বিজয়ের দ্বারা, কী অসাধারণভাবেই না পূর্ণ হয়েছিল! বিষয়-বস্তুর দিক থেকে সূরাটি, পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরার অনেকটা অনুরূপ। ঐ সূরাগুলির মত, এই সূরাতেও মক্কাবাসীদের মজ্জাগত দুষ্কৃতির কথা জোরে-শোরে বলা হয়েছে। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, এই সূরাতে যেখানে মহানবী (সঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দান করা হয়েছে, সেখানে পূর্ববর্তী সূরাতে এতীম ও দরিদ্রদের প্রতি মু'মিন ও কাফিরদের ব্যবহারের তারতম্য দেখানো হয়েছে। তদুপরি, পূর্ববর্তী সূরাতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও শুভ-দৃষ্টি লাভের জন্য মু'মিনগণ তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে। আর এই সূরাতে নবী করীম (সঃ)-এর নামের অন্তরালে, আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত মনোনীত মু'মিনগণকে আল্লাহ্ যে কত রকমের নেয়ামতে ভূষিত করে থাকেন, তার উল্লেখ রয়েছে। অতএব এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার যথোপযুক্ত উত্তরসূরী।

سُورَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ (٩٣)

সূরাতুয্ যুহা-৯৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

১। *আল্লাহ্ নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

وَالضُّحٰى ۝٢

২। কসম উদ্ভাসিত পূর্বাহ্ণের।[৩৩৭২]

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٣

৩। *এবং রাত্রির (কসম), যখন অন্ধকার ছেয়ে যায়,[৩৩৭৩]

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٤

৪। তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্টও হন নি।[৩৩৭৪]

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝٥

৫। এবং নিশ্চয় পরবর্তী অবস্থা[৩৩৭৫] তোমার জন্য পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উৎকৃষ্টতর।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝٦

৬। এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালক শীঘ্রই তোমাকে (এত) দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٧

৭। তিনি কি তোমাকে এতীম পান নি এবং (নিজ রহমতের ছায়াতলে) আশ্রয় দেন নি?[৩৩৭৬]

দেখুন ঃ ক ১ঃ১ খ. ৮১ঃ১৮।

৩৩৭২। 'উদ্ভাসিত পূর্বাহ্ন'-এর তাৎপর্য হতে পারে, ইসলামের উদয় ও উন্নতি। এই পূর্বাহ্ন দ্বারা ঐ নির্দিষ্ট প্রাতঃকালকেও বুঝাতে পারে, যে প্রাতঃকালে মহানবী (সঃ) দশ সহস্র পবিত্র যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী নেতা হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং কা'বা গৃহকে পৌত্তলিকতার আবর্জনা থেকে মুক্ত করলেন।

৩৩৭৩। 'রাত্রি' দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের ক্রমাবনতি ও অধঃপতনকে নির্দেশ করেছে। 'রাত্রি' বলতে ঐ রজনীকেও বুঝাতে পারে, যার অন্ধকারে মহানবী (সঃ) গৃহত্যাগ করে আবু বকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে সওর গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মক্কা ত্যাগের রাত্রি এবং মক্কা বিজয়ের দিবস এই দু'টি অনন্য ঘটনা, মহানবী (সঃ)-এর সারা জীবনের তথ্যবহুল, ঘটনাসমৃদ্ধ, উত্থান-পতনের ইতিহাসকে আমাদের মানসপটে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরে।

৩৩৭৪। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত্রি, তাঁর বড় বড় বিজয় ও সাময়িক বিফলতা তাঁর আনন্দ ও কষ্ট, তাঁর প্রার্থনাপূর্ণ রাত্রি ও কর্মমুখর দিন, এই সবই সাক্ষ্য দান করে যে, আল্লাহ্ সর্বদা তাঁর সাথেই ছিলেন।

৩৩৭৫। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, পূর্ববর্তী মুহূর্ত থেকে উত্তম ছিল।

৩৩৭৬। বাস্তবতার নিরিখে যেমন, মহানবী (সঃ) এতীম ছিলেন তেমনি এতীমের জন্য ছিলেন আদর্শ। তাঁর এতীমাবস্থা ছিল চরম পর্যায়ের। পিতা মারা গেলেন জন্মের পূর্বেই, মাতা মারা গেলেন ছয় বৎসরের সময়। আর দাদা আব্দুল মুত্তালিব, যিনি মাতৃহীন নাতির অভিভাবকত্ব কাঁধে নিলেন তিনিও চলে গেলেন মাত্র দু'বছর পরেই। অতঃপর গরীব চাচার উপরেই পড়লো তাঁর লালন-পালনের ভার। পিতা-মাতার স্নেহ-বঞ্চিত ছিলেন বালক মুহাম্মদ। পরে যিনি সকলের সহায় হলেন, তিনি তাঁর নিজের শৈশব-কৈশোরে ছিলেন কী নিদারুণভাবে অসহায়! তথাপি তিনি ছোট-বড় সকলের স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন, সঙ্গী-সাথী, সমবয়স্কদের সকলের কাছে তিনি ছিলেন অতি আদরের বিশ্বস্ত বন্ধু। নিজের জীবদ্দশায় যে অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি পেয়েছেন, তার তুলনা মানবেতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর তিরোধানের শত শত বৎসর পরেও কোটি কোটি মানুষের মনের মণিকোঠায় তিনি যে শ্রদ্ধার ও ভালবাসার স্থায়ী আসন লাভ করেছেন ও করে যাচ্ছেন, নারীর জঠরে জন্মগ্রহণকারী কোন মানুষ তা অতীতেও পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না।

৮। এবং তিনি তোমাকে (ঐশী-প্রেম ও মানব-প্রেমে[৩৩৭৭]) আত্মহারা পেলেন, অতঃপর তিনি (তোমাকে খোদাপ্রাপ্তির ও মানব সংশোধনের জন্য) হেদায়াত দান করলেন। وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٨﴾

৯। এবং তিনি তোমাকে অভাব-গ্রস্ত পেলেন, অতঃপর সম্পদশালী করলেন।[৩৩৭৮] وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٩﴾

১০। অতএব এতীমের প্রতি তুমি কঠোর হয়ো না, فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿١٠﴾

১১। এবং সাহায্যপ্রার্থীকে তুমি তিরস্কার করো না, وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١١﴾

১২। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের যে নেয়ামত (তোমার উপর) রয়েছে তুমি অবশ্যই (অন্যের নিকট) তা বর্ণনা কর।[৩৩৭৯] وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١٢﴾

১
[১২]
১৮

৩৩৭৭। 'যাল্লা' (ভালবাসায় আত্মহারা) অর্থঃ তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পথ পাচ্ছিলেন না, তিনি ভালবাসায় আত্মাহারা হয়ে কি যেন খুঁজছিলেন এবং বিরামহীনভাবে খুঁজছিলেন (লেইন)। 'যাল্লা' শব্দের বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হতে পারেঃ (১) মহানবী (সঃ) সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁর কাছে শরীয়ত অবতীর্ণ করে আল্লাহ্কে পাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন, (২) তিনি হতবুদ্ধি অবস্থায় তাঁর লক্ষ্যে পৌছবার পথ পাচ্ছিলেন না, আল্লাহ্ তাঁকে পথ দেখালেন, (৩) তিনি তাঁর হতভাগা জাতির ভালবাসায় আত্মহারা হয়ে তাদের মঙ্গলের পথ খুঁজছিলেন, আল্লাহ্ তাদের জন্য সর্বোত্তম পথ দেখিয়েছিলেন, (৪) তিনি বিশ্ববাসীর অগোচরে ছিলেন, আল্লাহ্ তাঁকে দেখলেন এবং মানবজাতিকে আল্লাহ্র কাছে পৌছাবার জন্য তাঁকে মনোনীত করলেন। অতএব 'যাল্লা' শব্দটি নবী করীম (সঃ)-এর জন্য নিন্দাসূচক না হয়ে প্রশংসাসূচকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পথভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট অর্থে এই শব্দটি মহানবী (সঃ)-এর জন্য ব্যবহৃত হতেই পারে না, কারণ কুরআনের অন্যত্র (৫৩ঃ৩) তাঁকে ভ্রান্তিমুক্ত ও প্রথভ্রষ্টতা-মুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু, সূরার শেষ ছয়টি আয়াত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ আয়াত ৭,৮,৯-এর সঙ্গে আয়াত ১০,১১,১২, ক্রমিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। আয়াত ৮-এর 'যাল্লা' আয়াত ১১-এর 'সায়েল' শব্দের সাথে সম্পর্কিত হয়ে 'যাল্লার' অর্থকে পরিষ্কার করে দিয়েছেঃ 'যে জন আল্লাহ্র সাহায্য চেয়েছে আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার পথ পাওয়ার জন্য; যে ব্যক্তি সঠিক পথ পাওয়ার উদ্দেশ্য সাহায্য চেয়েছে'। আয়াতটির অন্য অর্থঃ 'আল্লাহ্ তোমাকে তাঁরই অন্বেষণরত অবস্থায় পেলেন এবং তোমাকে তাঁর কোলে (সান্নিধ্যে) তুলে নিলেন'।

৩৩৭৮। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর জীবন আরম্ভ হয়েছে নিঃসম্বল এতীম হিসাবে। আর তাঁর জীবনের অবসান হয়েছে সমগ্র আরব দেশের একচ্ছত্র সম্রাট হিসাবে।

৩৩৭৯। সাত, আট ও নয় আয়াত তিনটিতে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরবর্তী ১০, ১১, ১২ আয়াতে তাঁকে এই মর্মে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন মানুষের প্রতি কৃপা ও অনুগ্রহ বিতরণ করে আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই উপদেশ তথা আদেশ নবী করীম (সঃ)-এর অনুসারীদের উপরও সমভাবে প্রযোজ্য।

সূরাতুল ইন্‌শিরাহ্-৯৪

(হিজরতের পুর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

যেহেতু এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত এবং ঐ সূরার বিষয়-বস্তুরই সম্প্রসারণ সেহেতু স্বভাবতঃই এটিও একটি মক্কী সূরা। এবং নবুওয়তের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে নাযেল হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাতে মহানবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্য পূর্তির ও ক্রমোন্নতির নিশ্চিত আশ্বাস বিবৃত হয়েছে এবং এই সূরাতে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন ও লক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যদ্বারা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ঐ লক্ষ্য শেষাবধি জয়যুক্ত হবেই। সত্যের প্রচারকদের 'মিশনের' অবস্থা এমনিতরই হয়ে থাকে। চিহ্নগুলি এইরূপঃ (ক) প্রথমতঃ তাঁর দাবীর সত্যতা ও অভ্রান্ততা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতীতি তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত থাকতে হবে এবং তা প্রচারের উপায়-উপকরণ থাকতে হবে, (খ) মানুষকে আকর্ষণ করার চুম্বকশক্তি তাঁর মাঝে থাকতে হবে, (গ) আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও সাহায্য তাঁর স্বপক্ষে ক্রিয়াশীল হতে হবে। এই সূরাতে, নবী করীম (সঃ)-এর মাঝে এইসব গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় রয়েছে বলে বিবৃত হয়েছে। অতএব তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হবেই।

رکوعها سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ مَكِّيَّةٌ (٩٤) اٰياتها

সূরাতুল্ ইন্‌শিরাহ্-৯৪

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ②

২। আমরা কি তোমার জন্য তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করি নি?

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ③

৩। আর তোমার উপর থেকে তোমার বোঝা অপসারিত করি নি,

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ④

৪। যা তোমার পৃষ্ঠ-দেশকে (প্রায়) ভেঙ্গে ফেলেছিল ?[৩৩৮০]

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ⑤

৫। এবং আমরা উন্নীত ও মহিমান্বিত করেছি[৩৩৮১] তোমার স্মরণকে।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥

৬। অতএব (জেনে রাখ), নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য,[৩৩৮২]

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑦

৭। (হ্যাঁ) নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে।

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ⑧

৮। অতএব যখনই তুমি অবসর হও, তখনই (আবার) কঠোর সাধনায় ব্রতী হও।

৩৩৮০। হযরত রসূলে পাক (সঃ)-এর উপর সকল মু'মিনকে হেদায়াত দেওয়ার এত বিরাট স্নায়ু-ছেঁড়া ও হাড়ভাংগা বোঝা চাপিয়েছিল যে, সৃষ্টি অবধি কোন মানব-সন্তানের উপর আর কখনও এতবড় বোঝা চাপেনি। দুর্বিনীত, অধঃপতিত, নীতিবিগর্হিত, বর্বর জাতিকে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলে উর্ধ্বগামী আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে উত্তোলন করা এবং তাদের মাধ্যমে অন্যায়-অবিচারে ও অজ্ঞানতা-কুসংস্কারে আপাদমস্তক নিমজ্জিত মানব-জাতিকে সুসভ্য পবিত্র মানুষে পরিণত করা যে কত বড় অসামান্য গুরুভার তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই দায়িত্বের গুরুভার তাঁকে একেবারে চূরমার করে দিত যদি না আল্লাহ্ তাঁর ভারকে নিজেই লঘু করে দিতেন।

৩৩৮১। এই সূরা নবুওয়তের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে নাযেল হয়েছিল, যখন মহানবী (সঃ) তাঁর আশেপাশের বাইরে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত, নন্দিত ও শ্রদ্ধাভাজন কৃতী ধর্মগুরুর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন। পৃথিবীতে ধর্মীয় বা জাগতিক এমন একজন নেতাও নেই যিনি মহানবী (সঃ)-এর ন্যায় স্বীয় অনুসারীদের কাছ থেকে এত অপরিসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করেছেন।

৩৩৮২। 'নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে' এই বাক্য পর পর দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় ইসলামকে যে কঠিন ও কঠোর সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে তন্মধ্যে দু'টি সময়ের ভীষণ কঠোরতা এর অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে একবার এর প্রাথমিক বৎসরগুলিতে এবং দ্বিতীয়বার আখেরী যামানার দজ্জালিয়তের যুগে। এই উভয় ক্ষেত্রেই, ইসলাম বিজয়ীর বেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এই আয়াত দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে, নবী করীম (সঃ) ও মুসলিম উম্মত যে সকল বিপদাবলীর সম্মুখীন হবেন, তা অস্থায়ী ধরনের হবে। সেই তুলনায় তারা যে কৃতকার্যতা লাভ করবেন, তা হবে স্থায়ী ও সুদূর-প্রসারী।

৯। *এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ কর।৩৩৮২-ক

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

দেখুন ঃ ক. ৭৩ঃ৯; ১১০ঃ৪।

৩৩৮২-ক। হযরত নবী করীম (সঃ)-কে সান্ত্বনা ও নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁর সম্মুখে আধ্যাত্মিক উন্নতির সীমাহীন পথ উন্মুক্ত রয়েছে। অতএব উপস্থিত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কৃতকার্য হয়েই তিনি যেন সন্তুষ্ট না হন, বরং এক চূড়া অতিক্রম করার পর, অপর চূড়ায় আরোহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং এইভাবে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ অতিক্রম করতে থাকেন। কেননা, পতিত মানবজাতিকে সুসভ্য জাগ্রত জনমানবে পরিণত করতে হলে এবং বিশ্বে আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করতে হলে, সর্বকালীন প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাতে বিরামের সুযোগ কোথায় ? আয়াতটির অন্য অর্থ এ-ও হতে পারে ঃ শিষ্যগণের শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ দানের কর্তব্য সমাপনান্তে এবং দৈনন্দিন জাগতিক কার্যাদি সম্পাদনের পর, তিনি যেন রাতভর সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র দিকে চিত্ত নিবিষ্ট করেন। কেননা, তাঁর আধ্যাত্মিক ভ্রমণ পথের কোন সীমা-পরিসীমা নাই।

সূরাতুত্ তীন-৯৫
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের প্রথম দিকেই মক্কায় নাযেল হয়েছে। হযরত ইব্নে আব্বাস ও যুবায়রের (রাঃ) অভিমত এটাই। নলডিকি সূরাটিকে সূরা 'বুরূজের' পরে পরেই স্থান দেন। পূর্ব সূরাটিতে জ্ঞান ও বুদ্ধির ভিত্তিতে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ)-এর মাঝে যেহেতু ঐ সকল গুণের সবটাই সম্পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে যার সঠিক প্রয়োগ মানবকে কৃতকার্যতার উচ্চতম শিখরে নিয়ে যায়, সেহেতু মহানবী (সঃ) নিশ্চিতভাবেই সুমহান ভবিষ্যতের অধিকারী হবেন। বর্তমান সূরাটিতে কয়েকজন খ্যাতনামা প্রেরিত পুরুষের দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক বলা হচ্ছে যে, উক্ত মহামানবগণের অবস্থাবলীর সাথে মহানবী (সঃ)-এর অবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে এবং সেই কারণে তিনিও তাঁদের মতই কৃতকার্য হবেন। ৮৯ নং সূরা থেকে ৯৪নং সূরা পর্যন্ত প্রতিটি সূরাতে একভাবে বা অন্যভাবে মহানবী (সঃ)-এর মদীনা গমনের কথা ও তৎপরবর্তী কৃতকার্যতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কোনটাতে প্রকারান্তরে, কোনটাতে পরোক্ষভাবে এবং কোনটাতে পরিষ্কারভাবে এই কথাটি রয়েছে। এই সূরাতে, ইশারা-ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ)-এর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ (٩٥)

সূরাতুত্ তীন-৯৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯ আয়াত এবং ১রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

২। কসম ডুমুর এবং জলপাইয়ের,[৩৩৮৩]

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ﴿٢﴾

৩। এবং [খ]সিনাই পর্বতের,[৩৩৮৩-ক]

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ﴿٣﴾

৪। এবং [গ]শান্তির আবাসস্থল এই শহরের;

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ﴿٤﴾

৫। নিশ্চয় আমরা মানবকে সৃষ্টি করেছি [ঘ]সর্বোৎকৃষ্ট সৃজন পরিকল্পনায়।।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٥﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫২ঃ২ গ. ৯০ঃ২ ঘ. ২৩ঃ১২-১৫।

৩৩৮৩। 'ডুমুর' 'জলপাই' 'সিনাই পর্বত' এবং 'এই শান্তির শহর'– এইগুলির কসম খেয়ে বলা হচ্ছে যে, নবী করীম (সঃ)-এর উদ্দেশ্য সফল হবার যে দাবী এই সূরাতে উত্থাপন করা হয়েছে তা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। 'ডুমুর' ও 'জলপাই' ঈসা (আঃ)-এর প্রতীক, 'সিনাই পর্বত' মূসা (আঃ)-এর প্রতীক এবং 'এই শান্তির শহর' মহানবী (সঃ)-এর প্রতীক। এই তিনটি আয়াতের মধ্যে বাইবেলের নিম্নোক্ত কথাগুলির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, 'সদা প্রভু সীনয় হইতে আসিলেন এবং সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; এবং পারাণ পর্বত হইতে আপন প্রতাপ প্রকাশ করিলেন' (দ্বিতীয় বিবরণ-৩৩ঃ২)। কোন কোন তফসীরকারের মতে, 'ডুমুর' বৌদ্ধ ধর্মের জন্য 'জলপাই' খৃষ্ট ধর্মের জন্য, 'সিনাই পর্বত' ইহুদী ধর্মের জন্য এবং 'এই নিরাপদ শহর' ইসলামের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের নৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ হওয়ার কারণে এই ব্যাখ্যাই মনে হয় সর্বোত্তম। এতে আদম (আঃ)-এর যুগকে 'ডুমুর' দ্বারা, নূহ (আঃ)-এর যুগকে 'জলপাই' দ্বারা, মূসা (আঃ)-এর যুগকে 'সিনাই পর্বত' দ্বারা এবং ' এই শান্তির শহর' দ্বারা মহানবী (সঃ)-এর ইসলামী সভ্যতার যুগকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা কুরআন ও বাইবেল দ্বারা সমর্থিত। বর্ণিত আছে যে, আদম ও হাওয়া যখন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলেন এবং নগ্ন হয়ে পড়লেন, তখন ডুমুরের পাতা দ্বারা নগ্নতা ঢাকলেন (আদি পুস্তক-৩ঃ৭)। নূহ (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, 'এবং কপোতটি সন্ধ্যাকালে তার নিকটে ফিরে আসে। আর দেখ, তার চঞ্চুতে জিত বৃক্ষের একটি নবীন পত্র ছিল, ইহাতে নোহ বুঝিলেন, ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে' (আদি পুস্তক-৮ঃ১১)। এটা স্বীকৃত সত্য যে, মূসা (আঃ) সিনাই পর্বতে শরীয়তের বাণী লাভ করেছিলেন। আর এ-ও সকলের জানা যে, ইসলামের পবিত্র জন্মভূমি আবহমান কাল থেকে আজও পর্যন্ত 'শান্তি ও নিরাপদ নগরী' বলে পরিচিত ও প্রমাণিত হয়ে আসছে। এই চারটি যামানার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে মানবসভ্যতার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, যার ফলে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও 'ডুমুর' মুসায়ী শরীয়তকে এবং 'জলপাই' ইসলামী শরীয়তকে বুঝাতে পারে, আর এই দু'টি প্রতীকি কসম বা সাক্ষ্যকে সমান্তরালভাবে দেখানোর জন্য 'সিনাই পর্বত' ও 'শান্তির নগরী'র নাম লওয়া হয়েছে।

৩৩৮৩-ক। 'সিনাই'-এর বহুবচন 'সিনীন'। এতে বুঝা যায় সিনীন বলতে কেবল একটা বিশিষ্ট পর্বতকে বুঝায় না, বরং একটা পর্বতমালাকে বুঝায়। এর একটিতে আল্লাহ্‌তাআলা মূসা (আঃ)-এর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ﴿٦﴾

৬। আবার আমরা তাকে (তার কর্মদোষে) হীন থেকে হীনতম স্তরে নামিয়ে দিই,[৩৩৮৪]

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ﴿٧﴾

৭। *কেবল তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে– তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ؕ﴿٨﴾

৮। সুতরাং এর পর 'বিচার' সম্বন্ধে কিসে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে?[৩৩৮৫]

১ [৯] ২০ ৯। আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ٪﴿٩﴾ ع ١ ٢٠

দেখুন ঃ ১১ঃ১২; ৪১ঃ৯; ৮৪ঃ২৬।

৩৩৮৪। পবিত্র ও বিমল প্রকৃতি নিয়ে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। তার মাঝে ভাল কাজ করার প্রবণতা থাকে। তবে তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে দেওয়া হয়েছে যাতে সে ইচ্ছামত নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। তাকে বহু প্রাকৃতিক শক্তি ও গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে যাতে সে অসামান্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করে ঐশী গুণরাশির প্রতিফলনকারীতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-নিচয় ও গুণাবলীকে অপব্যবহার করে সে পশুর স্তর থেকেও নীচে নেমে যেতে পারে, এমন কি শয়তানের অবতারে পরিণত হতে পারে। সংক্ষেপে, মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ করার অসামান্য সম্ভাবনা রয়েছে।

৩৩৮৫। মানুষকে বিরাট আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্তাআলা বার বার হযরত আদম, নূহ, মূসা (আঃ) ও মহানবী (সঃ)-এর মত মহামানবগণকে প্রেরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও, মানুষ যদি তার প্রকৃতিগত শক্তিসমূহের সদ্ব্যবহার না করে এবং যদি সে ঐশী-বাণীকে ও বাণীবাহকগণকে প্রত্যাখ্যান করে শত্রুতায় লিপ্ত হয় এবং সেই কারণে যখন সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তখন যুক্তিসঙ্গতভাবে এই কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে, এই জগতেও বিচার-দিবস রয়েছে এবং পরকালেও বিচার দিবস রয়েছে। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুবিচারক আল্লাহ্র আদেশাবলীকে অগ্রাহ্য করে কাজ করলে কেউই রেহাই পেতে পারে না এবং সেই আদেশাবলীকে অনুসরণ করে কাজ করলে কেউই পুরস্কৃত না হয়ে পারে না।

(এই সূরার শেষ আয়াত পাঠ করার পর 'বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ্ শাহিদীন' পাঠ করতে হয় যার অর্থ ঃ হাঁ, এবং আমিও এর উপর সাক্ষ্যদাতাগণের অন্তর্ভুক্ত)।

সূরাতুল্ 'আলাক-৯৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

সর্বস্বীকৃত অভিমত এই যে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত হেরা পর্বতগুহায় ধ্যানমগ্ন বিশ্ব-নবী (সঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ আল্লাহ্তাআলার প্রথম বাণী, যা হিজরতের ১৩ বৎসর পূর্বে ৬১০ খৃষ্টাব্দের রমযান মাসের শেষ দিকের একটি বেজোড় রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই 'সৌভাগ্য-রজনীতে' মহানবী (সঃ) যখন গুহার মেঝেতে অনন্তের ধ্যানে একেবারে তন্ময়, তখন এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়ে তাঁর হৃদয় কন্দরে গ্রথিত হয়ে যায়। এই আয়াতগুলি আল্লাহ্তাআলার করুণার প্রথম নিদর্শন যদ্বারা তিনি তাঁর প্রিয় দাসকে আপ্যায়িত করলেন (কাসীর)। পূর্ববতী সূরার সাথে এই সূরার যোগসূত্র আছে। পূর্ববর্তী সূরাটিতে বলা হয়েছে যে, আবহমান কাল থেকেই আল্লাহ্তাআলা তাঁর নবী-রসূলগণকে পাঠিয়ে আসছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত করে আসছেন। প্রথমে এলেন হযরত আদম (আঃ), তৎপর হযরত নূহ (আঃ)। এরপর ক্রমাগতভাবে বহু নবী আগমনের পর ইসরাঈলীগণের সর্বাপেক্ষা বড় নবী হযরত মূসা (আঃ) এলেন। আর অবশেষে এলেন খাতামুন্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। এই সূরাতে বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্ম যেরূপ ক্রমোন্নয়নের ধারাবাহিকতার ফল, তার আধ্যাত্মিক উন্নতিও তেমনি ক্রমোন্নয়ন ধারার ফল। যে সকল নবীর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী সূরাতে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে পৌছেছিলেন। আর, মহানবী (সঃ) তাঁর ব্যক্তি-সত্তায়, পূর্ণতম ও চরমতম আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠতম নমুনা।

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ (٩٦) اٰيَاتُهَا ٢٠ رُكُوْعُهَا ١

সূরাতুল 'আলাক্-৯৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١

২। তুমি পাঠ কর[৩৩৮৬] তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন–
اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ٢

৩। সৃষ্টি করেছেন[৩৩৮৭] মানবকে এক [খ]আঠালো রক্ত-পিণ্ড থেকে।
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٣

৪। তুমি পাঠ কর; কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম সম্মানিত,[৩৩৮৮]
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ٤

৫। যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন,[৩৩৮৯]
الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥

৬। [গ]শিক্ষা দিয়েছেন মানবকে যা সে জানতো না।
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٦

৭। না! প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিশ্চয় সীমালংঘন করছে,
كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ٧

৮। কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।
اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ٨

দেখুন ঃ ক.১ঃ১ খ. ২৩ঃ১৫; ৪০ঃ৬৮; ৭৫ঃ৩৯ গ. ৪ঃ১১৪; ৫৫ঃ৫।

৩৩৮৬। 'ইকরা' অর্থ পড়, আবৃত্তি কর, অন্যের কাছে বহন কর, ঘোষণা কর, সংগ্রহ কর ইত্যাদি। এইসব অর্থের সম্মিলিত তাৎপর্য হলোঃ কুরআন করীম বহুল পঠিত ও প্রচারিত হবে, একত্রে সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থে পরিণত হবে এবং বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত হবে। সৃষ্টিকর্তাকে এখানে 'রব্ব (প্রভু, প্রতিপালক, রক্ষাকর্তা ও পরিবর্ধনকারী) নামে অভিহিত করার মধ্যে এই তাৎপর্য রয়েছে যে, মানুষের নৈতিক উন্নতি ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মহানবী (সঃ)-এর আগমনে পূর্ণত্ব ও চরমত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

৩৩৮৭। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, মানব-প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা প্রোথিত রয়েছে। সেই কারণে এটাই স্বাভাবিক যে, এমন কেউ নিশ্চয়ই হবে যার মধ্যে এই ভালবাসার স্বাভাবিক গুণটি চরমাকারে ও পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে। তিনিই হলেন বিশ্বনবী (সঃ) যিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে দেহ-মন ও হৃদয়-আত্মা দিয়ে ভালবেসেছেন; তাঁর প্রতিটি শিরা-উপশিরা, প্রতিটি রক্তকণিকা, প্রতিটি অণু-পরমানু এই ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। 'ইনসান' শব্দটি সাধারণভাবে মানুষকে বুঝালেও এই আয়াতে 'পূর্ণতম মানব' মহানবী (সঃ)-কে বুঝিয়েছে।

৩৩৮৮। কুরআন যত বেশী বেশী পঠিত ও প্রচারিত হবে, আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা এবং মানবতার সম্মান ও মর্যাদা বিশ্বের বুকে তত বেশী স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

৩৩৮৯। এই আয়াতে এইরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলে মনে হয় যে, 'কলম' বিশ্ব-সভ্যতার ধারক-বাহক রূপে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন কলমের দ্বারা লিখিত আকার প্রাপ্ত হয়ে সঠিকভাবে সংরক্ষিত ও হস্তক্ষেপমুক্ত রয়েছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কুরআন-বাহিত ঐশী গুপ্ত তত্ত্বাবলী এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চায় কুরআনের উৎসাহ দান ইত্যাদি সভ্যতা-উদ্দীপক কর্মকাণ্ডে কলমই রেখেছে সর্বাধিক অবদান। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে, কুরআনের মত গ্রন্থ যা এমন এক জাতির মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা না জানতো কলমের মূল্য, না জানতো কলমের তেমন একটা ব্যবহার এবং যা এমন একজন মানুষের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল যিনি স্বয়ং লেখা-পড়া জানতেন না, সেই কুরআনে বার বার 'কলমের' উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। নিশ্চয় *তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সমীপেই প্রত্যাবর্তন।

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴿٩﴾

১০। তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে *বারণ করে

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿١٠﴾

১১। এক বান্দাকে[৩৩৯০] যখন সে নামায পড়ে ?

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١١﴾

১২। বলতো দেখি, যদি সে হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে,

أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١٢﴾

১৩। অথবা সে তাক্ওয়ার আদেশ দেয়– (তথাপি)?

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٣﴾

১৪। বলতো দেখি, যদি সে (বারণকারী ব্যক্তি সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে,

أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٤﴾

১৫। সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ (সব কিছু) দেখেন ?

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٥﴾

১৬। না, যদি সে বিরত না হয়, তা হলে আমরা অবশ্যই তার ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবো–[৩৩৯১]

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٦﴾

১৭। মিথ্যাবাদী, পাপাচারী ললাটের কেশগুচ্ছ।

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٧﴾

১৮। সুতরাং সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٨﴾

১৯। আমরাও আহ্বান করবো শাস্তির ফিরিশ্তাদেরকে।[৩৩৯২]

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٩﴾

২১ [২০] ১ সিজদাহ্-১৪

২০। না, তুমি এইরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করবে না, বরং তুমি সিজদা কর এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য অর্জন করতে থাক।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩ ﴿٢٠﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৩৬; ৫৩ঃ৪৩ খ. ২ঃ১১৫;৭২ঃ২০।

৩৩৯০। প্রত্যেক প্রার্থনাকারী মুসলমানের কথাই বুঝিয়েছে; বিশেষভাবে বিশ্ব-নবী (সঃ)-কে।

৩৩৯১। ১০ থেকে ১৮নং আয়াতগুলি প্রত্যেক উদ্ধত ও নিষ্ঠুর কাফিরের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হলেও, কিছুসংখ্যক তফসীরকার এই আয়াতগুলিকে তৎকালীন মক্কার কুরাইশ নেতা আবূ জাহ্লের প্রতি নির্দিষ্টভাবে আরোপ করেছেন। নবী করীম (সঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে উত্যক্ত করা, প্রতিটি কাজে বাধা দান ও নির্যাতন করার ব্যাপারে সে ছিল সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। তার হুকুমে, ইসলামে দীক্ষিত কয়েকজন কৃতদাসকে, মাথার চুল ধরে টেনে টেনে, মক্কার রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শনী করে ভীতি-সঞ্চার করা হতো। বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পরাজয়ের পর, আবূ জাহ্লসহ মৃত কুরায়শ নেতাদেরকে অনুরূপভাবে চুল ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গর্তে প্রোথিত করা হয়। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে মক্কা নগরীতে অসহায়, দুর্বল, অল্প সংখ্যক মুসলমানকে যে ভীষণ নির্যাতন করা হয়েছিল, এটা ছিল তার যথাযোগ্য শাস্তি।

৩৩৯২। 'যাবানিয়া' অর্থ অস্ত্রধারী কর্মকর্তা বা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা দোযখের দ্বাররক্ষী ফিরিশ্তা, শাস্তিদানের ফিরিশ্তা (লেইন)।

সূরাতুল্ কাদ্‌র-৯৭
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল প্রসঙ্গ

কোন কোন ব্যাখ্যাকারী মনে করেন যে, এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই ধারণা ভুল। কেননা, এইরূপ ধারণা সকল ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত। এটি সুনিশ্চিতভাবে মক্কী সূরা; নবুওয়তের প্রথম বৎসরগুলির মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস, ইব্‌নে যুবায়ের ও হযরত আয়েশার (রাঃ) মত মনীষীগণও এই অভিমত পোষণ করতেন। নলডিকি একে ৯৩ নং সূরার পরেই স্থান দিয়েছেন, যা নবুওয়তের অতি প্রাথমিক কালের সূরা। পূর্ববর্তী সূরাতে আল্লাহ্‌তাআলা বিশ্ব-নবী (সঃ)-কে কুরআন পাঠের আদেশ দান করে এর শিক্ষা ও বাণীকে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা ও প্রচার করার তাগিদ দিয়েছেন। এই সূরাতে কুরআনের মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও কল্যাণবর্ষিতার কথা বলা হয়েছে এবং প্রারম্ভেই কুরআনের অবতরণের রাত্রিকে 'লায়লাতুল কাদ্‌র' (ফয়সালার মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই ফয়সালা-রজনী বা সৌভাগ্য-রজনী কুরআনের ৪৪ঃ৪ আয়াতে 'বরকতপূর্ণ রাত্রি' বলে বর্ণিত হয়েছে। 'বিসমিল্লাহ্' ব্যতীত এই সূরাতে মাত্র পাঁচটি আয়াত রয়েছে, কিন্তু এগুলির বক্তব্য ও অর্থের মধ্যে সুগভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে।

رکوعها ١ سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ (٩٧) اٰياتها ٦

সূরাতুল কাদ্‌র-৯৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহর নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ②

২। নিশ্চয় আমরা ইহা 'লায়লাতুল[৩৩৯৩] কাদ্‌র'-এ[৩৩৯৪] (ফয়সালার রজনীতে) নাযিল করেছি।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ③

৩। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করবে যে, 'লায়লাতুল কাদ্‌র' কী ?[৩৩৯৫]

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ④

৪। 'লায়লাতুল কাদ্‌র' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।[৩৩৯৬]

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ⑤

৫। এতে [ক]ফিরিশ্‌তাগণ এবং মহান রূহ[৩৩৯৭] [খ]সকল বিষয়ে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের হুকুম সহ নাযিল হয়।

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৩; ৪০ঃ১৬ খ. ৪৪ঃ৫।

৩৩৯৩। 'লায়্‌ল' এবং 'লায়লাহ্‌' দু'টি শব্দই সাধারণভাবে রাত্রি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত অভিধান-বিশারদ মারযুকীর মতে 'লায়্‌ল' হলো দিনের (নাহার) বিপরীত শব্দ। 'আল্‌ লায়্‌লাহ্‌' হলো দিবাকালের 'ইয়াওম'-এর বিপরীত শব্দ। 'লায়লাহ্‌' বলতে ব্যাপক সময়কে বুঝায়। 'লায়্‌ল' ও 'নাহার' শব্দের মধ্যে তেমন ব্যাপকতা নাই। কুরআনে 'লায়লাহ্‌' শব্দটি আটবার ব্যবহৃত হয়েছে (২ঃ৫২; ২ঃ১৮৮; ৪৪ঃ৪; ৭ঃ১৪৩ এ দু'বার; আলোচ্য আয়াতে (তিনবার) এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহা কুরআনের নুযূল সম্পর্কিত কিংবা তদনুরূপ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, এই শব্দটি কুরআন নাযেলের রাত্রিসমূহের উচ্চতম মর্যাদা, মহিমা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে।

৩৩৯৪। 'কাদ্‌র' অর্থ মূল্য, প্রাচুর্য, মর্যাদা, অনুশাসন, ভাগ্য, ক্ষমতা, সঠিক অনুমান করা, অবধারিত ও ফয়সালা করা (মুফরাদাত ও লেইন)। 'কদ্‌র' ও লায়্‌লাহ্‌ শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে, আয়াতটির অর্থ হতে পারেঃ কুরআন এমনি একটি রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল যে রাত্রটিকে বিশেষ ঐশী শক্তি প্রকাশ করবার জন্য, পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। অথবা এটি এমনই একটি রাত্রি যার মূল্য সমবেত অন্যান্য সকল রাত্রির একত্রীভূত মূল্যের সমানও অথবা এটি এমনই একটি রাত্রি যার মান-মর্যাদা, সম্মান-সম্ভ্রম ও মাহাত্ম্য-মহিমা তুলনাহীন। অথবা এটি এমনই রাত্রি যা সর্ব প্রকারের প্রাচুর্যে ভরপুর, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটানোর সব কিছুই এতে প্রচুর পরিমাণে মজুদ রয়েছে।

৩৩৯৫। এই লায়লাতুল কদ্‌রের নেয়ামত ও আশিস গণনাতীত।

৩৩৯৬। 'আল্‌ফ' (হাজার) আরবী গণনার উচ্চতম সংখ্যা। অসংখ্য বা গণনাতীত বুঝাতেও 'আল্‌ফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ এই ফয়সালার মর্যাদাপূর্ণ রজনী বা সৌভাগ্য-রজনী অসংখ্য মাসের চাইতে উত্তম। অর্থাৎ নবী করীম (সঃ)-এর যুগ অন্যান্য সকল যুগের চাইতেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এই কথার প্রতি এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখনই মুসালমানদের প্রয়োজন হবে, তখনই তাদের মধ্যে ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে। এক হাজার মাস প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময় এবং মহানবী (সঃ) বলেছেন, প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে তাঁর উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলা একজন করে সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটাতে থাকবেন, যিনি ইসলামের সংস্কার সাধন করবেন এবং তাতে নবজীবন ও নবজাগরণের সঞ্চার করবেন (আবূ দাউদ, কিতাবুল মোলাহেম)।

৩৩৯৭। 'রূহ্‌' অর্থ এখানে নূতন-চেতনা, নবজাগরণ, উৎসাহ-উদ্দীপনা, নব-সংকল্প। ফয়সালার মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে আল্লাহ্‌র

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

৬। (তখন) পূর্ণ শান্তি[৩৩৯৮] বিরাজমান, তা (বিরাজমান থাকে) ঊষার উদয় হওয়া পর্যন্ত।[৩৩৯৮-ক]

ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র মা'মূর বা প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারককে সত্যের বাণী প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সাহায্য করতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর অনুসারীগণ নূতন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবজাগরণের ডাকে সাড়া দিয়ে ঐশী-বাণীকে প্রচার ও প্রসার করার কাজে ব্রতী হন।

৩৩৯৮। নবী-রসূল বা ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাবের সময়ে মু'মিনদের শত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়, কিন্তু তাদের মনে এমন অপূর্ব ও অনির্বচনীয় এক প্রশান্তি নেমে আসে যা সকল পার্থিব সুখ-দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়ে ঐশী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করতে থাকে।

৩৩৯৮-ক। 'ঊষার উদয়' দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার -নিপীড়নের আঁধার রজনীর অবসান ও সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধির ঊষা বা শুভক্ষণকে বুঝায়।

সূরাতুল বাইয়্যেনাহ্-৯৮

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল ও প্রসঙ্গ

বিশেষজ্ঞগণ এই সূরাটির অবতরণ-কাল নিয়ে মতভেদ করেছেন। ইব্নে মারদাওয়াই বলেছেন, হযরত আয়েশা(রাঃ)-এর মতে এটি মক্কায় নাযেল হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এই সূরা হিজরতের পর অল্পদিনের মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনায় অধিকাংশের মতে আয়েশা(রাঃ)-এর অভিমতই সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরাতে কুরআনের অবতরণ ও এর অতুলনীয় সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এই সূরাতে কুরআন যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে যাচ্ছে, সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, যদি কুরআন অবতীর্ণ না হতো, তা হলে কিতাবধারীরা ও অবিশ্বাসীরা অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকতো এবং অন্যায়-অবিচার ও পাপকার্যে লিপ্ত থাকতো, মুক্তির কোন পথ তারা খুঁজে পেত না। নবী করীম (সঃ)-ই তাদেরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বের করে সত্য-বিশ্বাস ও পুণ্যের প্রশস্ত পথে পরিচালিত করেছেন।

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ (٩٨) رُكُوعُهَا ١ آيَاتُهَا ٩

সূরাতুল্ বাইয়্যেনাহ্-৯৮

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহর নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের[৩৩৯৯] মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করেছে, তারা (অস্বীকারে) কখনও বিরত হতো না তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ না আসা পর্যন্ত–

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ②

৩। [ক]আল্লাহ্র তরফ থেকে একজন রসূল, যে পবিত্র-পরিশ্রুত কিতাবসমূহ আবৃত্তি করে,

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ③

৪। যার মধ্যে (সন্নিবেশিত) রয়েছে চিরস্থায়ী শিক্ষাসমূহ,[৩৪০০]

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ④

৫। এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরেই বিভিন্ন [খ]ফির্কায় বিভক্ত হয়েছে।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ⑤

৬। অথচ তাদেরকে কেবল এ আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে, [গ]আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একান্ত করে– একনিষ্ঠভাবে, এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে, আর ইহাই সঠিক চিরস্থায়ী ধর্ম (দীন)।[৩৪০০-ক]

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ⑥

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৬৫; ৬২ঃ৩ খ. ৪২ঃ১৫; ৪৫ঃ১৮ গ. ৪০ঃ১৫।

৩৩৯৯। কুরআন কাফিরদেরকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেছে- কিতাবধারীগণ ও পৌত্তলিকগণ (যারা কোন ঐশী ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না)।

৩৪০০। পূর্বকালের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যা ভাল, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী এবং যেসব শিক্ষা চিরকল্যাণকর ছিল, তার মর্ম ও সারাংশ কুরআন করীমে এসে গেছে। তদুপরি, যে সকল শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও উন্নতির জন্য অতীব প্রয়োজনীয় অথচ পূর্বেকার ঐশী কিতাবসমূহে ছিল না, সেগুলিও কুরআনে সংযোজিত হয়েছে। সকল সত্য মতাদর্শ, নীতিমালা, অধ্যাদেশ ও নির্দেশাবলী যা মানুষের স্থায়ী কল্যাণে নিশ্চিত অবদান রাখে, তার সাকল্যই কুরআনে স্থান পেয়েছে। কুরআন যেন অপর সকল ধর্মগ্রন্থের উপর অভিভাবকত্ব করছে এবং যে সকল দোষ ত্রুটি ও মলিনতা ঐসব গ্রন্থে কালস্রোতে প্রবেশ করেছে, সেগুলিকে পরিষ্কার করেছে এবং স্বয়ং অবিকল ও অবিকৃত রয়েছে।

৩৪০০-ক। 'দীন' অর্থ আজ্ঞানুবর্তিতা, প্রভুত্ব, শাসন-কর্তৃত্ব, পরিকল্পনা, ধর্মপরায়ণতা, রীতি-নীতি, প্রতিদান ও প্রতিফল, ন্যায়-বিচার, ব্যবহার বা চাল চলন (মুফরাদাত ও লেইন)।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦

৭। নিশ্চয় আহ্‌লে কিতাব এবং মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে (পতিত) হবে– তাতে দীর্ঘকাল বাস করবে। এরাই সৃষ্টির নিকৃষ্টতম।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧

৮। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে– এরাই সৃষ্টির সর্বোত্তম।

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٨ ع ١٣

৯। তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্নিধানে– *চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যার নিম্নদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর[৩৪০১] প্রতি সন্তুষ্ট। ইহা *তারই জন্য, যে স্বীয় প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে।

১ [৯] ২৩

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৭২; ১৩ঃ২৪; ১৬ঃ৩২; ৩৫ঃ৩৪ খ. ৩৬ঃ১২; ৫৫ঃ৪৭।

৩৪০১। মানুষের কামনা-বাসনা যখন আল্লাহর ইচ্ছার সাথে স্থায়ীভাবে অভিন্ন ও একস্থ হয়ে যায়, তখনই তার চরম আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়।

সূরাতুয্ যিল্যাল-৯৯

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরার অবতরণ-কাল ও স্থান সম্বন্ধে কিছু মতভেদ রয়েছে। মুজাহিদ, আতা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মত বুযুর্গানদের অভিমত: এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্যেরা বলেন, ইহা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ অভিমতটি ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক নয়। পূর্ববর্তী সূরাটিতে বলা হয়েছিল যে, নবী করীম (সঃ)-এর সময়ে বিরাট ও বৈপ্লবিক নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হবে। এই সূরাতে বলা হয়েছে, আখেরী যমানায় ঠিক অনুরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে, যখন বিশ্ব নবী (সঃ)-এর মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ) আবির্ভূত হবেন। তখন সকল মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠবে নব নব আবিষ্কারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন উদ্ভাবনীতে সবকিছুর আকৃতি-প্রকৃতিই বদলে যাবে। মানুষের আদর্শও এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করবে।

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَكِّيَّةٌ

সূরাতুয্ যিল্যাল-৯৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। ক আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ②

২। যখন পৃথিবী তার (প্রচণ্ড) কম্পনে প্রকম্পিত হবে,৩৪০২

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ③

৩। এবং পৃথিবী তার বোঝা উদ্গীরণ করবে,৩৪০৩

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ④

৪। আর মানুষ বলবে, 'এর হলো কী ?'৩৪০৪

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ⑤

৫। সেদিন সে তার যাবতীয় সংবাদ বলে দিবে,৩৪০৫

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ⑥

৬। কেননা, তোমার প্রভু-প্রতিপালক তার প্রতি ওহী করবেন,৩৪০৬

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ⑦

৭। সেদিন মানুষ দলে দলে৩৪০৭ বের হয়ে আসবে যেন তাদেরকে তাদের কর্মসমূহ দেখানো হয়।৩৪০৮

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ⑧

৮। খ সুতরাং যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও পুণ্যকর্ম করেছে সে তা দেখতে পাবে।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৪ঃ১২৪-১২৫; ১৭ঃ৮; ২৮ঃ৮৫; ৪১ঃ৪৭।

৩৪০২। সমগ্র বিশ্বই প্রচণ্ড ধরনের অভ্যন্তরীণ আলোড়ন ও উত্থান-পতনের অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে।

৩৪০৩। (ক) ভূগর্ভ উন্মুক্ত করা হবে এবং পৃথিবী নিজ গর্ভস্থ খনিজ সামগ্রী ও ধন-দৌলত বের করে দিবে, (খ) সর্ব প্রকার প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা, বিশেষ করে ভূ-বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষেত্র বহুলাংশে বিস্তৃতি লাভ করবে।

৩৪০৪। অসংখ্য সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও নব নব আবিষ্কার মানুষকে এমনভাবে তাক্ লাগিয়ে দিবে যে, সে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলে ওঠবে, পৃথিবীর হলো কী?

৩৪০৫। নবী করীম (সঃ)-কে আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'গোপনে কৃত-কর্মও তখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে' (তিরমিযী)। সংবাদ মাধ্যমের এত বাহুল্য হবে যে, কোন কাজ গোপন রাখা সম্ভব হবে না।

৩৪০৬। পৃথিবী তার ধন-সম্পদ বের করে দিবে, কেননা প্রতিপালক-প্রভু তাকে এরূপ করতে আদেশ দিয়ে রেখেছেন। 'আওহা' অর্থ সে আদেশ দিল (আকরাব)।

৩৪০৭। শেষ যুগে মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দল, কোম্পানী, সমিতি, ইত্যাদি গঠন করবে। তা ছাড়া রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ও আদর্শভিত্তিক দল ও দেশগুলি জোটভুক্ত হয়ে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

৩৪০৮। ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধি একত্রীভূত করে সমষ্টিগত ও সমবেত প্রচেষ্টা চালাবে, যাতে তাদের সম্মিলিত গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি এবং সম্মিলিত শ্রম, তাদের জন্য উত্তম ফল দিতে পারে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

৯। আর যে এক অণু পরিমাণও মন্দকর্ম করেছে সে তা দেখতে পাবে।[৩৪০৯]

১ [৯] ২৪

৩৪০৯। মানুষের ছোট-বড় কোন কাজই বৃথা যায় না; অবশ্য-অবশ্যই তা ফল দান করে থাকে।

সূরাতুল 'আদিয়াত-১০০

(হিজরতে পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

জাবির, ইকরিমা এবং ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) এই অভিমত রাখেন যে, এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলির অন্তর্গত। ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সঃ)-এর প্রাথমিক সাহাবীগণের অন্যতম এবং কুরআনের সূরাসমূহের অবতীর্ণ-কাল সম্বন্ধে প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞ। সময়ের দিক থেকে এই সূরার স্থান পূর্ববর্তী সূরার অব্যবহিত পরে। পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরাতে, নবী করীম (সঃ)-এর সময়কালের অবস্থা এবং শেষ যুগের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সূরাতুয্ যিলযালে, শেষ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসামান্য ও অভূতপূর্ব উন্নতির কথা, বিশেষতঃ ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে এবং এ-ও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। বর্তমান আলোচ্য সূরাটিতে মহানবী (সঃ)-এর সাহাবীগণের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা এবং কঠিন প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে তাদের কুরবানী ও আত্ম-বিসর্জনের বিষয় বিবৃত হয়েছে। সুফীগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, এই সূরা ঐ সকল নিবেদিত প্রাণ ধর্মপরায়ণ মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করছে যাঁরা নিজেদের ইন্দ্রিয়াসক্তি ও বদভ্যাসসমূহ দমন করবার জন্য ক্রমাগত আত্মসংযমের জিহাদ করতে থাকেন, যার ফলস্বরূপ তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ঐশী জ্যোতিঃ লাভ করে থাকেন।

সূরাতুল্ 'আদিয়াত-১০০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ②

২। কসম উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বারোহী দলসমূহের,[৩৪১০]

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ③

৩। অতঃপর তাদের (কসম) যাদের ঘোড়াগুলো ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি-স্ফূলিংগ স্ফূরিত করে,[৩৪১১]

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ④

৪। এবং যারা প্রভাত কালে আক্রমণ করে,[৩৪১২]

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ⑤

৫। অতঃপর তদ্বারা যারা ধূলির মেঘ উড়ায়,[৩৪১৩]

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑥

৬। এবং এতদ্সঙ্গে তারা (শত্রুর) সৈন্যব্যূহে ঢুকে পড়ে।[৩৪১৪]

৩৪১০। যাঁরা অশুভ চক্র ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করার ব্রত অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে কতইনা ভালবাসেন! এমনকি আল্লাহ্ ঐ যোদ্ধাগণের সাজ-সরঞ্জামকে পর্যন্ত ভালবাসেন। তার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্তাআলার সেই সব যোদ্ধাদের নামে, এমনকি তাদের বাহন অশ্বগুলির নামে পর্যন্ত শপথ করছেন। 'আদিয়াত' অর্থ যোদ্ধার দল ও তাদের অশ্বগুলি। আয়াতটি সেই সাহাবীগণের ভূয়সী প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনা প্রদান করছে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় প্রাণপণ যুদ্ধ করে সহাস্য বদনে শাহাদত বরণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। আয়াতটি বলছে যে, তাঁরা অসীম সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে বীরবিক্রমে অগ্রসর হন। তাঁরা এই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন যে, হয় জয়ী হবেন নয় তো আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ করবেন। আয়াতটি তাঁদের অশ্বের ক্ষিপ্রগতি ও তাঁদের আক্রমণের অপ্রতিরোধ্য তীব্রতার প্রশংসা করছে। এই সব ঐশী-বাণী ঐ সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন মুসলমানদের কাছে কোন ঘোড়া ছিল না। বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যের কাছে মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিল, একটি ছিল হযরত মিকদাদের আর অপরটি ছিল হযরত যুবায়রের। আয়াতটি মূলতঃ একটি ভবিষ্যদ্বাণী যে, মুসলমানেরা শীঘ্রই অশ্বাধিকারী সেনা শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন বুযূর্গ 'আদিয়াত' 'মূরিয়াত' ও 'মুগীরাত' শব্দত্রয়কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত ইব্বনে আব্বাসের মতে এই শব্দগুলি হজ্জের সময়ে যে উটের সারি মক্কাভিমুখী হয়ে দৌঁড়াতে থাকে, তাকেই বুঝিয়েছে। 'রূহুল মায়ানী' নামক গ্রন্থের রচয়িতার মতে এই শব্দগুলি মুসলিম অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ ও তাঁদের অশ্বগুলিকে বুঝিয়েছে। সূফী শ্রেণীর অনেকে বলেছেন, এইগুলি হলো আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীগণের দ্রুতগতিতে তাদের স্রষ্টা ও প্রভুর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ধাবিত হওয়ার বিবরণ বিশেষ।

৩৪১১। মুসলিম যোদ্ধাদের ঘোড়াগুলি বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হয়, ওদের ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ইহা আল্লাহ্র রাস্তায় মুসলমানদের যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহাতিশয্য ও উদ্দীপনাকে বুঝাচ্ছে।

৩৪১২। বীর যোদ্ধা মুসলমানগণ শত্রুর অসাবধানতার সুযোগে চুপিসারে আক্রমণ করে বাজিমাৎ করতে চায় না। বরং তারা বীরের মত সম্মুখ সমরে লিপ্ত হতে চায়। সেই বীর পুরুষগণ রাত্রির অসাবধানতার সুযোগ সন্ধান না করে সকাল বেলায়, উজ্জ্বল আলোতে যুদ্ধে নামে এবং ছলনা ও চাতুরী পরিহার করে সাহসিকতার সাথে যথার্থভাবে যুদ্ধ করে।

৩৪১৩। মুসলিম সেনাদলের আক্রমণ এতই তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য হতো যে, তাদের অশ্বের ক্ষিপ্র পদাঘাতে উত্থিত ধূলাবালু দিগন্ত পর্যন্ত ছেয়ে ফেলতো।

৩৪১৪। মুসলিম যোদ্ধারা ব্যক্তিবিশেষকে কিংবা দুর্বল স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে আক্রমণ করতো না। তারা সম্মিলিতভাবে শত্রুর সম্মিলিত বাহিনীকে আক্রমণ করে তাদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে পড়তো যে, শত্রু-সেনার কেন্দ্রস্থলে তারা আঘাত হানতো।

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝٦

৭। নিশ্চয় মানব তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝٧

৮। এবং নিশ্চয়ই সে (নিজেই) এর উপর সাক্ষী।

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨

৯। এবং নিশ্চয়ই সে *ধন-সম্পদের লালসায় ভীষণ আসক্ত।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩

১০। তবে সে কি জানে না, কবরে যা আছে তা যখন উত্থিত করা হবে,[৩৪১৫]

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠

১১। এবং বক্ষদেশে যা কিছু (গোপন) আছে তা বের করে আনা হবে?[৩৪১৬]

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝١١

১২। নিশ্চয়ই সেদিন তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হবেন।[৩৪১৭]

১ [১২] ২৫

দেখুন ঃ ক. ৮৯ঃ২১।

৩৪১৫। কাফিরদের মাঝে জীবনের স্পন্দন আছে বলে মনে হয় না। তারা সকলে তাদের গৃহরূপী কবরে শায়িত রয়েছে। কিন্তু অচিরেই তারা ইসলামের বিরোধিতায় জেগে উঠবে এবং মহানবী (সঃ)-কে আক্রমণ করার জন্য বহু মাইল দূরবর্তী মদীনা পর্যন্ত গমন করবে।

৩৪১৬। ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

৩৪১৭। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন। তিনি তাদের কুকর্মের শাস্তি নিশ্চয়ই দিবেন।

সূরাতুল কারি'আ-১০১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল ও প্রসঙ্গ

এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রারম্ভিক কালের সূরা । কুরআনের তফসীরকারদের সকলেরই এই অভিমত। নলডিকি ও মূইর একই মত পোষণ করেন। সূরাতুয্ 'যিল্যালের' মত এই সূরাও শেষ যুগের বিশ্ব কাঁপানো মহাবিধ্বংসী ঘটনাবলী ও বিপ্লবাদির অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সাবলীল বিবরণ প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী সূরাটিতে অশুভ শক্তিচক্রের বিরুদ্ধে মহানবী (সঃ)-এর সাহাবীগণের জীবনপণ সংগ্রামের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য সূরাটি সমভাবে বিচার-দিবসের তথা কিয়ামতের উপরও প্রযোজ্য হতে পারে, কেননা অবিশ্বাসীদের জন্য এর চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক ও ভয়াবহ দিন আর হতে পারে না।

اٰيَاتُهَا ١٢ (١٠١) سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعُهَا ١

সূরাতুল্ কারি'আ-১০১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। সেই বিষম বিপদ!	اَلْقَارِعَةُ ②
৩। সেই বিষম বিপদ কী ?[৩৪১৮]	مَا الْقَارِعَةُ ③
৪। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে, সেই বিষম বিপদ কী ?[৩৪১৯]	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ④
৫। যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গ-পালের মত হয়ে পড়বে,	يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ⑤
৬। এবং পর্বতগুলি হবে ধূনিত পশমের ন্যায়,[৩৪২০]	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ⑥
৭। অতএব [ক]যার (পুণ্যকর্মের) পাল্লা ভারী হবে,[৩৪২১]	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑦
৮। সে থাকবে সন্তোষজনক অবস্থায়।	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑧
৯। কিন্তু [খ]যার পাল্লা হালকা হবে,	وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑨

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৯; ২৩ঃ১০৩; খ. ৭ঃ১০; ২৩ঃ১০৪।

৩৪১৮। 'কারে'আ-এর সঙ্গে 'আল্' উপসর্গটি সংযুক্ত হয়ে 'বিষম বিপদকে' নির্দিষ্ট করা ছাড়াও এর ভয়াবহতা প্রকাশ করছে। তদুপরি, 'মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে বুঝাচ্ছে যে, এই 'বিষম বিপদ' সত্যিকারভাবে মহা-বিধ্বংসী ও জগদ্ব্যাপী হবে।

৩৪১৯। এই মহাবিপদ এতই ধ্বংস-সাধনকারী হবে যে, এর বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। ৬৯নং সূরার ২-৫ আয়াতে এত ভয়াবহ মহাবিপদ বুঝাতে অনুরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। 'কারে'আ' সংকট ছাড়াও অপ্রত্যাশিত আকস্মিক শাস্তিকে বুঝিয়ে থাকে।

৩৪২০। যেহেতু ঐ ভয়াবহ ধ্বংসের ধারণা করা মানুষের জন্য সম্ভব নয়, সেহেতু ঐ ধ্বংসলীলার মাত্র কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনার সময় যে অবর্ণনীয় দুর্দশা, বিশৃঙ্খলা ও ক্লেশ উপস্থিত হবে, তার কিছুটা ধারণা দেওয়া হয়েছে মাত্র। ঐ প্রলয়ঙ্করী ঘটনা মানুষকে ধূনিত পশমের মত এদিক-সেদিক নিক্ষিপ্ত করবে। তারা কোথায়ও আশ্রয় পাবে না।

৩৪২১। 'মাওয়াযীন' শব্দটি যখন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দটির অর্থ হয়, তার কার্যাবলী। কিন্তু শব্দটি যখন কোন জাতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, ঐ জাতির জাগতিক উপায়-উপকরণ ও সম্পদ। সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধ-সরঞ্জামের পরিভাষায় 'টনের ওজন' বা 'টনেজ' শব্দটি 'মাওয়াযীনের' প্রতিশব্দ বলা যেতে পারে। জাতিগত দিক থেকে দেখলে, আয়াতটির অর্থ হবে, যে জাতির যত বেশী ধন-সম্পদ থাকবে অথবা যতবেশী ওজনের মালবাহী জাহাজ, এরোপ্লেন, ইত্যাদি থাকবে, সে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ততই অধিক শক্তিশালী প্রতিপন্ন হবে ও প্রভাব খাটাবে। এই অবস্থা ঐ জাতির সম্মান, প্রতিপত্তি ও সুখ-শান্তি বৃদ্ধির পরিচায়ক বলে মনে করা হবে।

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝٩

১০। তার জননী[৩৪২২] হবে 'হাবিয়া'।

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ۝١٠

১১। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে, সেটা কী ?

نَارٌ حَامِيَةٌۢ ۝١١

১২। (সেটা) এক লেলিহান আগুন।

৩৪২২। মায়ের সাথে তার গর্ভস্থ সন্তানের যেরূপ সম্পর্ক, দোযখের সাথে পাপীদেরও সেইরূপ সম্পর্ক। মায়ের গর্ভে ভ্রূণ অনেক স্তর পার হয়ে উন্নতি করতে করতে অবশেষে মানবাকারে পূর্ণতা লাভের পর নিষ্পাপ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। তেমনি পাপী লোকেরা স্বীয় পাপানুযায়ী অনেক ধরনের আধ্যাত্মিক শাস্তি ও যাতনা ভোগের মধ্য দিয়ে যখন পাপমুক্ত হয়, তখন তার নতুন জীবন-লাভ ঘটে। দোযখের শাস্তি ও জ্বালা-যন্ত্রণা পাপী ও দুষ্কৃতকারীদের অনুতাপ করবার ও আত্মশুদ্ধি করবার সুযোগ দান করে। ইসলামের ধারণানুযায়ী দোযখ হচ্ছে সংশোধনকারী কারাগার বা নিরাময়কারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

সূরাতুত্ তাকাসুর-১০২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

সকলের ঐক্যমতে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরাসমূহের একটি। পূর্ববতী সূরাগুলিতে নবী করীম (সঃ)-এর সময়ে এবং ইসলামের পরবর্তী যুগসমূহে, বিশেষ করে শেষ যুগে মহানবী (সঃ)-এর প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্-মাহদীর (আঃ) মাধ্যমে তাঁর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আবির্ভাবের সময়ে, অবিশ্বাসীদের উপরে যে কঠোর শাস্তি নেমে আসবে, তার উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাটিতে ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি মানুষের মনকে অবিশ্বাসের পথে চালিত করে এবং আল্লাহ্‌র দিক থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। ধন-রত্ন, টাকা-কড়ি ও অন্যান্য পার্থিব সম্পদ জমানোর প্রতিযোগিতা এবং তার প্রাচুর্যে গৌরব বোধ করা উক্ত বিষয়াবলীর মধ্যে এরূপ একটি বিষয় যার মত বিষাক্ত আধ্যাত্মিক ব্যাধি কমই আছে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এই সূরার গুরুত্ব ও মূল্য হাজার আয়াতের সমান (বায়হাকী ও দায়লামী)।

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ (١٠٢) اٰيَاتُهَا رُكُوْعُهَا

সূরাতুত্ তাকাসুর-১০২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী। — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। রাশি রাশি ধন-সম্পদ জমানোর প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (আল্লাহ্ থেকে) বিস্মৃত করে রাখে,[৩৪২৩] — اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ②

৩। যে পর্যন্ত না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছ। — حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ③

৪। কখনও না! অচিরেই (সত্যকে) তোমরা জানতে পারবে। — كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④

৫। পুনরায় (বলছি,) কখনও না! অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।[৩৪২৪] — ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ⑤

৬। কখনও না! হায় যদি তোমরা জ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্বাসমূলে জানতে! — كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑥

৭। নিশ্চয় তোমরা (ইহকালেই) জাহান্নামকে দেখবে।[৩৪২৫] — لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑦

৩৪২৩। ধনার্জনের অদম্য পিপাসা এবং অর্থ প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধিতে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতা মানুষের সকল অনিষ্টের মূল কারণ। কেননা, তা মানুষের উচ্চ মূল্যবোধসমূহকে নিষ্পেষিত করে কিংবা অবহেলার মধ্যে ফেলে দেয়। মানুষের জন্য এটি একটি দুর্ভাগ্য যে, পার্থিব বস্তুসমূহ আহরণের উদগ্র বাসনার কোন সীমা নেই। যতই পাওয়া যায়, বাসনা ততই তীব্রতর হয়, কখনও চরিতার্থ হয় না। এই বাসনা তার মন-প্রাণকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, আল্লাহ্র কথা বা পরলোকের কথা ভাববার অবকাশ তার থাকে না। এই ইহলৌকিক বাসনা-কামনা মগ্ন অবস্থায় তার উপর মৃত্যু নেমে আসে। তখন সে দেখতে পায়, কি বৃথা কাজ-কর্মের পিছনেই না সে তার জীবনটাকে অপব্যয় করে নিঃশেষ করে দিয়েছে!

৩৪২৪। এই আয়াতটির পুনরাবৃত্তির দ্বারা এই সূরাতে প্রদত্ত উপদেশ ও সতর্কবাণীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তির আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে ঃ এই ধন-মত্ততা ও বস্তুবাদিতার অন্ধ প্রতিযোগিতার ফলে যে মহা প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস-লীলা বিশ্বে দেখা দিবে, সে সম্বন্ধে এই আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

৩৪২৫। মানুষ যদি তার সাধারণ বুদ্ধিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতো এবং তার সামান্য জ্ঞানটুকুও প্রয়োগ করতো, তা হলে সে দেখতে পেত যে, দোযখ ইহকালেই তাকে গ্রাস করবার জন্য তার দিকে মুখ-ব্যাদান করে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ সে বুঝতে পারতো যে, এই অস্থায়ী জাঁকজমক ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধাসমূহের মধ্যে নিমগ্ন হওয়াটাই তার নৈতিক অধঃপতনকে ডেকে আনবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝٨

৮। অতঃপর তোমরা অবশ্যই (পরকালে) পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বিশ্বাসমূলে তা প্রত্যক্ষ করবে।[৩৪২৬]

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝٩

১ ৯। অতঃপর সেদিন অবশ্যই তোমরা নেয়ামতসমূহ সম্বন্ধে [৯] জিজ্ঞাসিত হবে।
২৭

৩৪২৬। ৫ম থেকে ৮ম আয়াত প্রতিপন্ন করে যে, নারকীয় জীবন ইহকালেই শুরু হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুর অন্তরালে পরকালের দোযখ ইহকালেই প্রস্তুত হতে থাকে। এই বিষয় যারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস অর্জন করে তারা তা এখানেই চিনতে পারেন। এই আয়াতগুলি দোযখের ব্যাপারে মানব বিশ্বাসের তিনটি স্তরকে নির্দেশ করছে।

সুরাতুল 'আস্‌র-১০৩
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি নবুওয়তের প্রথম দিকের সূরা। পাশ্চাত্যের লেখকবৃন্দ ও মুসলিম মুফাস্‌সিরীন এই ব্যাপারে একমত। পূর্ববর্তী সূরাতে, মানুষের ধন-লিপ্সা ও প্রভূত অর্থ-বিত্ত সঞ্চয়ের অদম্য নেশা ও প্রতিযোগিতার বিষয় এবং তার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই সূরাতে বলা হয়েছে, উদ্দেশ্যবিহীন জীবন-যাপন, সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং অপচয়ের নামান্তর। পার্থিব উন্নতি ও ইহজাগতিক উপাদান-সম্বলিত স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে বাঁচাতে পারে না, যদি তারা ঈমানের অধিকারী না হয় এবং সৎকর্মশীল পবিত্র জীবন যাপন না করে। এটাই 'আসর' বা 'সময়ের' চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় শিক্ষা। ইহ-জাগতিক সম্পদ ও উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য, ক্ষমতা, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আতিশয্য অবিশ্বাসীগণকে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলিকে, এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তারা ভাবতে শুরু করেছে যে, এসব কখনও তাদের হস্তচ্যুত হবে না বা হ্রাস প্রাপ্ত হবে না। অপর পক্ষে, মুসলিম জাহানেও নৈরাশ্যের ছায়া নেমে এসেছে বলে মনে হয়। এই সূরাটি এই যুগের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক-যুক্ত। অবশ্য ইহা নবী করীম (সঃ)-এর সময়ের জন্যেও প্রযোজ্য, কেননা 'আল্ 'আস্‌র' বলতে তাঁর আবির্ভাবের সময়কেও বুঝায়।

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ (١٠٣)

সূরাতুল্ 'আস্‌র-১০৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। কআল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

وَالْعَصْرِ ②

২। শপথ 'সময়'-এর[৩৪২৭]

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ③

৩। নিশ্চয় মানব[৩৪২৮] বড়ই খক্ষতির মধ্যে রয়েছে,[৩৪২৯]

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ④

৪। তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, এবং তারা একে অপরকে সত্যের (উপর দৃঢ় থাকার ও তা প্রচার করার) গতাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-আপদে) একে অপরকে ধৈর্যেরও তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে।[৩৪৩০]

১ [৪] ২৮

দেখুন ঃ ক ১ঃ১ খ. ১০ঃ৪৬ গ. ৯০ঃ১৮।

৩৪২৭। 'আসর' অর্থ সময়, ইতিহাস, যুগ-পরম্পরা, অপরাহ্ন, গোধূলি বেলা। 'আল্ আস্‌র' অর্থ দিবা-রাত্রি বা সকাল-সন্ধ্যা (লেইন)।

৩৪২৮। এখানে 'আল্ ইনসান' বলতে ১৭ঃ১২; ১৮ঃ৫৫, ৩৬ঃ৭৮ এবং ৭০ঃ২০ আয়াতে উল্লেখ-কৃত মানুষকে বুঝিয়েছে, যথাঃ অস্থির, ত্বরাকারী, ঝগড়াকারী বা তার্কিক, আল্লাহ্‌র নবীর বিরোধিতাকারী।

৩৪২৯। ইতিহাসের এক অমোঘ সাক্ষ্য এই যে, ব্যক্তি বা জাতির কাছে যখন জীবনের সুবর্ণ সুযোগ-সুবিধাদি আসে অথচ তারা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে না, যারা মানুষের ভাগ্য-নির্দ্ধারণী চিরন্তন প্রাকৃতিক নীতি নিয়ম অবহেলা ও অমান্য করে তারা পরিণামে দুঃখে নিপতিত হয়। এই সব ব্যক্তিবর্গ ও জাতিসমূহ সময়ের সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় হোঁচট খেয়ে পতিত হয়; এই সূরার 'আল্ ইন্‌সান' শব্দের দ্বারা এইরূপ ব্যক্তিবর্গ ও জাতিগুলিকেই বুঝানো হয়েছে। ঐশী বিধানকে অবজ্ঞা করে বিনা শাস্তিতে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই।

৩৪৩০। এই সূরাতে এবং কুরআনের আরও কতিপয় সূরাতে মু'মিনগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেবল নিজেই সত্য ও ন্যায়-নীতিপূর্ণ আদর্শ অবলম্বন করলে চলবে না, বরং অপরের মধ্যেও এইগুলির প্রচার, বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে, যাতে নিজেদের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও বিরাজিত থাকে। তাদেরকে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই সুকঠিন কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তারা অবশ্যই বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকার হবে। এমতাবস্থায় তারা যেন নিরুৎসাহিত ও ভীতিগ্রস্ত না হয়, বরং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে। এরূপে, এই সূরাটি একটি মাত্র আয়াতে এমন উৎকৃষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে যা অবলম্বনের ফলে, মানব-জীবন সত্যিকার অর্থে সুখী, পরিতৃপ্ত, উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠে।

সূরাতুল হুমাযাহ্-১০৪
(হিযরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

এটি প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা। বস্তুতঃ নবুওয়তের পরে পরেই যে কয়েকটি সূরা নাযেল হয়েছিল এটি সেগুলিরই অন্তর্গত। এই ব্যাপারে কুরআনের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদগণও এই অভিমত পোষণ করেন। সূরাতুত্ তাকাসূরে ধন-সম্পদ জমানোর ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। সঞ্চিত ধন-ঐশ্বর্যের অহংকার মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে সরিয়ে রাখে এবং সত্যিকার মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। সূরাতুল 'আস্রে' বলা হয়েছে যে, মহৎ আদর্শ অনুসরণ এবং ধর্ম-ভীরুতাপূর্ণ জীবন-যাপন দ্বারা মানুষ 'ক্ষতির জীবন' থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এই সূরাতে, ঐ সকল অপরিণামদর্শী অবিশ্বাসীদের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞাত করা হয়েছে যারা সঞ্চিত ধন-সম্পদ সৎপথে ও সৎকাজে ব্যয় না করে আত্ম-শ্লাঘা ও গর্বস্ফীত অবস্থায় ধার্মিক বিশ্বাসীদের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত থাকে ও তাদের নামে মিথ্যা অপবাদ ও বদনাম রটনা করে।

اٰيَاتُهَا ١٠ (١٠٤) سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعُهَا ١

সূরাতুল্ হুমাযাহ্-১০৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দুক এবং অপবাদদাতার[৩৪৩১] জন্য।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ②

৩। যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং তা বার বার [গ]গণনা করে,[৩৪৩২]

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ③

৪। সে ধারণা করে যে, তার ধন-সম্পদ তাকে অমর করবে।[৩৪৩৩]

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ④

৫। কখনও না! সে নিশ্চয় 'হুতামা'য় নিক্ষিপ্ত হবে,[৩৪৩৪]

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ⑤

৬। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে, 'হুতামা'[৩৪৩৪-ক] কী?

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑥

৭। আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন,

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ⑦

৮। যা হৃদয়সমূহে ধাবিত হবে।

الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ⑧

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৪৯ঃ১৩; ৬৮ঃ১২ গ. ৯ঃ৩৪; ৮৯ঃ২১।

৩৪৩১। 'হুমাযাহ্' অর্থ ঐ ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতে তার দোষ বর্ণনা করে ও দুর্নাম রটায়। 'লুমাযাহ্' অর্থ ঐ ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতিতেও দুর্নাম করে, উপস্থিতিতেও দুর্নাম করে (আকরাব)। পূর্ববর্তী সূরাতে দু'টি মৌলিক গুণ তথা সততা ও ধৈর্যকে, শান্তির উৎস বলা হয়েছে আর এই সূরাতে, ঐ দু'টি গুণের বিপরীত দু'টি দোষের উল্লেখ করা হয়েছে যা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে দেয়। ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসা-রটনা এমনি দু'টি প্রধান দোষ যা বর্তমানের তথাকথিত সভ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

৩৪৩২। পার্থিব ধন-সম্পদের অদম্য লোভ-লালসা মানুষকে মোহগ্রস্ত ও অন্ধ করে তোলে। অর্থলিপ্সা এবং ধন-সম্পদের উপাসনাই হলো বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সর্বনাশা বিষ।

৩৪৩৩। দুর্ভাগা কৃপণ ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদ না করেই সম্পদ আহরণ করে জমাতে থাকে। ভাল কাজে খরচ না করে সঞ্চিত ধনকে নিয়ে সে গৌরব বোধ করে। সে মনে করে যে, এই ধনই তাকে অমরত্ব দান করবে, বিস্মৃতির কবল থেকে তার নামকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং এই ধনের বদৌলতে তার বংশধরেরাও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকবে। কিন্তু হায়! এরূপ ধারণা কতই না ভ্রমাত্মক!

৩৪৩৪। মানুষের পক্ষে এর চাইতে বেশী অপমানজনক ও মর্মপীড়াদায়ক কী হতে পারে যখন সে স্বচক্ষে দেখতে পায়, যে বিষয়টিকে (ইসলামকে) সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে ধ্বংস করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করেছে, সেই বিষয়টি তার চোখের সম্মুখে দিনদিন উন্নতি লাভ করছে এবং সমুজ্জ্বল ও সম্মানিত হয়ে উঠছে। এই মর্ম-যাতনা ও অন্তর্জালাই কুরায়েশ-নেতৃবৃন্দের হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল যখন তারা দেখছিল যে, ইসলামের কচি চারাটি তাদের উপস্থিতিতে মহা মহীরূহ রূপে দণ্ডায়মান হয়েছে।

৩৪৩৪-ক। আরবরা বলে, 'হাতামাৎহুস্ সিন্নু' বার্ধক্য তাকে ভেঙ্গে ফেলেছে (লেইন)।

৯। নিশ্চয় ইহা তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবহারের জন্য) *অবরুদ্ধ রয়েছে[৩৪৩৫]

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ⑨

১ [১০] ২৯ ১০। বিস্তৃত স্তম্ভসমূহে।[৩৪৩৫-ক]

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑩ ع

দেখুন ঃ ক. ৯০ঃ২১।

৩৪৩৫। আবদ্ধ আগুনের উত্তাপ বহুগুণ বেড়ে যায়।

৩৪৩৫-ক। 'বিস্তৃত স্তম্ভ' বলতে কু-অভ্যাস, মন্দ রীতি-নীতি, প্রচলিত কুপ্রথাসমূহকেও বুঝাতে পারে, যার দরুন অবিশ্বাসীরা উৎকৃষ্ট মানবীয় জীবন ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে নিজেদের জীবনকে খাপ খাওয়াতে পারে না।

সূরাতুল ফীল্-১০৫
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

ইহা মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরা। দ্বিতীয় আয়াতে 'আসহাবুল ফীল' (হস্তীর অধিপতি)-এর উল্লেখ আছে। এথেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। মক্কা-আক্রমণকারী আবরাহার সেনা-বাহিনীতে এক বা একাধিক হাতী ছিল বলে এই বাহিনীকে 'আসহাবুল ফীল' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান বাদশাহের প্রতিনিধি ইয়েমেনের তৎকালীন শাসনকর্তা আবরাহা আশরাম কর্তৃক কা'বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা-আক্রমণের ঐতিহাসিক ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা এই সূরার বিষয়-বস্তু। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান বাদশাহ্ নেজাসকে (নাজ্জাশী) খুশী করার জন্য এবং আরবদের একতা ও সংহতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আবরাহা কা'বা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তখন আরব এলাকায় ও চতুষ্পার্শ্বে এই ধারণা প্রসার লাভ করছিল যে, একজন মহান নবী শীঘ্রই আর্বিভূত হয়ে আরবের সকল গোত্রসমূহকে একতাবদ্ধ করতঃ এক বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করবেন। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই এর সম্ভাবনাকে বানচাল করে দেবার জন্য, কা'বা থেকে আরবদের আকর্ষণ ও মনোযোগকে অন্যমুখী করবার জন্য, আরব দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের পথ খুলবার এবং সর্বোপরি খৃষ্টান বাদশাহ্কে খুশী করার জন্য, আবরাহা এই আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। ইতঃপূর্বে একই উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে একটি গীর্জা নির্মাণ করে। কিন্তু আবরাহা যখন দেখলো যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আরবেরা কোন মতেই কা'বা-কেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করে সানা-কেন্দ্রিক হবে না, তখন সে ভীষণ চটে গেল এবং ভাবল যে কা'বা ধ্বংস করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। তার হাতে বিরাট সেনা বাহিনীও মজুদ ছিল। তাই সে ২০,০০০ সৈন্যসহ কা'বা ধ্বংসের ব্রত নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলো। মক্কার কয়েক মাইল দূরে অবস্থান গ্রহণপূর্বক, সে কা'বার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য, কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে তার সাথে আলোচনা করার আহ্বান জানালো। রসূলে পাক (সঃ)-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে কুরাইশ সর্দারগণ আবরাহার সাথে আলোচনার জন্য গেলে, আবরাহা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। আলোচনার সূচনাতেই আবরাহা তাজ্জব হয়ে গেল যে, কা'বার ব্যাপারে কোন কথা না বলে আব্দুল মুত্তালিব বললেন যে, তাঁর যে দু'শত উট আবরাহার লোকজন আটক করেছে সেগুলি যেন ফেরত দেওয়া হয়। আবরাহা বললো, সে তাদের পবিত্র উপাসনালয় ধ্বংস করতে এসেছে, এমতাবস্থায় আব্দুল মুত্তালিব সামান্য দু'শত উট ফেরত পাওয়ার কথা বলছেন, এমন ছোট কথাতো তিনি আরব নেতার মুখ থেকে মোটেই আশা করেননি। আব্দুল মুত্তালিব কা'বার অপরাজেয়তা প্রকাশপূর্বক দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ "আমি উটগুলির মালিক; কা'বারও নিজস্ব একজন মালিক আছেন; তিনিই তাকে রক্ষা করবেন" (আল্ কামিল, ১ম খন্ড)। স্বভাবতঃই আলোচনা ভেঙ্গে গেল। আবরাহাকে প্রতিরোধ করার শক্তি তাদের নেই দেখে, আব্দুল মুত্তালিব মক্কাবাসীদেরকে চতুষ্পার্শের পাহাড়গুলিতে চলে যাবার উপদেশ দিলেন। নগরী ছেড়ে যাবার সময়, আব্দুল মুত্তালিব কা'বার গিলাফের আঁচল ধরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কা'বার মালিকের কাছে প্রার্থনা করলেন ঃ 'মানুষ যেমন লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে তার গৃহ ও সম্পত্তি রক্ষা করে, হে প্রভু! তুমিও তেমনি তোমার গৃহকে রক্ষা কর, ক্রুশকে কা'বার উপর বিজয়ী হতে দিও না" (আল্ কামিল এবং মূইর)। আবরাহার সৈন্যদল কা'বার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলো, আর অমনি তাদের উপর ঐশী শাস্তি নেমে এলো। মূইর বলেন, 'এক মহাসংক্রামক ব্যাধি আবরাহার শিবিরে আক্রমণ করলো। ইহা বিষাক্ত ফোঁড়া ও ঘা-এর আকারে দেখা দিল; সম্ভবতঃ ইহা গুটি বসন্ত ছিল। ভয়-ভীতি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আবরাহার সৈন্যবাহিনীর লোকজন দিগ্বিদিক পালাতে লাগলো। গাইড বা পথ-প্রদর্শনকারীরা তাদেরকে ছেড়ে যাওয়ায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে উপত্যকাসমূহের যত্র-তত্র মরতে লাগলো এবং অপরদিকে এক প্লাবন এসে সহস্র-সহস্র মৃতদেহকে ভাসিয়ে নিল। এই মহামারীতে কদাচিৎ দু'-এক জন রক্ষা পেল। আবরাহার সমস্ত দেহ পচা-গলিত ক্ষতে ভরে গেল এবং সানায় প্রত্যাবর্তনের পথে সে অতি হীন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করলো।' এই ঘটনার বিষয়ই সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে। এই মহামারী রোগটি যে ভীষণাকারের গুটি বসন্ত ছিল, তা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক্ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি নবী করীম (সঃ)-এর মহীয়সী স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আয়েশা দু'জন অন্ধ ভিক্ষুককে মক্কায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কে? তারা উত্তর দিল যে, তারা আবরাহার হস্তী-চালক (মাহুত) ছিল (মন্সূর)।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ (١٠٥) — اٰياتها ٦ — ركوعها ١

সূরাতুল্ ফীল-১০৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ②

২। তুমি কি জান না তোমার প্রভু-প্রতিপালক হস্তী-বাহিনীর সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন?[৩৪৩৬]

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ③

৩। তিনি কি *তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেন নি?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ④

৪। এবং তিনি তাদের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করেছিলেন,[৩৪৩৭]

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ⑤

৫। যারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের মৃত দেহখন্ডগুলিকে ভক্ষণ করার জন্য) শক্ত ধরনের পাথরের উপরে ছুঁড়ে মারছিলো।[৩৪৩৮]

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑥ ع

৬। অতঃপর তিনি তাদেরকে করে দিলেন ভক্ষিত খড়-কুটা সদৃশ।

১
[৬]
৩০

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৫১-৫২।

৩৪৩৬। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নেজাস (নাজ্জাশী)-এর ইয়েমেনী শাসনকর্তা আবরাহা কা'বা শরীফ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে, মহানবী (সঃ)-এর জন্ম-বৎসর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কার দিকে বিরাট এক সেনা বাহিনী নিয়ে অভিযান চালায়। তার ঐ বাহিনীতে কয়েকটি হাতী ছিল। গুটি বসন্তের মহামারী জাতীয় এক ধরনের সংক্রামক রোগ তার সৈন্যদলকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে। তাদের মৃত গলিত দেহগুলিকে দলে দলে পাখী এসে খেয়ে শেষ করে। এ সম্বন্ধে উপরে সূরাটির ভূমিকা পাঠ করুন।

৩৪৩৭। পণ্ডিতদের অনেকের মতে ''আবাবীল' শব্দটি 'ইব্বাউল'-এর বহুবচন, যার অর্থ একই পথের অনুসারী পৃথক পৃথক পাখীর ঝাঁক, একে অপরের অনুসারী ভিন্ন পাখীর দল (লেইন)।

৩৪৩৮। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এসে আক্রমণকারীদের মৃতদেহের মাংস ছিঁড়ে চঞ্চু দ্বারা ঐ মাংসখণ্ডকে পাথরের উপর আঁছড়ে, থেঁতলে নরম করে, গিলে গিলে খেয়েছিল। সাধারণতঃ এইভাবেই মাংসাশী পাখীরা মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করে। 'বা' উপসর্গটি এখানে 'আলা' (উপরে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (লেইন)।

সূরাতুল্ কুরায়্শ-১০৬
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাও পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় মক্কায় প্রথমভাগে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি যদিও একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক সূরা, তবু সূরাতুল ফীলের সাথে এর সম্পর্কের গভীরতার কারণে অনেকে একে ঐ সূরার অংশ বলে মনে করেছেন। যে ঐশী শাস্তি এক ধরনের ভয়ঙ্কর গুটি বসন্তস্বরূপ মহামারীর রূপ ধারণ করে মক্কা-আক্রমণকারী আবরাহার সৈন্য-সামন্তকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, সূরাতুল ফীল তার একটি ভয়াবহ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য সূরাতে কুরায়্শদেরকে আল্লাহ্ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যে কা'বা গৃহের যত্ন ও সেবার জন্য তাদের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, তাদের উচিত, সশ্রদ্ধচিত্তে সেই কা'বাগৃহের প্রভুর উপাসনা করা। পূর্ববর্তী সূরাতে, কা'বার ধ্বংসোদ্যত শত্রুর ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ বলছেন যে, মক্কার মত একটি বৃক্ষ-শূন্য, শুষ্ক-অনুর্বর উপত্যকাতেও এই কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের জন্য, আল্লাহ্তাআলা সকল ধরনের খাদ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদেরকে বিপদাপদ ও ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ (١٠٦)

সূরাতুল্ কুরায়্শ-১০৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ②

২। (তোমার প্রভু-প্রতিপালক হস্তী-বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন) কুরায়্শদের[৩৪৩৯] (অন্তরে) অনুরাগ[৩৪৪০] সৃষ্টি করবার জন্য,

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ③

৩। তাদের মধ্যে শীত ও গ্রীষ্মকালীন (বাণিজ্য-) সফরের[৩৪৪১] প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করবার জন্য;

৩৪৩৯। 'কুরায়্শ' শব্দটি 'কারাশা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। কারাশা অর্থ সে এখান-সেখান থেকে ইহা সংগ্রহ করে একত্রিত করেছে অথবা এর একাংশকে অপরাংশের সাথে সংযুক্ত করেছে (আকরাব)। কুরায়্শ গোত্রকে এই নামে এই জন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে 'কুসাই ইবনে কিলাব বিন্ নযর' নামক এক ব্যক্তি, যাযাবর আরবদেরকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে মক্কায় একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। বনু কানানাহ্'দের মধ্যে একমাত্র নযরের বংশধররাই মক্কাতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা সংখ্যায় বেশী ছিল না বলে ছোট দল হিসাবে তাদেরকে 'কুরায়্শ' বলা হতো, যার অর্থ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত ছোট দল।

৩৪৪০। 'ঈলাফ' হলো 'আলাফা' ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য। এর অর্থ, একটি বিষয় বা বস্তুতে লেগে থাকা বা লাগিয়ে রাখা; কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে মনে প্রাণে ভালবাসা; কোন ব্যক্তিকে কিছু দেওয়া; কোন চুক্তি যার মধ্যে নিরাপত্তার শর্ত সন্নিবেশিত থাকে; নিরাপত্তা (লেইন)।

৩৪৪১। যেহেতু লাম' এমন একটি অব্যয় যদ্বারা আরবী বাক্য শুরু করা হয় না, সুতরাং যখন এর দ্বারা কোন বাক্য শুরু করা হয় তখন আয়াতটির পুর্বে একটি বাক্য বা বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে বলে মনে করতে হবে। উহ্য অংশটিকে পূর্বে বসালে, আয়াতটির মোটামুটি অর্থ দাঁড়াবেঃ হে মুহাম্মদ! তুমি আশ্চর্য বোধ করছো যে, আল্লাহ্ কুরায়্শদের মনে যে শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সব সময়ে ভ্রমণ করার প্রতি এত আগ্রহ সৃষ্টি করে রেখেছেন, তা আল্লাহ্র কত বড় অনুগ্রহ! ভ্রমণের প্রতি আগ্রহকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ এই কারণে বলা হয়েছে যে, শীতকালে ইয়েমেনের দিকে বাণিজ্য ভ্রমণে এবং গ্রীষ্মকালে সিরীয়া-প্যালেষ্টাইনের দিকে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে কুরায়্শগণ খাদ্যসহ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি মক্কায় নিয়ে আসতো। এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদান কুরায়্শদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল, তাদের শহরের উন্নতি সাধন করেছিল এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটিয়েছিল। ইয়েমেনের ইহুদীদের সংস্পর্শে এসে এবং সিরীয়ার খৃষ্টানদের সংস্পর্শে এসে তারা জানতে পেরেছিল যে, আরব দেশে একজন বড় নবী আগমন করবেন বলে তাদের শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। কুরায়্শরা এতই দেশ-প্রেমিক ও কা'বা-প্রেমিক ছিল যে, তারা না খেয়ে মরলেও, মক্কার ভূমি বা কা'বার গৃহ ছেড়ে কোথাও যেতে প্রস্তুত ছিল না, এমন কি অস্থায়ীভাবেও না। নবী করীম (সঃ)-এর প্রপিতামহ হাশিমের জোরালো উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় কুরায়্শরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে পেশারূপে গ্রহণ করে। ইহা তাদের জন্য ঐশী অনুগ্রহ ছিল, তারা বাণিজ্য-সফরের মাধ্যমে অন্যান্য সকল সুবিধাপ্রাপ্তি ছাড়াও আরও একটি মহা-সুযোগ লাভ করলো যে, নিকট ভবিষ্যতে আগমনকরী মহানবী (সঃ)-কে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতিও তাদের মনে দানা বাঁধছিল। এই আয়াতগুলির আরও একটি সাবলীল ব্যাখ্যা আছে, যা প্রসঙ্গের সাথে ভালভাবেই খাপ খায়। ব্যাখ্যাটি হলোঃ হে মুহাম্মদ! তোমার প্রভু 'হস্তীওয়ালা' আবরাহার সেনাবাহিনীকে এই কারণেই ধ্বংস

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝

৪। সুতরাং তাদের উচিত তারা যেন *এই গৃহের প্রভুর ইবাদত করে,

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

৫। যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে অন্ন দান করেন এবং ভয়-ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন।[৩৪৪২]

১ [৫] ৩১

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৯৭; ২৭ঃ৯২।

করে দিয়েছিলেন যাতে কুরায়্শদের শীত-গ্রীষ্মের বাণিজ্যিক ভ্রমণে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে কোন কম্তি না ঘটে। এটা তাদের প্রতি আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ। এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। কেননা, আবরাহা যদি ধ্বংস না হতো, তা হলে কুরায়্শরা ঐসব দেশে ভ্রমণ করা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক মনে করতো এবং সেই হেতু তাদের ভ্রমণ-স্পৃহা একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়তো। অতএব আবরাহার ধ্বংস কুরায়্শদের বাণিজ্য-ভ্রমণকেই কেবল মাত্র অব্যাহত রাখেনি বরং আরবের অধিবাসী সকল মানুষের তীর্থস্থান কা'বা তাদের চোখে অধিকতর পবিত্র ও সম্মানীয় হয়ে ওঠলো। আর, এতে কুরায়্শদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে আরও বেশী ঔৎকর্ষ লাভ হলো। আয়াতটির অর্থ এ-ও হতে পারেঃ তোমার প্রভু, হাতীর মালিক, প্রচণ্ড ও দুর্দান্ত সেনাবাহিনীকে কেবলমাত্র কুরায়্শদেরকে বাঁচাবার জন্যই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

৩৪৪২। কুরায়্শদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঐ সময় করা হয়েছিল যখন তাদের চতুর্দিক থেকে বিপদ, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। এতদ্ব্যতীত, সারা বৎসর ব্যাপী প্রত্যেক রকমের ফল-মূল ও খাদ্যের সরবরাহ তাদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছিল। এইসব ব্যবস্থা আকস্মিকভাবে জুটেনি। ইহা ছিল একটি ঐশী পরিকল্পনার ফল এবং আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার নবীকুল পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া ও ভবিষ্যাদ্বাণীর পূর্ণতাস্বরূপ ছিল (২ঃ১২৭,১৩০ এবং ১৪ঃ ৩৬, ৩৮)। অবিশ্বাসী কুরায়্শদের মনে আয়াতটি গ্রথিত করে দিতে চায় যে, মাটির, পাথরের ও কাঠের পুতুলকে পূজা করে, তাদের দয়াময় ও প্রকৃত প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রতি তারা কীরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তাদেরকে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত রেখে, তাদের খাদ্য-দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করে তাদের বাণিজ্য-ভ্রমণকে অব্যাহত ও নিরাপদ রেখে আল্লাহ্তাআলা নিশ্চয়ই তাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অথচ তারা তাঁকে চিনছে না। তাদের উচিত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা।

সূরাতুল্ মা'ঊন-১০৭

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলির অন্যতম। পূর্ববর্তী সূরাতে কুরায়শদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে নিরাপত্তা ও খাদ্য-দ্রব্যাদি সরবরাহ করে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছেন। এটা এজন্য নয় যে, তারা নিজের কাজ-কর্মের দ্বারা এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেছে এবং নিজেদেরকে এইসব ঐশী অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য প্রমাণ করেছে। বরং এটা ছিল তাদের উপর আল্লহ্তাআলার তরফ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা ও বার বার কৃপাকারীর বিশেষ অনুগ্রহ। এই কারণে তাদেরকে বলা হলো যে, তাদের উচিত অতিশয় বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে তাদের দয়াল প্রভু ও স্রষ্টার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালবাসা ও ধ্যান-উপাসনা নিবেদন করা। তা না করে তারা নিজেদেরকে একমাত্র পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত রেখেছে এবং মুর্তি-পুজায় লিপ্ত রয়েছে। এই সূরাতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বা জাতি নিজেকে কেবল পার্থিব বিষয়াদিতেই লিপ্ত রাখে, পরলোকের বিশ্বাস তাদের মন থেকে উঠে যায় এবং সৃষ্টিকর্তাকে তারা একেবারে ভুলে বসে। এই প্রসঙ্গে ইসলামের দু'টি মূল-নীতির উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র ইবাদত ও মানব-সেবা, এই দু'টি কাজে অবহেলা করে, তারা ধর্মকেই অস্বীকার করে। অর্থাৎ এই দু'টি কাজ মনোযোগ দিয়ে না করা, আর ধর্মকে অস্বীকার করা একই কথা।

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ (١٠٧) آياتها ركوعها

সূরাতুল্ মা'উন-১০৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৮ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে [খ]দীনকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখান করে?[৩৪৪৩]

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ②

৩। বস্তুত সে-ই ঐ ব্যক্তি, যে এতীমদেরকে তাড়িয়ে দেয়,[৩৪৪৪]

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ③

৪। এবং সে [গ]মিস্‌কীনদেরকে অন্ন দানে (অন্যদেরকে) উৎসাহিত করে না।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ④

৫। সুতরাং দুর্ভোগ ঐ সকল নামাযীর[৩৪৪৫] জন্য,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ⑤

৬। যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন,

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑥

৭। যারা কেবল [ঘ]লোক দেখায়,[৩৪৪৬]

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ⑦

১ [৮] ৩২ ৮। এবং যারা নিত্য ব্যবহার্য মামুলি দ্রব্যাদিও[৩৪৪৭] দিতে (নিজেরা) বিরত থাকে, (অন্যদেরকেও) বারণ করে।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑧ ع

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৮২ঃ১০ গ. ৬৯ঃ৩৫; ৮৯ঃ১৯ ঘ. ৪ঃ১৪৩।

৩৪৪৩। আল্লাহ্‌র বিচারে যার বিশ্বাস নেই অথবা যে ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধের আসল উৎস ধর্মকেই অস্বীকার করে সে প্রকৃতই হতভাগা।

৩৪৪৪। এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত এমন দু'টি সামাজিক ব্যাধির কথা বলছে যার প্রতিকার না করলে, সমাজের অবক্ষয় ও ভাঙ্গন অবধারিত হয়ে পড়ে। এতীমদের প্রতিপালন ও যত্ন না করলে জাতির আত্মত্যাগের স্পৃহা মরে যায়। দরিদ্র ও ভাগ্যহতদের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে একটি অবহেলিত শ্রেণীর ধর্মস্পৃহা ও ভাগ্যোন্নয়নের ইচ্ছা তিরোহিত হয়ে যায়, এতে সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

৩৪৪৫। 'নামায' আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতীক। কিন্তু মুনাফিকদের নামায, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে না, আত্মাহীন দেহের মত।

৩৪৪৬। মুনাফিক ও আচার-সর্বস্ব লোকেরা আন্তরিক না হয়ে কেবল লোক দেখানোর জন্য পুণ্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কাজ করে থাকে।

৩৪৪৭। 'মা'উন' অর্থ গৃহস্থালীর নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্র যথা খন্তা, কুড়াল, দা, রান্নার ডেক্-ডেকচি ইত্যাদি, দয়ার কাজ, প্রয়োজনীয় দ্রব্য, 'যাকাত' (আকরাব)।

সূরাতুল্ কাওসার-১০৮

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ। এই সূরা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। সূরার পরে সূরা সাজানোর ক্ষেত্রে এই সূরা শেষদিকে স্থান পাওয়ায়, প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআনের সূরা সাজানোর ও গ্রন্থনার কাজও আল্লাহ্‌র নির্দেশমত সম্পন্ন হয়েছে। নতুবা নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ এই সূরা কুরআনের শেষ প্রান্তে স্থান পেতো না। যে ক্রমধারায় কুরআনের বাণী- গুলি বর্তমানে সন্নিবেশিত আছে, তা অবতরণের ক্রমধারা বা ধারাবাহিকতা থেকে ভিন্ন। ইহা কুরআন করীমের এক মু'জিযা যে, সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক ঐশী-বাণীগুলি যথোপযুক্তভাবে অবতীর্ণ হলো বটে, কিন্তু সর্মগ্র কুরআনের মধ্যে স্থান পাওয়ার সময়, মানুষের চিরন্তন ও চিরকালের প্রয়োজনকে সামনে রেখে স্থান পেলো। এই সূরাতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিটি এমন এক সময়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন নবী করীম (সঃ).মক্কানগরীর বাইরে মোটেই পরিচিত ছিলেন না এবং তাঁর এই দাবী যে, তিনি মানবের জন্য সর্বশেষ শরীয়ত-বাহক পরিত্রাণকর্তারূপে বিশ্বে প্রেরিত হয়েছেন, তা তাঁর শহরবাসীদের মনেও কোন গভীর রেখাপাত করতে পারে নি। কিন্তু প্রতিশ্রুতির কী অসামান্য দৃঢ়তা, আর এর ভাষা কতই না স্বচ্ছ, শক্তিশালী ও সংক্ষিপ্ত! প্রতিশ্রুতির জোরালো বাক্যটি হলো 'আমরা তোমাকে কাওসার' দান করেছি অর্থাৎ 'আমরা তোমার উপর সকল প্রকারের মঙ্গল ও আশিস-ধারা ঢেলে দিয়েছি'। প্রতিশ্রুতি একটি ভবিষ্যদ্বাণী অথচ আশিস-ধারা ঢেলে দিয়েছি বলে বর্ণিত হচ্ছে। সুনিশ্চিতই ঘটবে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রেই কেবল অতীত কাল ব্যবহৃত হয়। কুরআনের ঐশী উৎস হওয়া এই কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এই সূরাটি এরূপ একটি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার কথা একবারেই অসম্ভব ও চিন্তাতীত ছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি সূর্যের মত দেদীপ্যমান অবস্থায় পূর্ণ হওয়ার পরে, সূরাটি কুরআনের শেষের দিকে অবস্থান গ্রহণ করে, সমগ্র কুরআনের সত্যতাকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে এই সূরার সম্পর্ক এইভাবে রয়েছে যে, পূর্বসূরাতে মুনাফিকদের কয়েকটি গুরুতর নৈতিক পাপের উল্লেখ করা হয়েছিল, আর এই সূরাতে ঐগুলির মোকাবিলায় মু'মিনদের কয়েকটি নৈতিক গুণ ও পুণ্যকাজের উল্লেখ স্থান পেয়েছে, যেমন- মহানুভবতা, নামায আদায়, আল্লাহ্‌র নিকটে আত্ম-নিবেদন এবং জাতির প্রয়োজনে আত্মত্যাগ বা কুরবানী।

سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ (١٠٨)

সূরাতুল্ কাওসার-১০৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে *·'কাওসার' (কল্যাণের প্রাচুর্য) দান করেছি।[৩৪৪৮] إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ②

৩। সুতরাং তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর। فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ③

দেখুন ঃ ক. ৯৩ঃ৬।

৩৪৪৮। 'কাওসার' শব্দের অন্যান্য অর্থ ছাড়াও একটি প্রধান অর্থ, 'অপরিসীম মঙ্গল'। যে ব্যক্তির মধ্যে সীমাহীন মঙ্গল ও সম্পদ রয়েছে এবং সে তা বহুল পরিমাণে সর্বদা বিতরণ করে, সেই ব্যক্তিকেও 'কাওসার' বলা হয় (মুফরাদাত এবং জরীর)। এই সূরাতে হযরত নবী করীম (সঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা এমন এক সুমহান ব্যক্তি সাব্যস্ত করেছেন, যাঁর উপর তিনি অপরিমিত মঙ্গল ও আশীর্বাদরাজি বর্ষণ করেছেন । এই সূরাটি মহানবী (সঃ)-এর জীবনের এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন তিনি একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন এবং দান করার মত তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি তখন অতিশয় দরিদ্র ছিলেন এবং তাঁর নবুওয়তের দাবীকে বিবেচনার অযোগ্য বলে গণ্য হচ্ছিল। এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার বহু বৎসর পর পর্যন্তও তাঁকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা হয়েছে, তাঁকে বিরোধিতা সহ্য ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ও হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি প্রিয় মাতৃ-নগরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তাঁর ছিন্ন-মস্তকের জন্য এক বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের পরও কয়েকটি বৎসর পর্যন্ত তাঁর জীবন প্রতি মুহূর্তে বিপদাপন্ন ও নিরাপত্তাহীন ছিল। তাঁর শত্রুরা, তাঁর এই রূপ হীনবল অবস্থার সাথে নিজেদের ধনবল ও জনবলের তুলনামূলক বিশাল ব্যবধান দেখে, অতি উৎসাহ ও ব্যগ্রতার সাথে ইসলামের দ্রুত ধ্বংস ও বিনাশের দিন গুণছিল। অতঃপর মহানবী (সঃ)-এর জীবনের শেষপর্বে, ধনে-জনে , মানে-সম্মানে, জ্ঞানে-গরিমায়, ভক্তি-ভালবাসা, সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা ও প্রাচুর্যে, তিনি এমন মহা-সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন যে, মানবেতিহাসে এর দৃষ্টান্ত নেই। অতএব আল্লাহ্র দেওয়া 'কাওসার'-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। মক্কার আইনে আশ্রয়-চ্যুত ব্যক্তি সমগ্র আরবের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে গেলেন, মরুভূমির নিরক্ষর অবহেলিত সন্তান বিশ্বমানবের চিরদিনের শিক্ষকে পরিণত হলেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁকে এমন একটি 'কিতাব' দিলেন যা মানব-জাতির চিরস্থায়ী ও অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক হয়ে রইলো। তিনি নিজের মধ্যে ঐশী গুণাবলীর জ্যোতির্মালাকে ধারণপূর্বক, আল্লাহ্র এতই নিকটবর্তী হয়ে গেলেন যে, এর চাইতে অধিক নৈকট্য-অর্জন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাঁকে এরূপ এক তুলনাবিহীন ভক্তের দল প্রদত্ত হলো যাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর, যখন বিশ্ব থেকে বিদায় নিবার জন্য তাঁর প্রভুর কাছ থেকে ডাক এলো , তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলীর সাকল্যটাই পুরোপুরিভাবে তিনি পালন করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সর্বপ্রকারের কল্যাণ, জাগতিক হোক আর আধ্যাত্মিক হোক, পূর্ণ মাত্রায় মহানবী (সঃ)-এর উপর বর্ষিত হয়েছিল। অতএব, মহানবী (সঃ)-এর ন্যায্য-প্রাপ্য হিসাবেই এটা বলা যুক্তিযুক্ত হয়েছে "সকল নবীর মধ্যে তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্য" (এনাসাই, বৃট)।

১
[৪] ৪। নিশ্চয় তোমার শত্রু-ই *অপুত্রক।[৩৪৪৯] إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٤ ع ١ ٣٣
৩৩

দেখুন ঃ ক. ১১১ঃ২।

৩৪৪৯। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই আয়াতটিতে নবী করীম (সঃ)-এর শত্রুদেরকে অত্যন্ত জোরালোভাবে পুত্রহীন (আব্‌তার) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই সূরা অবতরণের পূর্বে ও পরে মহানবী (সঃ)-এর যত পুত্র সন্তান জন্মেছিলেন, তাঁদের সকলেই অল্প বয়সে মারা যান এবং তাঁর তিরোধানের সময় তিনি কোন পুত্রসন্তান রেখে যান নি। এতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এখানে 'আবতার' শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তির কোন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নেই। আবতার অর্থ এই নয় যে, তার কোন ঔরসজাত পুত্র নাই। 'আবতার' (অপুত্রক) কথাটি এখানে আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুতঃ ঐশী পরিকল্পনা এটাই ছিল যে, মহানবী (সঃ)-এর কোন দৈহিক পুত্রই থাকবে না, কিন্তু তাঁর (সঃ) জন্য নির্ধারিত ছিল যে, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য আধ্যাত্মিক পুত্রের পিতা হয়ে অমর হয়ে থাকবেন এবং এইসব আধ্যাত্মিক পুত্র হবেন শারীরিক পুত্র অপেক্ষা শতগুণে অধিক অনুগত ও ভক্ত এবং অধিক প্রেমিক। অতএব, রসূলে পাক (সঃ) অপুত্রক ছিলেন না, বরং তাঁর শত্রুরাই অপুত্রক হয়ে গেছে, কেননা তাদের সন্তানগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মহানবী (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান রূপে পরিগণিত হলেন এবং তাঁরা তাঁদের (দৈহিক) পিতাদের অত্যাচার -অনাচার ও ইসলাম- বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাদের নাম উচ্চারণ করতেও লজ্জা ও অপমান বোধ করতেন।

সূরাতুল্ কাফিরূন-১০৯
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হাসান, ইকরিমা এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) এই মত পোষণ করেন। নলডিকি বলেন, ইহা নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। 'সূরাতুল কাওসারের' সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কাওসার এ বলা হয়েছিল যে, নবী করীম (সঃ) -এর উপরে এমন অপরিসীম আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক কল্যাণ বর্ষিত হবে যে, মানবেতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সূরাতে, ঐ সকল কট্টর কাফির, যাদেরকে ঐশী সিদ্ধান্ত চির-অবিশ্বাসী সাব্যস্ত করেছে, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, মহানবী (সঃ)-এর স্বপক্ষে এত সব স্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরেও যারা তাঁকে (সঃ) গ্রহণ করে নি তারা কি করে বিশ্বাস করতে পারে যে, মুসলমানরা স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে তাদের নির্বোধ, অন্তঃসারহীন, অদ্ভুত ও অযৌক্তিক বিশ্বাসকে মেনে নিবে? নবী করীম (সঃ) সূরা ইখলাসকে (১১২সূরা) কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং এই সূরাকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, যারা গভীর অভিনিবেশ সহকারে প্রায়ই এই সূরা দু'টি পাঠ করবে এবং এদের বিষয়-বস্তুর উপর গভীরভাবে চিন্তা করবে, তারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে (ইব্নে মারদাওয়াই)। এই হাদীসের তাৎপর্য হলো, 'সূরাতুল ইখ্লাস' ইসলামের মূলনীতি 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বকে পূর্ণ যুক্তিসহ অল্প কথায় পেশ করেছে, আর সূরা 'কাফিরূন' মুসলমানদেরকে শত বিরোধিতা ও শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তওহীদের মূলমন্ত্রে অটল থাকবার জন্য শক্তি ও উৎসাহ যোগাচ্ছে। অতএব, যারা এই দু'টি সূরার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করবে, তারা অবশ্যই সম্মান ও মর্যাদায় অন্যদের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের হবে।

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ (١٠٩) اٰيَاتُهَا ٦ رُكُوْعُهَا ١

সূরাতুল্ কাফিরূন-১০৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তুমি বল,[৩৪৫০] 'হে[৩৪৫১] কাফিরগণ![৩৪৫২]

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ②

৩। আমি সেরূপে ইবাদত করি না যেরূপে তোমরা ইবাদত কর,

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ③

৪। এবং তোমরা সেরূপে ইবাদত কর না যেরূপে আমি ইবাদত করি,

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ④

৫। এবং আমি ওদের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা কর,

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ⑤

৬। এবং তোমরা তাঁর[৩৪৫৩] ইবাদত কর না যাঁর ইবাদত আমি করি,

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ⑥

৩৪৫০। 'কুল' অর্থ বল বা ঘোষণা কর। এই ঐশী আদেশটি প্রত্যেক মুসলমানকে দেওয়া হয়েছে। এই সূরা ছাড়াও 'বল' এই আদেশটি ৭২, ১১২, ১১৩ এব ১১৪ সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ৩০৬টি আয়াতে এর ব্যবহার হয়েছে। এবং তা প্রত্যেক স্থলেই বিষয়-বস্তুর গুরুত্বকে সবিশেষ অনুধাবনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূরাতে ইসলামের যে মহান নীতি বিবৃত হয়েছে তার প্রতি কাফিরদের সবিশেষ দৃষ্টি জোরালোভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় বার বার আকর্ষণের জন্য মুসলমানকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

৩৪৫১। 'হে!' সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি গভীর দৃষ্টি-আকর্ষণ ও গুরুত্ব আরোপের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যাতে উদ্দিষ্ট মানব-মন্ডলীর হৃদয়ে বিষয়বস্তুটি গ্রথিত হয়ে যায়।

৩৪৫২। এখানে 'কাফিরগণ' বলতে ঐ সকল কট্টর কাফিরকে বুঝিয়েছে যারা ক্রমাগতভাবে ঔদ্ধত্য সহকারে সত্যকে প্রত্যাখান করে এসেছে এবং সত্য গ্রহণের সম্ভাবনা তাদের মধ্যে বাকী নেই অর্থাৎ অবিশ্বাস তাদের অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে গেছে।

৩৪৫৩। পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতসহ এই আয়াতের ব্যাখ্যা বিভিন্ন তফসীরকার ভিন্ন-ভিন্নভাবে করেছেন। কেউ কেউ বলেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা তাদের প্রশ্নটিকে দু'টি আকারে উত্থাপন করেছিল। তাই ঐ দু'টি, আকারেই তাদের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। অন্যেরা বলেন, এই পুনরাবৃত্তি ছিল কেবল উত্তরকে জোরালো করার জন্য । আবার কেউ কেউ (যেমন যাজ্জাজ) মনে করেন, তখনকার সমসাময়িক সময়ে ইবাদতের অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম দু'টি বাক্য (৩ ও ৪ আয়াত) এবং ভবিষ্যতে এইরূপ ইবাদতের অস্বীকারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে শেষ দু'টি বাক্য (৫ ও ৬ আয়াত); এর বিপরীতে আল্লামা যমখ্শরী বলেন, প্রথম বাক্য দু'টি ভবিষ্যতের অস্বীকারকে বুঝাচ্ছে এবং শেষ বাক্য দু'টি বর্তমান অস্বীকারকে বুঝাচ্ছে। যাহোক 'লা' (না, নহে) যখন বর্তমান-ভবিষ্যতকাল সম্পর্কিত ক্রিয়া পদের পূর্বে বসে, তখন এর দ্বারা ভবিষ্যৎকালই বুঝায়। এরূপ ব্যবহার- বিধি অনুযায়ী লা আ'বুদু এর অর্থ দাঁড়ায় "আমি কখনও উপাসনা করবো না"। মা' অব্যয়টি দু'আকারে ব্যবহৃত। 'মাস্দরীইয়া' হিসাবে ক্রিয়ার পূর্বে বসে একে অসমাপিকা করে এবং 'মাওসূলাহ্' হিসাবে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৭। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।[৩৪৫৪]

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝٦

১ [৭] ৩৪

ব্যবহৃত হলে, এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ ইহা, যাহা, সে, যে, তিনি , যিনি। এখানে প্রথম দু'টি বাক্যে মা' শব্দটি 'মাস্‌দারীইয়া' হিসাবে এবং দ্বিতীয় দু'টি বাক্যে 'মাওসূলাহ্' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করাই শ্রেয়। তখন এই চারিটি বাক্য বা আয়াতের অর্থ হবেঃ আমি কখনও তোমাদের উপাসনার রূপ ও ধরন-ধারন অবলম্বন করবো না এবং তোমরাও আমার ইবাদতের প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে না। এবং আমি কখনও তোমাদের উপাসনার বস্তুগুলির (প্রতিমা, মূর্তি, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন জীব-জন্তু ইত্যাদির) উপাসনা করবো না। আর তোমরাও আমার আরাধ্যের (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করবে না।"

৩৪৫৪। এই আয়াতের তাৎপর্য হলোঃ যেহেতু মু'মিনদের জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মের সাথে কাফিরদের জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মের কোনই মিল নেই এবং যেহেতু এতদুভয়ের বিস্তারিত বিবরণে ও মৌলিক ধারণাতে দুস্তর প্রভেদ বিদ্যমান , সেহেতু এদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়।

সূরাতুন্ নাস্‌র -১১০
(হিজরতের পরে মক্কায় অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

ইহা একটি মাদানী সূরা, মদীনাতে হিজরতের বহু পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু ইহা অন্য অর্থে মক্কী সূরাও বটে। কেননা ইহা বিদায় হজ্জের সময়, নবী করীম (সঃ)-এর ওফাতের মাত্র ৭০/৮০দিন পূর্বে পুনরায় মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সকল ঐতিহাসিক তথ্য ও সহীহ্ হাদীস থেকে এর অবতরণের এই সময় নির্ধারিত হয়েছে। নবী করীম (সঃ)-এর নবুওয়তের প্রথম দিকের প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও এই তারিখের সমর্থক। সম্পূর্ণ সূরারূপে অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে ইহাই সর্বশেষ সূরা, যদিও সূরা মায়েদার' ৪ আয়াতই অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত। পূর্ববর্তী সূরাতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছিল যে, তাদের জীবনাদর্শ ও রীতি-নীতি, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, তাদের উপাস্য ও উপাসনা-পদ্ধতি যেহেতু মু'মিনদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেহেতু এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মোটেই সম্ভাবনা নেই। তাদের কর্মফল তারা ভোগ করবে, আর মুসলমানগণও তাদের নিজেদের কর্মফল ভোগ করবে। এই'সূরাতে মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে যে, তাঁদের জন্য প্রতিশ্রুত বিজয় তো ইতোমধ্যে এসেই গেছে যখন দলে দলে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। অতএব, মুসলমানদের বিশেষ করে বিশ্ব-নবী (সঃ)-এর কর্তব্য আল্লাহ্তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণাপূর্বক নব-দীক্ষিতদের নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মানবীয় দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। কেননা, বিপুল সংখ্যক নব-দীক্ষিতরা যখন দলে দলে কোন নতুন ধর্মীয় আন্দোলনে যোগদান করে, তখন তাদেরকে সার্বিকভাবে শিক্ষিত ও সৎকর্মশীল করে তুলবার জন্য যেরূপ প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মীর প্রয়োজন হয়, তার অভাব দেখা দেয়। ফলে দোষ-ত্রুটিও তাদের সঙ্গে সমাজে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ (١١٠)

সূরাতুন্ নাস্‌র-১১০

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ②

২। যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় আসবে,[৩৪৫৫]

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ③

৩। এবং তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ④

৪। *তখন তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর[৩৪৫৬] এবং তাঁর নিকট ক্ষমা
১ [৪] ৩৫ প্রার্থনা[৩৪৫৭] কর, নিশ্চয় তিনি বার বার সদয়দৃষ্টি নিবদ্ধকারী।

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৯৯; ২০ঃ১৩১; ৫০ঃ৪০।

৩৪৫৫। প্রতিশ্রুত বিজয়।

৩৪৫৬। এখানে নবী করীম (সঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু আল্লাহ্‌তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে মুসলমানদেরকে বিজয় -গৌরবে ভূষিত করেছেন এবং জনগণ বিপুল সংখ্যায় দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করছে, সেহেতু তাঁর উচিত হবে কৃতজ্ঞতাভরে এবং প্রশংসা সহকারে আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করা।

৩৪৫৭। রসূলে পাক (সঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা এখানে উপদেশ দিচ্ছেন, যেহেতু তাঁর হাতে বিজয়ের পতাকা এসে গেছে এবং ইসলাম আরবের ভূমিতে এমন প্রাধান্য লাভ করেছে যে, তাঁর পূর্বের শত্রুরা তাঁর ভক্ত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সেহেতু তাঁর উচিত এই সব নবাগত অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া করা, যাতে তাদের পূর্বকৃত শত্রুতামূলক অত্যাচার-অপকর্ম ও পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া যায়। 'তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর', মহানবী (সঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌তাআলার এই নির্দেশটির এক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে নবদীক্ষিতদের জন্য ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে। এর অন্য তাৎপর্য এই কথার মধ্যে রয়েছে যে, নবাগত ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের বিপুল সংখ্যায় একসাথে আগমনের ফলে, তাদের পূর্বেকার ধ্যান-ধারণা, আচরণ-অভ্যাস ও শিক্ষা-দীক্ষাকে পরিবর্তনপূর্বক, ইসলামের রঙে তাদেরকে রঙীন করে তোলার মত দুরূহ কাজ সম্পাদনে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুসলিম সমাজ ও ইসলামকে নিরাপদ রাখার জন্য এই 'ইস্তিগফার'-এর প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, কুরআনের যে স্থানেই মহানবী (সঃ)-এর বিজয়ের কিংবা বড় রকমের কৃতকার্যতার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁকে ক্ষমা-প্রার্থনা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, এই দোয়া নবী করীম (সঃ)-এর নিজের জন্য নয় বরং অন্যদের জন্য, অর্থাৎ যখনই তাঁর উম্মতের মধ্যে ইসলামের নীতিমালা ও নির্দেশাবলী থেকে বিচ্যুতি ঘটবার কারণ উপস্থিত হবে, তখনই যেন আল্লাহ্‌আআলা তাদেরকে ঐ বিপদাবলী থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন- এই জন্য মহানবী (সঃ)-কে এই দোয়াটি করবার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, এই ক্ষমা-প্রার্থনার মধ্যে মহানবী (সঃ)-এর নিজের কোন কাজের সম্পর্ক নেই। কেননা, পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নবী করীম (সঃ) সত্য,ন্যায়-নীতি ও নৈতিকতার বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন (দেখুন টীকা ২৬১২ এবং ২৭৬৫)।

সূরাতুল্ লাহাব-১১১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ কাল ও প্রসঙ্গ

মুসলিম মুফাস্সিরগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এই সূরা নবুওয়তের প্রথম দিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি ও মূইর একই অভিমত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, অবতরণের দিক দিয়া ইহা পঞ্চম সূরা। সূরা আলাক, কালাম, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সির- এই চারটি সূরা নাযেল হবার পরেই এই সূরাটি নাযেল হয়। সূরাটির নামকরণ থেকে মনে হয়, রক্তবর্ণ চেহারা উগ্র-স্বভাববিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর কথা এই সূরাটির বিষয়-বস্তু। সূরা কাওসারে মহানবী (সঃ)-কে দু'টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। একটি হ'ল মহানবী (সঃ)-এর অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে, আর দ্বিতীয়টি ইসলামের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পূর্ববর্তী 'সূরাতুন নাস্র' -এর মধ্যে প্রতিশ্রুতির প্রথমাংশের পূর্ণতার উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য 'সূরাতুল লাহাবে' দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

آياتها | سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ (١١١) | ركوعها

সূরাতুল লাহাব-১১১

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। ক-আবূ লাহাবের৩৪৫৮ হাত দু'টি ধ্বংস হল এবং সেও ধ্বংস হবে!
تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ②

৩। খ-তার ধন-সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে৩৪৫৯ তা তার কোন কাজে এলো না,
مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ③

৪। সে অচিরেই লেলিহান আগুনে দগ্ধ হবে,৩৪৬০
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ④

৫। এবং তার স্ত্রীও– যে ইন্ধন বহন করে বেড়ায়,৩৪৬১
وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ⑤

দেখুন ঃ ক.১০৮ঃ৪ খ. ৩ঃ১১; ৫৮ঃ১৮।

৩৪৫৮। আবূ লাহাব (অগ্নিশিখার পিতা) ছিল নবী করীম (সঃ)-এর চাচা এবং তাঁর (সঃ) চরম অত্যাচারী শত্রু। তার আসল নাম ছিল আবদুল উয্‌যা। তার আকৃতি-প্রকৃতি, মুখাবয়ব ও চুল ছিল রুক্ষ এবং মেযাজ ছিল অতিশয় কর্কশ। সে কারণেই তাকে ডাকা হতো 'আবূ লাহাব' বলে । মহানবী (সঃ)-এর প্রচারকার্যের শুরুতেই একটি ঘটনা ঘটেছিল, এই সূরা তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশে নবী করীম (সঃ) ঐশী-বাণীকে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রচারের জন্য সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মক্কার গোত্রগুলিকে ডাকলেন, যাদের মধ্যে ছিল লুবাই, মুররা, কিলাব, কুসাঈ প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়বর্গ। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহ্‌ তাঁকে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন'। এমতাবস্থায় তারা যেন তাঁর কাছে অবতীর্ণ ঐশী-বাণীকে গ্রহণ করে এবং তাদের ভ্রান্ত পথ ও কুকর্মসমূহ ছেড়ে দেয়। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁর কথাগুলি পেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এই ঐশী-বাণীকে না মানলে আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপরে নিপতিত হবে। নবী করীম (সঃ)-এর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই আবূ লাহাব দাঁড়িয়ে বললোঃ "তুমি ধ্বংস হও," এই কথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছ?" (বুখারী)। 'অগ্নি-শিখার পিতা' এই ডাক-নামটি আবূ লাহাবকেও বুঝাতে পারে, অথবা ইসলামের অগ্নিশর্মা শত্রুদেরকেও বুঝাতে পারে, অথবা অধিকতর যুক্তিযুক্তভাবে শেষ-যুগের পশ্চিমা জাতিগুলিকেও বুঝাতে পারে- যার একাংশ আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, আর অপরাংশ আল্লাহ্‌তাআলার একত্বকে অস্বীকার করে। এই উভয় অংশই সমভাবে ইসলাম-বিরোধী। এই হিসাবে 'দু'টি হাত ' বলতে, এই দু'টি শক্তিশালী দলকে বুঝিয়েছে। এই অর্থে আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে ঃ ইসলামের শত্রুদের (বিশেষ করে এই দু'টি পশ্চিমা শক্তি ও তাদের মিত্রবর্গের) ইসলাম-বিরোধী প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ বিফল হবে এবং তাদের ইসলাম-বিধ্বংসী চেষ্টা-তদ্বিরসমূহ তাদের জন্যই সর্বনাশ ডেকে আনবে। ইসলামের ক্রমোন্নতি দেখে তারা অন্তর্জালায় ভুগবে। আর তাদের রাশি-রাশি ধন-দৌলত, জ্ঞান-গরিমা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদেরই চোখের সামনে বিলীন হয়ে যাবে।

৩৪৫৯। 'তার ধন-সম্পদ' বলতে, তাদের দেশে উৎপাদিত ধন-দৌলত বুঝাতে পারে এবং 'যা সে উপার্জন করেছে' বলতে,অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিসমূহকে শোষণ-পূর্বক তাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি করায়ত্ব ও সংগৃহীত করাকে বুঝাতে পারে।

৩৪৬০। আবূ লাহাব বলতে ঐ ব্যক্তিকেও বুঝায়,যে অগ্নিশিখা-উৎপাদক যন্ত্রাদি আবিষ্কার করে, অথবা যে অগ্নিতে পুড়ে ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাখা করলে, এই আয়াতটির মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সন্ধান পাওয়া যায় যে, শেষ যমানায় বা কলিকালে, দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক জোট তাদের আবিষ্কৃত ও উৎপাদিত আণবিক বোমা ও অন্যান্য সমরাস্ত্র দ্বারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এই আয়াত এ-ও বলে দিচ্ছে যে, এই জোটভুক্ত জাতিগুলির জন্য সেই দিন বেশী দূরে নয়।

৩৪৬১। এখানে আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলকে নির্দেশ করছে বলে মনে হয়। এই স্ত্রীলোকটি মহানবী (সঃ)-এর চলার

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১ [৬] ৩৬

৬। অবশ্যই তার গলায় (পেঁচিয়ে) রইবে খেজুর-আঁশের পাকানো দড়ি[৩৪৬২]

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥ ع

পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখতো এবং তাঁর দুর্নাম ছড়িয়ে বেড়াতো। 'হাতাব'-এর অন্য অর্থ বিদ্বেষজনিত কুৎসা (লেইন)। ঐ জাতীয় লোক যারা বিদ্বেষমূলকভাবে ইসলাম ও মহানবী (সঃ)-এর নামে কুৎসা রটনা করে এবং মিথ্যা অপবাদ ছড়ায়, তাদের উপরও আয়াতটি প্রযোজ্য।

৩৪৬২। যদিও বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, ঐ জাতিগুলি মুক্ত তথাপি তারা নিজেদের স্ব স্ব রাজনৈতিক আদর্শ ও জীবন-পদ্ধতির রজ্জুতে এমনই দৃঢ়ভাবে বাঁধা যে, তারা ঐগুলি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে না। অথবা, উম্মে জামীল সম্বন্ধে যেমন কথিত আছে যে, সে যে দড়ির সাহায্যে কাঠ বয়ে আনতে কাঠের বোঝা পিঠে ঝুলিয়ে, তা মাথায়-পেঁচানো দড়ির সাথে বেঁধে বহন করতো, সেই দড়িই একদিন মাথা থেকে ছুটে গলায় ফাঁস লেগে তার মৃত্যু ঘটেছিল। ঠিক তেমনিভাবে, এই জাতিগুলি নিজেদের ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র দ্বারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

সূরাতুল্ ইখ্লাস- ১১২
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

হযরত হাসান, ইকরিমা, সর্বোপরি প্রথম দিকের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সাহাবী হযরত ইব্নে মাস্উদের মতে, এই সূরা প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস, যিনি বয়সে হযরত ইব্নে মাস্উদ থেকে অনেক ছোট অথচ শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগণ্য, তিনি মনে করেন যে, এটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এইরূপ অতি-সম্মানীয় দু'জন সাহাবীর মধ্যে মতানৈক্য দেখে, তফসীরকারদের অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এই সূরাটি দু'বার অবতীর্ণ হয়েছিল, প্রথমে মক্কাতে এবং পরে মদীনাতে। প্রাচ্যবিদ মূইর একে প্রথমদিকের মক্কী সূরা বলে স্থান দেন, আর নলডিকি নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরকালীন সূরা বলে মনে করেন। সূরাটির বিষয়-বস্তুর গুরুত্বের কারণে একে বহু নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ নামগুলি হলোঃ তফ্রীদ, তজ্রীদ, তওহীদ, ইখলাস, মা'রিফাহ্, সামাদ, নূর ইত্যাদি। যেহেতু এই সূরাটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বকে অতি সংক্ষেপে, চমৎকারভাবে এবং সার্থকরূপে বিবৃত করেছে সেহেতু মহানবী (সঃ) ইহাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা বলে অভিহিত করেছেন (মা'আনী)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সঃ) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এই সূরা এবং পরবর্তী শেষ দু'টি সূরা অন্ততঃ তিনবার করে পাঠ করতেন (দাউদ)। সূরাটির শিরোনাম 'ইখলাস' দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, এই সূরাটি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে, মনের মধ্যে আল্লাহ্তাআলার প্রতি গভীর আগ্রহ ও আকর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং অনুরাগ ও ভালবাসা জন্মায়। যে বিষয়টি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ও অধিক গুরুত্ববহ, তা হলো, 'সূরা ফাতিহা' যেমন সমগ্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম, এই সূরাটিও তেমনি পরবর্তী দুই সূরার সাথে একত্রে সূরা 'ফাতিহার' বিষয়-বস্তুকেই কুরআনের সমাপ্তি পর্বে পুর্নব্যক্ত করছে। এই সূরা আল্লাহ্তাআলার চারটি মানবাতীত ও অননুকরণীয় গুণের উল্লেখ করেছে যেরূপে সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ্র চারটি প্রধান গুণ বর্ণিত হয়েছে।

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ (١١٢) رُكُوْعُهَا · اٰيَاتُهَا

সূরাতুল ইখ্লাস-১১২

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তুমি বল,[৩৪৬৩] 'তিনিই[৩৪৬৪] আল্লাহ্[৩৪৬৫]— [ক]এক-অদ্বিতীয়,[৩৪৬৬] قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ②

৩। আল্লাহ্ স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সর্বনির্ভর-স্থল।[৩৪৬৭] اَللّٰهُ الصَّمَدُ ③

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ২৩; ২২ঃ৩৫; ৫৭ঃ২৩।

৩৪৬৩। কুল' (বল বা ঘোষণা কর) শব্দটি দ্বারা এখানে আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদের উপর একটি স্থায়ী আদেশ জারী করেছেন ঃ হে মুসলিমগণ, তোমরা স্থায়ীভাবে ঘোষণা করতে থাক, 'আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়' ।

৩৪৬৪। 'হুয়া' (তিনি, সে) এখানে 'যমীরুশ্ শান' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কারণে 'হুয়া' অর্থ– এটাই সত্য। সব মিলিয়ে এস্থলে শব্দটির তাৎপর্য হলো, মানুষের মনের প্রকৃতিই এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ আছেন এবং তিনি এক-অদ্বিতীয়।

৩৪৬৫। কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলার অনেক নাম এসেছে। আল্লাহ্ নামটি ছাড়া অন্য সবগুলি নামই গুণবাচক। এক একটি নাম তাঁর এক একটি গুণের পরিচায়ক। কিন্তু 'আল্লাহ্' নামটি কোন গুণবাচক নাম নয়, বরং এই নামটির মধ্যেই সকল গুণবাচক নামের একত্রীভূত সমাহার ঘটেছে। একে আমরা সমগ্র নাম বা মৌলিক নাম 'ইসমে আযম' বলতে পারি। আরবীতে 'আল্লাহ্ ' শব্দটি কোন বস্তু বা জীবের জন্য ব্যবহৃত হয় না (টীকা ৩ দেখুন)।

৩৪৬৬। 'আহাদ' একটি বিশেষণ যা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ এক; একক; যিনি সর্বদাই এক-অদ্বিতীয় ছিলেন আছেন ও থাকবেন, যাঁর কোন অংশীদার নেই এবং যাঁর মৌলিক গুণাবলীতেও কোন অংশীদার নেই; যাঁর ব্যক্তিত্বে ও সত্তায় দ্বিতীয়ের কোন সমকক্ষতা নেই (লেইন)। 'আহাদ' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্‌র ব্যক্তি-সত্তার এরূপ একত্বকে বুঝায় যে, দ্বিতীয়ের ধারণাই নির্মূল করে দেয়। আর 'ওয়াহিদ' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অনন্যতা ও অতুলনীয়তা বুঝায় । অতএব, 'আল্লাহু ওয়াহিদুন' এর তাৎপর্য হবে, আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি সকল সৃষ্টির আদি উৎস। এবং 'আল্লাহু আহাদুন' এর তাৎপর্য আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি এমনিভাবে সম্পূর্ণ এক ও একাকী, যে তাঁর কথা ভাববার বা চিন্তা করবার সময়, আমাদের মনে অন্য কোন বস্তু বা সত্তার কথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। তাই, সকল দিক দিয়েই এবং সকল অর্থেই তিনি এক- অদ্বিতীয়। তিনি কোন শিকলের প্রারম্ভিক কড়াও নন এবং শেষ কড়াও নন। তাঁর মত কিছুই নেই এবং তিনিও কোন কিছুরই মত নন। এইরূপই হলেন 'আল্লাহ্' যেরূপে পবিত্র কুরআন তাঁকে উপস্থাপন করেছে মানুষের সামনে।

৩৪৬৭। 'সামাদ' অর্থ ঐ সত্তা যার উপর সকলেই ও সবকিছুই নির্ভরশীল, যার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যতীত গত্যন্তর নেই, যাকে ছাড়া কোন কাজই সম্পাদিত হতে পারে না; এমন ব্যক্তি বা স্থান যার উপরে কেউ বা কিছুই নাই। "সামাদ" আল্লাহ্‌তাআলার গুণবাচক নাম যার অর্থ সেই সর্বোচ্চ সত্তা যাঁর উপর, নিজ নিজ প্রয়োজন মিটাবার জন্য সকলকেই নির্ভর করতে হয়। সকলেই এবং সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তিনি এক এবং একা হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর ও সকলের আশ্রয়দাতা। সবকিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পরও তিনি চিরস্থায়ীভাবে অস্তিত্বমান থাকবেন; তাঁর উপরে কেউই নেই (লেইন)। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ এক -অদ্বিতীয়। এই আয়াতটি তা প্রমাণ করছে এবং যুক্তি উপস্থাপন করছে যে, বিশ্ব-জগৎ ও জীব-জন্তু ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে বাঁচে বা অস্তিত্বে টিকে থাকে। কিন্তু তিনি এমনই স্বাধীন ও স্বনির্ভর যে, কাকেও এবং কোন কিছুকেও তাঁর কোন প্রয়োজন হয় না, তিনি সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে । বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করতে, তাঁর না কোন জীব-জগতের সাহায্য নিতে হয়েছে, না জড়-বস্তুর। অপরদিকে, বিশ্ব-জগতে এমন কিছুই নেই যা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর;এমনকি অণু-পরমাণুও নয় । কোন কিছুই একাকী বাঁচে না বা টিকে থাকে না, বরং অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে টিকে থাকে। কেবলমাত্র আল্লাহ্ই একমাত্র সত্তা যিনি জীব বা বস্তুর উপর নির্ভর করেন না; তিনি ধারণার ও কল্পনারও বহু ঊর্ধ্বে এবং তাঁর গুণাবলীর কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

৪। ক.তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি।[৩৪৬৮]

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ④

১
[৫] ৫। খ.এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।[৩৪৬৯]
৩৭

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ⑤ ع

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ১১২; ১৯ঃ৯৩; ২৫ঃ৩; ৩৭ঃ১৫৩ খ. ৪২ঃ১২।

৩৪৬৮। আল্লাহ্‌তাআলাকে পূর্ববর্তী আয়াতে 'সামাদ' (স্বাধীন, সর্বাধিপতি, স্বনির্ভর এবং অন্য সবকিছুরই ভরসাস্থল) বলা হয়েছে। এই গুণটি তাঁর একত্বকে বা 'আহাদ' হওয়াকে প্রতিপন্ন করে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি জন্ম দান করেন না, জন্মগ্রহণও করেন নি, এতে তিনি যে 'সামাদ' (প্রয়োজনের উর্ধ্বে), তা-ই প্রতিপন্ন হয়। কেননা, যে প্রয়োজনের অধীন, সে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয় এবং তার আরদ্ধ কার্য সম্পন্ন করার জন্য তার মৃত্যুর পরও তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ থাকা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক নিয়ম এটাই যে, যারা জন্ম দেয় ও জন্ম নেয় তারা মৃত্যুর অধীন ও প্রয়োজনের অধীন। আল্লাহ্ কারও স্থলবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে আসেন নি এবং কেউ তাঁর উত্তরাধিকারী হবে না। সর্বগুণে তিনি পরিপূর্ণভাবে গুণান্বিত; চিরস্থায়ী, চির-বিরাজমান, একচ্ছত্র অধিপতি তিনিই।

৩৪৬৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বক্তব্যের পরেও আল্লাহ্‌র একত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহের সামান্যতম অবকাশও থেকে যায়, তা নিরসনের জন্য এই আয়াতটি এসেছে। যদি স্বীকৃতও হয় যে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় , একচ্ছত্র ও সর্বতোভাবে স্বনির্ভর-স্বাধীন এবং যদি এ-ও স্বীকৃত হয় যে, তিনি জন্ম দেওয়া- নেওয়ার উর্ধ্বে, তথাপি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, তাঁর মত ঐসব গুণ-সম্পন্ন অন্য কেউ তো থাকতে পারে। আলোচ্য আয়াতটিতে এই সন্দেহ ও সম্ভাবনাকে দূরীভূত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র মত অন্য কেউই নেই। মানুষের বিবেকও এই কথায় সায় দেয় যে, সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তারূপে বিশ্ব-জগতের জন্য একজনই প্রতিপালক থাকা চাই। মহাবিশ্বের নিয়ম-শৃংখলা, যা এর প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখতে পাই তা তো এই কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, একটি সর্বব্যাপী নিয়মের অধীনে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই সর্বব্যাপী নিয়ম-শৃংখলা ও পরিকল্পনার একত্ব প্রমাণ করে ও ঘোষণা করে যে, এর সৃষ্টিকারীও একজনই (২১ঃ২৩)। এইভাবে, সূরাটি বহু-ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসের মূল উৎপাটিত করেছে যা অন্যান্য ধর্মে , কোন না কোনভাবে টিকে রয়েছে। দুই, তিন বা ততোধিক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কিংবা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সমান্তরালভাবে বস্তু ও আত্মার চির-অবস্থিতি ইত্যাদি বিশ্বাস, যা অন্য ধর্মগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়, এই আয়াত তার মূলে কুঠারাঘাত করছে। এই সূরার আয়াতগুলিতে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র যে পবিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর সম্পর্কিত বর্ণনা এই সৌন্দর্য, পবিত্রতা, সত্যতা ও মাহাত্ম্যের ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারে নি।

সূরাতুল্ ফালাক- ১১৩
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরা এবং পরবর্তী সূরাটি এমনি পরস্পর সংযুক্ত যে, যদিও এ দু'টোর প্রত্যেকটি সূরাই স্বাধীন, পূর্ণ ও স্বতন্ত্র, তথাপি পরবর্তী সূরা 'সূরাতুন নাস'-কে এই সূরার পরিপূরক বলা যেতে পারে। এই সূরাতে একই বিষয়ের একটি দিক আলোচিত হয়েছে এবং পরবর্তী সূরাতে অপর একটি দিক আলোচিত হয়েছে। দু'টি সূরাকে একত্রে বলা হয় 'মুআওভেযাতান' (নিরাপত্তা দানকারী যুগল)। কারণ দু'টি সূরাই আরম্ভ হয়েছে নিরাপত্তা চেয়েঃ আমি আমার প্রভুর আশ্রয় চাই। এই দু'টি সূরার অবতরণকাল নিয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে বহু মতভেদ রয়েছে। হযরত ইব্নে আব্বাস ও কাতাদাহ্সহ অনেকেরই মতে এ দু'টি মাদানী সূরা। অপরপক্ষে হযরত হাসান, ইকরিমা, আতা ও জাবীর প্রমুখ অনেকের মতে এ দু'টি মক্কী সূরা। সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে অধিকাংশ মুসলিম মুফাস্সির এ দু'টি সূরাকে মক্কী সূরা বলে মত ব্যক্ত করেছেন। সূরা ইখলাসের সাথে এই সূরা দু'টির সম্পর্ক রয়েছে। সূরা ইখলাসে মু'মিনদেরকে এই কথা ঘোষণা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রচার করতে থাক, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় ও অনন্য, সব কিছুর উর্ধ্বে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ও অংশীদারবিহীন। আর এই দুই সূরাতে (ফালাক ও নাসে) মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে উপযুক্ত ঘোষণা করতে যেয়ে অত্যাচারী শাসক, নির্মম একনায়ক রাজা কিংবা দাম্ভিক বাদশাহ্র ভয়ে তারা যেন ভীত না হয়। এটা মু'মিনদের পবিত্র কর্তব্য যে, তারা দৃঢ়-প্রত্যয়ের সঙ্গে এই কথা মনে গেঁথে রাখবে যে, আল্লাহ্ই এই মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক এবং তাঁর বান্দাগণকে এই সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্তিধরদের ক্ষতি-সাধন থেকে বাঁচাতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। যদিও এই সূরা দু'টি কুরআনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, তথাপি এ দু'টিকে কুরআনের 'উপসংহার' বলা যেতে পারে। সূরা ইখলাস দ্বারা কুরআনের মূল বক্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে হয়, কেননা সমগ্র কুরআনের সারাংশ ও নির্যাস এর মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। অতপর, পরবর্তী সূরা দু'টিতে কুরআনের এই অতি-সংক্ষেপিত শিক্ষা থেকে যাতে মু'মিনদের কোন রূপ বিচ্যুতি না ঘটে এবং তাদের ইহলৌকিক মঙ্গল ও পারলৌকিক উন্নতির সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দুষ্কর্ম ও কুপ্রবৃত্তির যাতে তারা শিকার না হয়, সেজন্য ঐশী সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সঃ) রাত্রে নিদ্রা যাবার প্রাক্কালে এই সূরাগুলিকে নিয়মিতভাবে তিলাওয়াত করতেন।

(١١٣) سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

সূরাতুল ফালাক-১১৩

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী। — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তুমি বল, 'আমি *সৃষ্টির প্রভুর আশ্রয়[৩৪৭০] চাই, — قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ②

৩। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, — مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ③

৪। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর[৩৪৭১] অনিষ্ট থেকে, যখন তা আচ্ছন্ন করে, — وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ④

৫। এবং (পারস্পরিক সম্পর্কের) গিরায় (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) যারা ফুঁক দেয় তাদের অনিষ্ট থেকে,[৩৪৭২] — وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ⑤

১ [৬] ৩৮ ৬। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।' — وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑥ ع

দেখুন ঃ ক, ৬ঃ৯৭।

৩৪৭০। ফালাক অর্থ উষাকাল, দোযখ, সৃষ্টির সাকল্যটা (লেইন)। মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এইসব ব্যাপারে প্রার্থনা করার জন্যঃ (১) ইসলামের উপর থেকে অত্যাচার-অনাচারের অন্ধকার রাত্রির অবসান হয়ে যখন উজ্জ্বল উষার আগমন ঘটবে, তখন ঐ উষার সূর্য মধ্যগগনে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইসলামের আকাশে যেন আলো ছড়াতে থাকে, (২) আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যেসব অশুভ প্রভাব থাকতে পারে- যেমন বংশগত , পারিপার্শ্বিকতা, ভ্রমাত্মক শিক্ষা সেই গুলি থেকে যেন আল্লাহ মু'মিনকে রক্ষা করেন, (৩) আল্লাহ্‌ যেন তাদেরকে ইহকালের ও পরকালের নরক-যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

৩৪৭১। এই আয়াত বর্তমান যামানার অশুভ তৎপরতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যখন সত্যের জ্যোতিঃ নির্বাপিত হয়ে পাপ ও অন্যায় বিশ্ব-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে অথবা এই আয়াত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কঠিন কালকেও বুঝাতে পারে যখন সে চতুর্দিকে কেবল অন্ধকারই দেখতে পায়, আশার সামান্য আলোক-রশ্মিও তার দৃষ্টি-গোচর হয় না।

৩৪৭২। এই আয়াতটি কুমন্ত্রণা-দানকারী কুচক্রীমহলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছে যে, ঐসব কুচক্রীরা মৈত্রী-বন্ধনে জোট-বদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল প্রশাসনকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য কর্তৃত্বকারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় ও জনগণকে উস্কানী ও প্ররোচনা দিতে থাকে; অজুহাত সৃষ্টি করে আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালিত করে এবং বিশ্বাস-ভঙ্গের ইন্ধন যুগিয়ে মুসলমানের ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে। এই সূরাটি মানুষের এই জীবনের পার্থিব ব্যাপার ও বিষয়াদির অবস্থা ব্যক্ত করেছে। আর পরবর্তী সূরাটি ব্যক্ত করেছে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয়াদির অবস্থার কথা। মানুষকে জীবনে বহু প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। যখনই সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, বিশেষ করে যখনই সে সত্যের আলো বিস্তারের মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করে, তখনই অন্ধকারের অশুভ শক্তি তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। তা সত্ত্বেও যখন সে কৃতকার্যতার কাছাকাছি পৌঁছে, তখন কুচক্রী-বাহিনী তার পথে বিভিন্ন ধরনের বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তার পরেও যখন সে কৃতকার্যতার দ্বার খুলে ফেলে, তখন হিংসুটে মানুষের দল, তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে চায়। এইসব বাধা-বিঘ্ন, বিপদাপদ ও সংকটাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মু'মিনকে এইভাবে দোয়া করবার ও সাহায্য চাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে চতুর্দিকের অন্ধকারের মধ্যেও সে আলো প্রাপ্ত হয়, পথ দেখতে পায় এবং দুষ্কৃতকারীদের ষড়যন্ত্র ও হিংসুটে মানুষের হিংসার থাবা থেকে রক্ষা পায়।

সূরাতুন্ নাস-১১৪

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

এই সূরা 'মুআওভেযাতান' সূরাদ্বয়ের দ্বিতীয়। পূর্ববর্তী সূরার বিষয়-বস্তুই এই সূরাতে বিস্তৃতি লাভ করে তাকে পূর্ণতা দান করেছে। পূর্ববর্তী 'সূরা ফালাকে' মু'মিনগণ ইহজীবনের দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার ও বিপদাপদ থেকে যাতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থেকে রক্ষা পেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সূরাতে ঠিক তেমনিভাবে মু'মিনদেরকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় ও নিরাপত্তা চেয়ে দোয়া করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে বিপদাপদ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার নানারূপ পরীক্ষার আবর্তে পড়ে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত না হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য, প্রতিরক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কেবল মৌখিক প্রার্থনা করাই যথেষ্ট নয়, বরং যে সকল কাজ-কর্মের দ্বারা আল্লাহ্‌তাআলার দয়া ও করুণা আকৃষ্ট হয় সেইগুলি সম্পাদন করাও প্রয়োজন। 'কুল' (বল)-এই নির্দেশটির মধ্যে কেবল ঘোষণা করারই নয়, পরন্তু কাজ করারও নির্দেশ নিহিত আছে। সূরাটিকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে 'আন্ নাস' (মানবজাতি) নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, জিন্ন-ইন্‌সানের (সর্ব শ্রেণীর মানুষের) কুচক্র ও কুমন্ত্রণাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, বিশ্ব-মানবের প্রভু-প্রতিপালক, বিশ্ব-মানবের মালিক ও বিশ্ব-মানবের উপাস্যের কাছেই সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ সূরাটিতে দেওয়া হয়েছে। 'সূরা ফালাকে'র অবতরণ-কালেই এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এই দুই সূরা দ্বারা মিলিতভাবে পবিত্র কুরআনের সমাপ্তি টানা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

(١١٤) سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

সূরাতুন্ নাস-১১৪

মাদানী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে (পাঠ করছি), যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তুমি বল, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের নিকট—

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ②

৩। *যিনি মানুষের অধিপতি (বাদশা)

مَلِكِ النَّاسِ ③

৪। মানুষের উপাস্য,[৩৪৭৩]—

اِلٰهِ النَّاسِ ④

৫। কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে চুপিসারে (কুমন্ত্রণা দিয়ে) সট্‌কে পড়ে

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۵ الْخَنَّاسِ ⑤

৬। যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়—

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑥

দেখুন ঃ ক. ৫৯ঃ২৪; ৬২ঃ২।

৩৪৭৩। এই সূরাটিতে আল্লাহ্‌র তিনটি বিশেষ গুণবাচক নামের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা— রব্ব্ (মানুষের প্রভু-প্রতিপালক), মালিক (মানুষের অধিপতি) এবং ইলাহ্ (মানুষের উপাস্য)। আর এই তিনটি নামেই আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা ফালাকে কেবল 'রব্বুল ফালাকের' (সৃষ্টির প্রভুর) নিকটেই সাহায্য চাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, 'রব্বুল ফালাক' এর মধ্যে ঐ তিনটি গুণবাচক নামের বৈশিষ্ট্যগুলিও রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, পূর্ববর্তী সূরাতে, চারটি দুষ্কৃতি ও অনিষ্টের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র একটি মাত্র নামের দোহাই দিয়ে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। অথচ আলোচ্য সূরাতে একটি মাত্র 'নষ্টামী' তথা শয়তানী কুমন্ত্রণা ও গোপন ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনটি নামের দোহাই দিতে বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, শয়তানের প্ররোচনা বা কুমন্ত্রণাই সর্বপ্রকারের অনিষ্টের মুল। আল্লাহ্‌র (রব্ব্, মালিক, ইলাহ্) এই তিনটি গুণের সাথে মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহের সূক্ষ্ম সম্পর্ক বিদ্যমান। 'রব্ব্' নামক গুণের আওতায় মানুষের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। তার চিন্তা, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম 'মালিক' নামের আওতায় পুরষ্কৃত বা সাজা প্রাপ্ত হয়। তাঁর 'ইলাহ্' নামটি ব্যক্ত করে যে, তিনিই ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও উপাসনার পাত্র এবং তাঁকে পাওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই তিনটি নামের উল্লেখ এই কথার ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তিনটি কারণে সকল পাপের উৎপত্তি হয়, যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 'প্রভু-প্রতিপালক' মনে করে, কিংবা সর্বময় অধিকারী 'মালিক' মনে করে, অথবা স্বীয় উপাসনার যোগ্য 'ইলাহ' মনে করে তখন, অর্থাৎ মানুষ তখনই পাপ পথে ধাবিত হয়, যখন সে অপর ব্যক্তিকে তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করে; তার অবৈধ কর্তৃত্বের নিগড়ে নিজেকে দাসের মত বেঁধে রাখে এবং তাকে নিজের ভালবাসা ও পূজার একমাত্র পাত্র মনে করে। মু'মিনদেরকে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন একমাত্র আল্লাহ্‌কেই তাদের জীবনের অবলম্বন মনে করে, অসঙ্কোচে তাঁরই আনুগত্যের মধ্যে থেকে জীবন যাপন করে এবং তাঁকেই ভক্তি-ভালবাসা, শ্রদ্ধা-প্রেম ও উপাসনার একমাত্র পাত্র মনে করে। অথবা আল্লাহ্‌তাআলার এই তিনটি বিশেষ নামের দোহাই দেওয়ার মধ্যে এই তাৎপর্যও থাকতে পারে যে, শোষক পুঁজিবাদীদের কারসাজিপূর্ণ প্রতিপালনকারীর মত চটকদার ভূমিকা দেখে মু'মিনরা যেন প্রকৃত প্রতিপালক 'রব্বুন্নাস'কে ভুলে না যায়, বড় বড় বিশ্ব-শক্তির মন-ভুলানো রাজনৈতিক মতবাদ ও ক্ষমতার অত্যাশ্চর্য ভেল্কিবাজি দেখে, 'ইলাহ্' বা উপাস্যের মোকাবিলায় যেন সত্য 'ইলাহিন্নাস'কে অবহেলা না করে। সাধারণ মানবের জন্য এইরূপ ভুল করার আশঙ্কা রয়েছে। তাই আল্লাহ্‌তাআলা কুরআনের শেষ পর্বে মানুষের আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে তাঁরই সাহায্যের জন্য আবার প্রার্থনা শিখিয়েছেন যাতে মু'মিন বান্দা ঐরূপ ভুল করা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

১ [৭] ৩৯ ৭। জিন্ন এবং মানুষের মধ্য থেকে।[৩৪৭৪] مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦ ع

৩৪৭৪। অশুভ সত্তা বা শয়তান 'জিন্নের' (বড় লোকের) মনেও এবং 'নাস'-এর (সাধারণ লোকের) মনেও কুচিন্তা চুপিসারে ঢুকিয়ে দেয়, কাউকেও ছাড়ে না। অথবা আয়াতটির অর্থ হবেঃ কুচিন্তা ও কুপ্ররোচনা দানকারী জিন্নের মধ্য থেকেও হতে পারে এবং সাধারণ লোকের মধ্য থেকেও হতে পারে।

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন-পাঠ সমাপ্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِیْ فِیْ قَبْرِیْ
اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ
وَاجْعَلْهُ لِیْ اِمَامًا وَّ نُوْرًا
وَّ هُدًی وَّ رَحْمَةً اَللّٰهُمَّ
ذَكِّرْنِیْ مِنْهُ مَا نَسِیْتُ وَ
عَلِّمْنِیْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ
وَارْزُقْنِیْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَآءَ الَّیْلِ وَ
اٰنَآءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِیْ
حُجَّةً یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার কবরে আমার অস্বস্তিকে স্বস্তিতে রূপান্তরিত কর। হে আল্লাহ্! তুমি মহান কুরআনের বরকতে আমার উপর রহম কর এবং একে আমার জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত এবং রহমতস্বরূপ কর। হে আল্লাহ্ ! আমি এ থেকে যা কিছু ভুলে গিয়েছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও এবং এর যা কিছু আমি অজ্ঞাত আছি তা আমাকে শিখিয়ে দাও। এবং দিবা-রাত্রির বিভিন্ন সময়ে এর তিলাওয়াতকে আমার জীবনের উপকরণ করে দাও। হে জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি একে আমার জন্য দলীলস্বরূপ করে দাও।

৬৬) ১৩৬৫ (২০.৬৮
১৩২
৪৫০
৩৯৬
৫৪০
৫২৮

SURA FATIHA
&
AMPARA

(Bengali Translation with
Short Commentary)

© Islam International Publications Limited
ISBN 1-85372-703-2

Published by
Ahmadiyya Muslim Jamaat
Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211